ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

তিব্বতি নববর্ষের স্বাদু সফর

চোখ রাখুন পত্রিকায়

পুণের ধর্ষণ-কাণ্ডে গ্রেফতার অভিযুক্ত

তল্লাশিতে পুলিশ কুকুর ও ড্রোন ৯

নয়া সংবিধান রচনায় গণপরিষদের ভোট দাবি

সূচনা ছাত্রদের নতুন দলের বিদেশে

ফিটনেসে সমস্যা নেই রোহিত-শামির

জল্পনা ওড়ালেন রাহুল খেলা

epaper.anandabazar.com

কলকাতা ১৭ ফাল্গুন ১৪৩১ শনিবার ১ মার্চ ২০২৫ শহর সংস্করণ ৭.০০ টাকা

২৬ পাতা

XXCL

এক নজরে

আর্থিক বৃদ্ধির হার ৬.২%

দেশের অর্থনীতিতে সামান্য আশা। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রক শুক্রবার জানিয়েছে, গত অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, চলতি অর্থ বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে আর্থিক বৃদ্ধির হারের উন্নতি দেখা গিয়েছে। ওই তিন মাসে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ৬.২ শতাংশ। তার আগের তিন মাস, জুলাই-সেপ্টেম্বরে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৫.৬ শতাংশে নেমেছিল। উৎসবের মরসুমে কেনাকাটা ও সরকারি খরচে ভর করে এই ইতিবাচক ইঙ্গিত। তবে কারখানায় উৎপাদনের শ্লথ গতি চিন্তার কারণ। পৃঃ ১০

পিএফ-সুদ ৮.২৫%

এ বারও ৮.২৫ শতাংশেই স্থির রইল কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা টাকার উপর সুদের হার। তবে পিএফের আওতায় থাকা জীবন বিমা প্রকল্প ইডিএলআই-এ কিছু ক্ষেত্রে সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম, কাজে যোগ দিয়ে পিএফ চালুর এক বছরের মধ্যে কোনও কর্মী মারা গেলে ন্যূনতম ৫০ হাজার টাকা বিমার সুবিধা পাওয়া। ব্যবসা

বাজার পড়ল

ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক-হুমকি শুক্রবার ফের কাঁপুনি ধরাল বিশ্বের বেশির ভাগ শেয়ার বাজারে। ভারতেও সেনসেক্স পড়ে গেল ১৪১৪.৩৩ পয়েন্ট। নেমে এল ৭৩,১৯৮.১০ অঙ্কে। এক দিনে লগ্নিকারীদের শেয়ার সম্পদ কমল প্রায় ৯ লক্ষ কোটি টাকা। এ দিন টাকার দামও বিপুল পড়েছে। এক ডলার ১৯ পয়সা উঠে হয়েছে ৮৭.৩৭ টাকা। ব্যবসা

নতুন ট্রেন

শিয়ালদহ-জলপাইগুড়ি নতুন সাপ্তাহিক ট্রেন ঘোষণা করল রেল বোর্ড। ট্রেনটি প্রতি শুক্রবার রাত ১১টা ৪০-এ শিয়ালদহ ছেড়ে এনজেপি পৌঁছবে শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় এবং জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে পৌঁছবে দুপুর ১২টা ১৫-য়। ফিরতি পথে শনিবার রাত সাড়ে ৮টায় ট্রেনটি জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে ছেড়ে রবিবার সকাল ৮টায় শিয়ালদহে পৌঁছবে।

আজ আবহাওয়া

আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে।

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১° সেলসিয়াস

গত কাল
সর্বোচ্চ ৩১.২° (-০.৪)
সর্বনিম্ন ২২.২° (+১.৯)
আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৪% এবং ৪৫%
বৃষ্টিপাত: হয়নি

বয়ান মিলেছে, দাবি পুলিশের

শিরা কেটে বালিশ চাপা দেন প্রসূন

নিজস্ব সংবাদদাতা

স্ত্রী এবং বৌদির হাতের শিরা কেটেছেন তিনি। সেই সময়ে চিৎকার যাতে বাইরে না যায়, সেই কারণে বালিশ চেপে ধরেছিলেন তাঁদের মুখে! ট্যাংরা-কাণ্ডে বেঁচে ফেরা ছোট ভাই প্রসূন দে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে এমনটাই জানিয়েছেন বলে শুক্রবার দাবি পুলিশের। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছিল, প্রথম থেকেই প্রসূনের দাদা প্রণয় দাবি করছিলেন, আত্মহত্যার পরিকল্পনায় তিনি যুক্ত হলেও মৃত্যু নিশ্চিত করতে শিরা কেটেছিলেন তাঁর ভাই। বৃহস্পতিবার রাজ্য শিশু অধিকার ও সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিদের সামনে প্রণয়ের নাবালক পুত্রও একই রকম দাবি করে। এর পরেই এ দিন প্রসূনের এই স্বীকারোক্তির কথা জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে। যদিও পুলিশের দাবি, নিজের কিশোরী কন্যার মৃত্যুর ব্যাপারে তাঁর কিছুই জানা নেই বলে দাবি করেছেন প্রসূন।

এর মধ্যেই পুলিশ দে পরিবারের ঠিক কত টাকার দেনা রয়েছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সমস্ত রকমের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখা শুরু করেছে। সূত্রের দাবি, তাতে পুলিশ দেখেছে, ঋণপ্রদানকারী সংস্থা এবং ব্যাঙ্ক থেকে দে পরিবার প্রায় ১৫ কোটি টাকার ঋণ নিয়েছিল। এ ছাড়াও ব্যবসায়িক সূত্রে কিছু জনের কাছে তাদের বকেয়া হয় প্রায় চার কোটি টাকা। তবে তাদের কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেই কয়েক হাজারের বেশি টাকা নেই। যে বাড়ি থেকে পরিবারের তিন সদস্যের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে, তার পাশেই আরও একটি বাড়ি রয়েছে দে পরিবারের। কিন্তু মূল বাড়ির মতো এই সম্পত্তিও বন্ধক দেওয়া। পুলিশ এ-ও জেনেছে, দিন কয়েক আগেই নিজের সোনার গয়না বন্ধক দিয়ে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা নেন প্রসূন। তা দিয়ে কারখানার কর্মীদের বেতন মেটান।

আপাতত প্রসূন, প্রণয় এবং তাঁর কিশোর পুত্র ভর্তি এনআরএস হাসপাতালে। পুলিশের দাবি, এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নন এঁরা কেউই। এর মধ্যেই এঁদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছে পুলিশ। সুস্থ হওয়ার পর হাসপাতাল ছুটি দিলে দুই ভাইকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পরিকল্পনা রয়েছে।

এ দিন পুলিশ সূত্রে দাবি, প্রসূন জানান, ১৭ ফেব্রুয়ারি তাঁরা পায়েসে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খান। ১২ ফেব্রুয়ারি থেকেই প্রসূন, তাঁর স্ত্রী রোমি, প্রসূনের দাদা প্রণয় এবং প্রণয়ের স্ত্রী সুদেষ্ণা আত্মহত্যার পরিকল্পনা করে ফেলেন। বাড়ির সমস্ত সিসি ক্যামেরার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় সেই দিন থেকেই। পায়েস খাওয়ার পরে রোমি এবং সুদেষ্ণা দু'জনেই নিজেদের হাতের শিরা কাটেন। কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত করতে এর পরে প্রসূন ফের ওই দু'জনের শিরা কাটেন। পুলিশের দাবি, চিৎকার যাতে বাইরে না যায়, সে জন্য দুই মহিলার মুখে বালিশ চেপে ধরেন প্রসূনই। ভাইপোর মুখেও তিনিই বালিশ চেপে ধরেন। তার আগে ওই কিশোরের হাতের শিরা কাটার চেষ্টাও করেন। তখন ঘরেই ছিলেন তাঁর দাদা প্রণয়। ছেলের চিৎকারে তখনকার মতো ছেড়ে দিতে বলেন তিনি। ওই কিশোরও বাঁচার জন্য মৃতের ভান করে পড়েছিল বলে রাজ্য শিশু অধিকার ও সুরক্ষা কমিশনের কাছে দাবি করেছে। কিন্তু নিজের মেয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে কোনও তথ্য প্রসূন দিতে পারছেন না কেন?

কবে ওই কিশোরকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হবে, কোথায় রাখা হবে, সে ব্যাপারে পুলিশ কিছুই জানাতে পারেনি। সিডব্লিউসি-র চেয়ারপার্সন মহুয়া শূর রায় বলেন, "ওই কিশোর সুস্থ হলে পরবর্তী পদক্ষেপ ভাবা হবে। কিশোরের বাবা জীবিত। তাই সিডব্লিউসি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জায়গায় নেই।"

এক নজরে

- স্ত্রী, বৌদির শিরা তিনিই কাটেন, পুলিশের কাছে স্বীকার প্রসূনের
- আত্মহত্যা করতে দুই বৌ-ই নিজেদের হাতের শিরা কাটেন প্রথমে
- পরে মৃত্যু নিশ্চিত করতে প্রসূনও তাঁদের শিরা কাটেন, দাবি
- আরও দাবি, চিৎকার যাতে বাইরে না যায়, সে জন্য তাঁদের মুখে বালিশ চাপা দেন প্রসূন
- তবে নিজের কন্যার বিষয়ে কিছু জানেন না বলেই দাবি প্রসূনের

পুলিশের দাবি অনুযায়ী, এই সবই প্রসূন জানিয়েছেন

তুষারধসে আটকে পড়া বিআরও-র শ্রমিকদের উদ্ধার করা হচ্ছে। বদ্রীনাথের কাছে মানা গ্রামে। ৫৫ জনের মধ্যে ৩৩ জনকে এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে (খবর পৃঃ ৯)। শুক্রবার। *পিটিআই*

'ভূতুড়ে' ভোটার নিয়ে চাপ বিজেপির, সক্রিয় তৃণমূলও

নিজস্ব সংবাদদাতা

ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ করে তা 'সাফাই' করার যে বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার পাল্টা এ বার সক্রিয় হল বিজেপিও। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়কেরা শুক্রবার রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) কাছে গিয়ে ফের দাবি করেছেন, রাজ্যে ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকায় ১৬ লক্ষ 'ভুয়ো' নাম রয়েছে। সেই সঙ্গে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের নিয়োগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে ভাবে আক্রমণ করেছিলেন, তার প্রেক্ষিতে দিল্লিতে সিইসি-র কাছেই চিঠি দিয়েছেন শুভেন্দু। পক্ষান্তরে, 'ভুয়ো ভোটার' ধরতে রণকৌশল তৈরি এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে 'সমন্বয়ে'র লক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেস কলকাতা-সহ ইতিমধ্যেই নানা জেলায় প্রস্তুতি শুরু করেছে।

রাজ্য বিজেপির তরফে নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত শিশির বাজোরিয়া ও দলের কিছু বিধায়ককে নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু সিইও-র সঙ্গে বৈঠকের পরে সরাসরি শাসক দলকে নিশানা করেছেন। তিনি বলেন, "জঙ্গি শাব শেখের মতো বাংলাদেশের নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় কী করে এল? বিজেপি আগে ১৫ হাজার পাতার তথ্য কমিশনকে জমা দিয়েছিল। তাতে ১৬ লক্ষ 'ডাবল এন্ট্রি'-র (এক নাম একাধিক জায়গায়) কথা আছে! কমিশন ৮ লক্ষ নাম বাদ দিয়েছে।" বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং দলের আরও নেতার অভিযোগ, হিন্দু এবং বিশেষত, হিন্দিভাষী ভোটারদের 'নিশানা' করে নাম বাদ দিতে চাইছে তৃণমূল।

শুভেন্দুর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সূত্রেই তাঁর তোপ, "গত শনিবার নবান্ন থেকে ভোটার তালিকা নিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। তিনি এটা করতে পারেন না।" তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ অবশ্য বলেছেন, "বিজেপি ১৬ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দিতে ষড়যন্ত্র করেছে কি না, তা যাচাই করে দেখতে হবে।"

সিইও-র দফতরের তরফে এ দিনই জানানো হয়েছে, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত নিয়ম অনুযায়ী, এই বিষয়ে কোনও দাবি বা আপত্তি থাকলে তা আগে রাজ্যের ৮০ হাজার ৬৩৩ জন বিএলও, তিন হাজার ৪৯ জন এইআরও এবং ২৯৪ জন ইআরও-র

এর পর পৃঃ ৬ ▶

আট বছরে দু'বার ধর্ষিত, অভিযুক্ত একই

নিজস্ব সংবাদদাতা

দক্ষিণ দিনাজপুর: আট বছরের মধ্যে দু'বার ধর্ষিত এক আদিবাসী মেয়ে। অভিযুক্তও এক। প্রতিবেশী যুবক। যুবতী 'মানসিক রোগে ভুগছেন' বলে বাড়ির লোকের দাবি। আগের ধর্ষণের মামলাটি চলছে এবং তাতে অভিযুক্ত যুবক জামিনে মুক্ত ছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেয় দক্ষিণ দিনাজপুরের একটি এলাকায় সেই বিবাহিত আদিবাসী যুবক ওই যুবতীকে ফের ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। শুক্রবার বছর ছাব্বিশের অভিযুক্তকে ধরেছে পুলিশ। ধর্ষণের অভিযোগ মানেনি অভিযুক্ত ও তার পরিবার। তবে ঘটনার খোঁজ নিচ্ছে রাজ্য মহিলা কমিশন।

জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তল বলেন, "ওই মেয়েটি আগেও ধর্ষিত হয়েছিলেন। তখনও এই যুবককে ধরা হয়েছিল। আদালতে সে মামলা চলছে।" জেলা পুলিশের অন্যতম এসডিপিও দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "বছর-বাইশের ওই যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃতকে আদালত থেকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।"

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 'নির্যাতিতা' অবিবাহিত, বাবার কাছে থাকেন।বিশেষ ভাবে সক্ষম হিসাবে ভাতা পান তিনি। বৃহস্পতিবার সন্ধের পরে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তিনি ঘর থেকে বেরোলে, ওই যুবক তাঁর মুখ চেপে ধরে পাশের ঝোপে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। পুলিশ আদালতে হাজির করালে বিচারক ধৃতকে ছ'দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

যদিও অভিযুক্তের স্ত্রী ও পড়শিদের একাংশের দাবি, যে সময়ে ধর্ষণের কথা বলা হয়েছে, তখন ওই যুবক জমিতে কাজ করছিল। অভিযুক্তের স্ত্রী বলেন, "জমিতে জল নেওয়া নিয়ে ওই পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। তাই আমার স্বামীকে ফাঁসিয়েছে। আমিও পুলিশে যাব।" জমিতে জল নেওয়া সংক্রান্ত কোনও বিবাদের অভিযোগ মানেননি 'নির্যাতিতার' বাবা। তাঁর দাবি, "মেয়ের যখন ১৪ বছর বয়স, তখন ওই ছেলেটাই মেয়েকে ধর্ষণ করেছিল।"

ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক চাপান-উতোরও শুরু হয়েছে। জেলার বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, "ধর্ষণের ঘটনায় কয়েক মাসের মধ্যে

এর পর পৃঃ ৫ ▶

'বাংলাদেশি খেদাও', দিল্লি পুলিশকে নির্দেশ শাহের

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি: দিল্লিতে ক্ষমতায় এসেই অবৈধ বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের চিহ্নিত করতে ও তাঁদের ফেরত পাঠাতে দিল্লি পুলিশকে নির্দেশ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ দিল্লির নিরাপত্তা নিয়ে একটি বৈঠকে দিল্লিতে বসবাসকারী বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের যারা বৈধ পরিচয়পত্র করায়, সেই চক্রকে ভাঙার নির্দেশও দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দিল্লি পুলিশকে তাঁর নির্দেশ, অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়টি জাতীয় সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত। তাই দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে বিষয়টি কড়া হাতে মোকাবিলা করতে হবে।

আড়াই দশক পরে দিল্লিতে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। কেন্দ্রেও বিজেপি সরকার। যে-হেতু দিল্লির আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকে কেন্দ্র, তাই বিজেপি নেতৃত্ব জানেন ভবিষ্যতে রাজধানীতে আইনশৃঙ্খলাজনিত কোনও সমস্যা হলেই বিরোধীদের অভিযোগের যাবতীয় আঙুল উঠবে নরেন্দ্র মোদী সরকারের দিকে। তাই বিজেপি সরকার দিল্লিতে শপথ নেওয়ার দশ দিনের মধ্যে রাজধানীর সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে আজ বৈঠকে বসেন শাহ। বৈঠকে ছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত, দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশিস সুদ, দিল্লির পুলিশ কমিশনার সঞ্জয় অরোরা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দমোহন-সহ অন্যান্য পদস্থ কর্তা। বৈঠকে অবৈধ ভাবে দিল্লিতে বসবাসকারী বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের চিহ্নিত করার উপরে জোর দেওয়া হয়।

অমিত শাহ। *ফাইল চিত্র*

সদ্য হওয়া দিল্লি ভোটের প্রচারে অনুপ্রবেশের বিষয়টি হাতিয়ার করেছিল বিজেপি। দিল্লিতে অপরাধের সংখ্যা বাড়ার পিছনে অনুপ্রবেশকারীদের দায়ী করে প্রচার চালায় তারা। বিজেপির অভিযোগ ছিল, ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে দিল্লিতে বসবাসকারী অনুপ্রবেশকারীদের বৈধ কাগজপত্র করিয়ে দিচ্ছেন শাসক দল আম আদমি পার্টির সদস্যেরা। বিনিময়ে নিঃশর্ত সমর্থন পাচ্ছেন আপ নেতারা। দিল্লি পুলিশও তদন্তে দেখেছে, রাজধানীতে গ্রেফতার হওয়া অধিকাংশ অনুপ্রবেশকারীদের কাছে দেশের কোনও না কোনও বৈধ পরিচয়পত্র রয়েছে। পুলিশের মতে, কিছু চক্র রয়েছে, যারা অর্থের বিনিময়ে ওই পরিচয়পত্র করিয়ে দিয়ে থাকে। আজকের বৈঠকে শাহ বলেন, অনুপ্রবেশকারীদের কারণে দেশের সুরক্ষা বিপদের মুখে পড়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। সেই কারণে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের ফেরত পাঠানোর উপরে জোর দেন শাহ। পাশাপাশি, যে চক্র বা

এর পর পৃঃ ৯ ▶

আনন্দবাজার পত্রিকা শব্দছক ৮৬৩৬

২৯ বাংলায় ফেরিওয়ালা।
৩০ বেগুন।
৩১ নিযুক্ত, রত।
৩৩ সমান নয়, বিষম।
৩৫ পলিমাটিতে উৎপন্ন শিলা।
৩৬ পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সি ছেলে।
৩৭ নকশা দিয়ে অলংকৃত।

উপর-নীচে

১ অবৈধ, শাস্ত্রসম্মত নয়।
২ গরম করা হয়েছে এমন।
৩ দেনার দায়ে উত্তমর্ণের দাসত্বকারী।
৪ নির্মাণের রীতি।
৫ অনায়াসসাধ্য, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে রচিত।
৬ মেঘের ঘনঘটা।
৮ অত্যল্প পরিমাণকে প্রচুর বলে কল্পনা।
৯ যা মূল্য দিয়ে পাওয়া যায় না।
১১ ছিদ্র বা ছিদ্র।
১৫ তেজস্কর আয়ুর্বেদিক ওষুধ।
১৬ মহান, মহামতি।
১৮ (আদ) বিভ্রান্তিকর বস্তু।
১৯ যে ধনে যথার্থ অধিকার আছে।
২১ শঙ্কাগ্রস্ত, ভীত।
২২ ঘুষ খাওয়া।
২৫ কাজের বিঘ্নকারী।
২৬ সধবা নারী।
২৮ তেল মাখানোর ফলে উজ্জ্বল।
২৯ অবকারী।
২৯ হস্তী-পালক, মাহুত।
৩০ এর পাতা উল্টে জ্বর।
৩২ গাছের কাঁটা।
৩৩ অন্যের অমঙ্গল কামনা।
৩৪ আকৃষ্ট করা।

পাশাপাশি

৭ যিনি বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।
৮ কেশহীন।
৯ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছের মতো মেঘমালা।
১০ ব্যবধানের পরিমাণ।
১২ প্রদীপের পলতে।
১৩ ‘অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থের প্রণেতা।
১৪ ভয়ানক আকৃতি বিশিষ্ট।
১৫ মিহি ও নরম সুতিবস্ত্র।
১৭ সাগরতুল্য বলশালী।
১৮ আঘাত সহ্য করতে পারে এমন।
২০ শব্দায়মান।
২১ পচন।
২২ রেহাই, প্রাণ রক্ষা।
২৩ অতি ক্ষুদ্র ও দীন গৃহ।
২৪ জল ছিটিয়ে ভেজানো হয়েছে এমন।
২৬ তৈলাক্তবৎ, মসৃণ বা পিছল।
২৭ গৃহ বা আলয়।

সমাধান ৮৬৩৫

দিনপঞ্জিকা

দৃকসিদ্ধ: ১৭ ফাল্গুন, শনিবার, ১ মার্চ। দ্বিতীয়া তিথি রাত্রি ১২-১০ পর্যন্ত ও পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র দিবা ১১-২৩ পর্যন্ত। বারবেলা দিবা ৭-৩০ মধ্যে ও পুনঃ ১-১৬ গতে ২-৪২ মধ্যে পুনঃ ৪-০৮ গতে অস্তকাল। অমৃতযোগ দিবা ৯-৫৩ গতে ১২-৫৮ মধ্যে রাত্রি ৮-০৫ গতে ১০-৩৪ মধ্যে পুনঃ ১২-১৩ গতে ১-৫৩ মধ্যে ও ২-৪৩ গতে ৪-২২ মধ্যে। **অন্য পঞ্জিকা:** ১৬ ফাল্গুন, শনিবার, ১ মার্চ। দ্বিতীয়া তিথি রাত্রি ২-৫৫ পর্যন্ত ও পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র দিবা ১-৩৯ পর্যন্ত। বারবেলা দিবা ১-১৫ গতে ২-৪১ মধ্যে। অমৃতযোগ দিবা ৯-৫৩ গতে ১২-৫৭ মধ্যে ও পুনঃ রাত্রি ৮-০৪ গতে ১০-৩৩ মধ্যে পুনঃ ১২-১৩ গতে ১-৫৩ মধ্যে ও ২-৪০ গতে ৪-২৩ মধ্যে।

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পুণ্য জন্মতিথি উদযাপন ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মাসব্যাপী রোজা পালন আরম্ভ। ৩০ শাবান।

আজকের দিনটি

মেষ: মৌলিক চিন্তা ও পরিকল্পনা সফল হতে পারে। লাগামছাড়া ক্রোধ ও অহেতুক উত্তেজনা সংযত করা প্রয়োজন। বৃষ: পৈতৃক ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য অর্থের সংস্থান না-ও হতে পারে। পরিচিত কারও সঙ্গে অনৈতিক কাজ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে ও সম্পর্কে শীতলতা। মিথুন: বৃত্তিগত প্রশিক্ষণে সাফল্যের সুবাদে কর্মে উন্নতি ও দূরে বদলির সম্ভাবনা। কর্কট: বাক্‌সংযমের অভাবে ঘরে-বাইরে বিপত্তির আশঙ্কা। গৃহ ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হবে, নইলে অশান্তি বাড়বে। সিংহ: সোনা, রুপো ও রত্নের ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ এবং ঠিকমতো দেখাশোনা করা একান্ত প্রয়োজন। বহু শ্রম, নিষ্ঠা ও দক্ষতা সত্ত্বেও কর্মস্থলে ন্যায্য পাওনা অধরাই থেকে যেতে পারে। কন্যা: আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমতা রাখতে না-পারলে আর্থিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। কোনও দুর্বল আত্মীয়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে সামাল দেওয়া মুশকিল হতে পারে। তুলা: আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলেও তা ভোগ করার মতো পরিবেশ থাকবে না। দূরবর্তী স্থানে বদলি ও বাড়তি দায়িত্ব বৃদ্ধির খবর মিলতে পারে। পারিবারিক সমস্যায় বহিরাগতদের সাহায্য নিলে পরে পস্তাতে হতে পারে। উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জোরে পারিবারিক ঝামেলার সমাধান হতে পারে। বৃশ্চিক: সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে অর্থ, সময় নষ্ট ও সম্পর্কের অবনতি। পেশা পরিবর্তনের চিন্তা আপাতত স্থগিত রাখাই ভাল। আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমতা রাখা কঠিন হতে পারে। ধনু: অন্যের সহায়তা পাবেন, কিন্তু সুযোগটা ধরে রাখতে পারবেন না। পরিচিত ব্যক্তি কোনও লোভনীয় প্রস্তাব দিলে গ্রহণ করতে পারেন। সঙ্গীতাদি ললিতকলার চর্চায় পারদর্শিতা অর্জন করবেন। মকর: প্রতিবাদী মনোভাবের জন্য কর্মস্থলে কর্তাব্যক্তির বিষনজরে পড়তে পারেন। মাতৃকুল সূত্রে অর্থ বা সম্পত্তি পাওয়ার যোগ। শারীরিক সমস্যার কারণে সপরিবার ভ্রমণের চিন্তা বাতিল হতে পারে। কুম্ভ: ব্যবসায় কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য কোনও ভাবে অর্থ জোগাড় হতে পারে। প্রতিপক্ষ দুর্বল হওয়ায় নিজে থেকেই বশ্যতা স্বীকার করে নেবে। মীন: ভাইবোনের সঙ্গে সম্পত্তি বিবাদে মানসিক স্থিতি নষ্ট হতে পারে। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ঘিরে আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে মনোমালিন্যে মানসিক অশান্তি। বন্ধুদের প্রতিকূল আচরণে অসন্তোষ ও সম্পর্কহানির আশঙ্কা।

সঞ্জয়

সময়

জোয়ার: সকাল ১১টা ৩২ মিনিট এবং রাত ১১টা ৪৪মিনিট। **ভাটা:** দুপুর ২টো ৪০ মিনিট এবং রাত ২টো ৫৮মিনিট। **সূর্য:** উদয় ৬টা এবং অস্ত ৫টা ৪০ মিনিট।

আজ টিভিতে

শোলক সারি: সান বাংলা, সন্ধ্যা ৭-৩০।

জি বাংলা সিনেমা

সকাল ১১-৩০: মেজ বৌ, **বেলা ২-০০:** প্রতিশোধ, **বিকেল ৫-০০:** বৌরানি, **রাত ১০-০০:** সোনার কেল্লা।

জলসা মুভিজ

বেলা ১-৩০: লাভ এক্সপ্রেস, **বিকেল ৪-১৫:** সন্তান, **সন্ধ্যা ৬-৫০:** আমার মায়ের শপথ, **রাত ১০-০০:** অলৌকিক টু।

কালার্স বাংলা সিনেমা

সকাল ৭-০০: বকুলপ্রিয়া, **১০-০০:** চ্যাম্পিয়ন, **বেলা ১-০০:** দাদাঠাকুর, **বিকেল ৪-০০:** গ্রেফতার, **সন্ধ্যা ৭-০০:** অপরাধী, **রাত ১০-৩০:** কেঁচো খুঁড়তে কেউটে।

আকাশ আট

বেলা ৩-০৫: গোলাপি এখন বিলাতে।

রিভার মনস্টার্স অ্যানিমাল প্ল্যানেট সকাল ৮-০০

কালার্স বাংলা

বেলা ২-০০: বড় বৌ।

অ্যান্ড পিকচার্স

সকাল ৮-১৩: পুলিশ পাওয়ার, **বেলা ১১-১১:** অপারেশন জাভা, **২-০৭:** স্যান্ডউইচ, **বিকেল ৫-১১:** মঙ্গলাভরম, **রাত ৮-০০:** গজনী, **১১-৪৬:** হ্যাকড।

ডিডি বাংলা

সকাল ৭-০০: সকাল সকাল (শিল্পী: পারমিতা চট্টোপাধ্যায় এবং আরফিন রানা), **৯-০০:** অঙ্কুর, **৯-৩০:** ক্রোজ় আপ (অতিথি: মিতা চট্টোপাধ্যায়), **১০-০০:** শান্তিনিকেতন থেকে, **বেলা ১২-০২:** অন্ত্যাক্ষরি, **১-০২:** খেলা আর খেলা, **১-৩০:** অপরাজিত, **২-৩০:** বাংলা ছায়াছবি- জবান (শমিত, রাধা), **বিকেল ৫-১৫:** ভাল থাকুন, **৫-৩০:** উত্তরের জানালা, **সন্ধ্যা ৬-০২:** গীতিমাল্য, **৭-৩০:** বাংলা ছায়াছবি- ছোট সাহেব (জয়, সন্ধ্যা), **রাত ১০-০০:** সংবাদ প্রবাহ, **১০-৩০:** ডিডি বসুন্ধরা।

গজনী: অ্যান্ড পিকচার্স: রাত ৮-০০।

ম্যানড্রেক

ডক্টর ফ্রোটো বরফে হুমড়ি খেল...

কিন্তু ল্যুসিফার ওকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল!!

ও ফ্রোটোকে ধরতে যায়নি!

ও হারানো সুরের ছেঁড়া চিরকুটগুলো ধরতে যাচ্ছে।

©2025 by King Features Syndicate, Inc. World rights reserved.

অরণ্যদেব

আমি ওই রহস্যময় লোকটাকে কথা বলতে শুনেছি, কিন্তু কম কথা, গ্রাহাম — যা আমার পক্ষে ভাল ছিল।

যারা আমার থেকে ওর গলা বেশি শুনেছে, তারা আর এক রকম ছিল না!

হয়তো ওটা আমাদের কল্পনা, কেউ কেউ বলে... সবই আমাদের মাথাতে।

ঠিক সময়ের মতো, আমি, নেভিল স্টোকস বলছি...

লোকটা আমাদের মগজে ঢুকে গেছে! ঠিক যেমন আমাদের চোয়ালে রয়ে গেছে ওই খুলিচিহ্ন।

সিনেমা হল

বাংলা
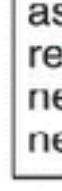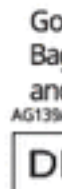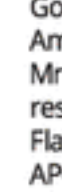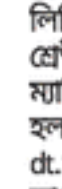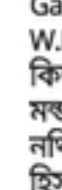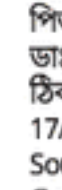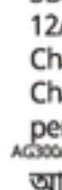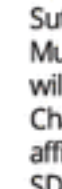
ধ্রুবর আশ্চর্য জীবন
উড স্কোয়ার ৪-১৫, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৪-৩৫, বিনোদিনী ১-৫৫, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ৪-০০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৫-২০, পিভিআর অবনী ৪-১৫, লেকমল ৩-০০, সাউথ সিটি ৫-০৫, হাইল্যান্ড পার্ক ৫-৪০।

এই রাত তোমার আমার
উড স্কোয়ার ৫-৫০, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৭-৩০, বিনোদিনী ৪-১০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৩-০০, সাউথ সিটি ২-৫৫।

সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই
উড স্কোয়ার ৭-৫০, সাউথ সিটি ১২-১৫, এসভিএফ সিনেমা ৬-১৫।

বিনোদিনী-একটি নটীর উপাখ্যান
উড স্কোয়ার ৩-০০, বিনোদিনী ৬-১০, সাউথ সিটি ১২-০৫।

হিন্দি

মেরে হাজবেন্ড কী বিবি
পিভিআর মানি স্কোয়ার ১-৪০, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ১-৩৫, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ১-০০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৮-১৫, স্বভূমি ৪-০৫, আরডিবি সিনেমা সল্টলেক ২-৩০, মিরজ ৭-১০, পিভিআর অবনী ১-১৫, কোয়েস্ট ৪-৫০, ১০-৫০, ফোরাম ২-২০, লেকমল ১-২৫, সাউথ সিটি ১০-৫০, হাইল্যান্ড ৮-০০।

ছাওয়া
পিভিআর মানি স্কোয়ার ৯-০০, ১০-২০, ১২-২০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৭-০০, ৮-০০, ১০-২০, ১১-২০, উড স্কোয়ার ১১-০০, ১২-০০, ১-২০, ২-০০, ৫-০০, ৬-৫৫, ৮-০০, ১০-০০, ১০-৩০, রূপমন্দির ৪-১৫, ৭-০০, সোনালি ৪-৪৫, ৭-৪৫, ফোরাম রঙ্গোলি বেলুড় ৯-৩৫, ১১-০০, ১২-৫৫, ২-২০, ৪-১৫, ৫-৪০, ৭-৩৫, ৯-০০, ১০-৫৫, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৯-০০, ১০-০০, ১২-২০, ১-২০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৬-০০, ৭-০০, ৮-০০, ৯-২০, ১০-২০, ১১-২০, মিনার ৩-০০, ৬-০০, মিরাজ হাওড়া ৯-০০, ১১-০০, ১২-১৫, ২-১৫, ৩-৩০, ৬-৪৫, ১০-০০, বিনোদিনী ১১-০০, ৮-৫৫, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ৯-০০, ১০-০০, ১২-২০, ১-২০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৭-০০, ৮-০০, ১০-২০, ১১-২০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৯-০০, ১০-০০, ১২-২০, ১-০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৭-০০, ৮-০০, ১০-২০, ১১-২০, স্টার মল মধ্যমগ্রাম ৯-৩০, ১১-০০, ১-৫০, ২-২০, ৪-১০, ৫-৪০, ৭-৩০, ৯-০০, ১০-৫০, স্বভূমি ৯-০০, ১১-০০, ১২-২০, ২-২০, ৩-৪০, ৫-৪০, ৭-০০, ৯-০০, ১০-২০, মিরাজ সল্টলেক ৯-৩০, ১০-৩০, ১২-৪৫, ১-৪৫, ৪-০০, ৫-০০, ৭-১৫, ৮-১৫, ১০-৩০, ১১-৩০, হিন্দ ১১-০৫, ১২-২০, ৩-৪০, ৪-৩৫, ৭-০০, ১০-২০, মেট্রো ৯-৩০, ১২-৫০, ৪-১০, ৭-৩০, ১০-৫০, আরডিবি সিনেমা সল্টলেক ১১-০০, ১২-০০, ২-১০, ৩-১০, ৫-২০, ৬-২০, ৮-৩০, ৯-৩০, গ্লোব ১১-০০, ২-০০, ৫-০০, ৬-০০, ৮-০০, অ্যাক্সিস ২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০, বিজলি ৪-৪৫, প্রিয়া ১২-৪৫, ৩-৪৫, ৯-০০।

আনন্দবাজার পত্রিকা ইত্যাদি

আনন্দবাজার পত্রিকা
বিমান মাসুল
ত্রিপুরা: ₹৫.০০;
মুম্বই: ₹১০.০০।
সড়ক / রেল মাসুল
অসম: ₹৩.০০;
নাগাল্যান্ড: ₹৩.০০।

নাম পরিবর্তন

I, Sumita Chakraborty w/o A.K. Chakraborty, resident of 2, Amrapali, Sutirmath, Berhampore, Murshidabad henceforth will be known as Jharna Chakraborty vide affidavit at Berhampore SDEMS Court on 12/02/25. Jharna Chakraborty and Sumita Chakraborty same person.
AG300AGG300——00102900

আমি, ডাঃ অনুভা সাহা, পিতা- রথীন্দ্র নাথ সাহা, স্বামী- ডাঃ শ্যামাশ মণ্ডল, স্থায়ী ঠিকানাঃ 'সানন্দা' FL-A2, 17/1A, Pubachal Canal South Rd, P.O.: Haltu, P.S.: Garfa, Kolkata-700078, W.B., আমার বিয়ের পর কিছু নথিতে ডাঃ অনুভা মন্ডল (সাহা) এবং কোন ও নথিতে ডাঃ অনুভা সাহা হিসাবে লিখিত রহিয়াছে। লিখিত ঘোষণাপত্রানুযায়ী ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা, হলফনামা নং: 4225 dt.19/02/2025, আমার নাম ডাঃ অনুভা মন্ডল (সাহা) এবং ডাঃ অনুভা সাহা উভয়নামই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।
AF510AFF510——00102925

I, Abantika Bagchi Goswami, D/o Mr. Amitava Bagchi and W/o Mr. Dhruvajyoti Goswami, residing at Arvind Tower, Flat no – 8/8, 242/1B APC Road, Kolkata – 700004, P.S – Burtolla, have changed my name and shall henceforth be known as Abantika Bagchi as declared before the First Class Judicial Magistrate, Alipore Court, (South 24 parganas/West Bengal) vide affidavit no. 16559 dated. 18th December 2024. Abantika Bagchi Goswami and Abantika Bagchi both are same and identical person.
AG139AGG139——00102461

আমি, তৃষিতা লালা, পিতা তরুণ প্রসাদ লালা এবং স্বামী অ্যানসেল্ম মার্কাস ডি মেলো, ঠিকানা ব্লক ১২৮ বেদোক রিজার্ভয়র রোড #০২-১২৯৭ সিঙ্গাপুর ৪৭০১২৮ এবং কলকাতা ঠিকানা বলাকা, অষ্টম তল SW, ৬৪ লেক রোড কলকাতা ৭০০০২৯ আজ ২৭ এ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সিঙ্গাপুর ভারতীয় হাইকমিশনারের অফিসে এফিডেভিট করিয়ে এনডোর্সমেন্ট নম্বর ২৫৫০/২৫ দ্বারা, বিয়ের পরে, আমি আমার নাম পরিবর্তন করেছি। এখন থেকে, আমি সকল আইনগত এবং সরকারি কাজে তৃষিতা লালা ডি মেলো নামে পরিচিত হব। অতএব, তৃষিতা লালা এবং তৃষিতা লালা ডি মেলো একই অভিন্ন ব্যক্তি।
AG298AGG298——00102780

আমি, আত্রেয়ী মন্ডল, পিতা- ডাঃ শ্যামাশ মন্ডল এবং মাতা- ডাঃ অনুভা সাহা, স্থায়ী ঠিকানা 'সানন্দা' FL-A2,17/1A, Pubachal Canal South Rd, P.O.: Haltu, P.S.: Garfa, Kolkata-700078, W.B., আমার জন্ম সার্টিফিকেটে আমার মায়ের নাম ডাঃ অনুভা মন্ডল (সাহা) এবং সিনিয়র স্কুল পরীক্ষার সার্টিফিকেটে আমার মায়ের নাম ডাঃ অনুভা সাহা এবং উক্ত উভয় সার্টিফিকেটে আমার বাবার নাম ডাঃ শ্যামাশ মন্ডল লেখা রয়েছে। লিখিত ঘোষণাপত্রানুযায়ী ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা, হলফনামা নং: 4224 dt.19/02/2025, আমার মায়ের নাম ডাঃ অনুভা মন্ডল (সাহা) এবং ডাঃ অনুভা সাহা উভয়নামই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।
AF510AFF510——00102936

আবেদন

সহৃদয় ব্যক্তির O+/B+ গ্রুপের কিডনী চাই। বয়স 25-42 মধ্যে, পুরুষ/মহিলা দাতারা অবিলম্বে ছবি ও প্রমাণপত্র সহ ফোন করুন। Contact-89814 26994
AG76AGG76——00102789

O+ কিডনী দাতা প্রয়োজন। সহৃদয় ব্যক্তি / মহিলা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন। M- 8420507587.
AG278AGG278——00102119

স্মৃতির উদ্দেশে

Sitangshu Kumar Mukherjee

Eight years have passed since you left for your heavenly abode. You are still so much alive in our hearts with your ever inspiring life. In remembrance: Wife, children, grandchildren and other family members.

অয়ন দে
02.06.1992
01.03.2011
একমাত্র সন্তানের প্রয়াণ দিবসে আত্মার শান্তি কামনায় বাবা-মা ও প্রিয়জনেরা। বড়গুল দে বাড়ী ও ব্যারাকপুর।
AG6AGG6——00097110

অমিতা দাশ
একাদশ প্রয়াণবর্ষ
তুমি আছো প্রতিদিন মনের গভীরে, বেদনার অনির্বাণ হোমাগ্নি আলোকে। অরুণ (স্বামী), মান্তু, মিতুন (পুত্র)
AG319AGG319——00101517

স্বর্গীয় গীতা পাল (কনা)
আসাঃ-24.06.1964
যাওয়াঃ-01.03.2015
যাবার কথা তো কেউ জানে না, জানতে না যে তুমিও, নিলে না কিছুই, রেখে গেলে অসংখ্য স্মৃতি। স্বামী- নারায়ন চন্দ্র পাল, পুত্র- রৌনক পাল, অঙ্কিত পাল, রায়না পাল (পুত্রবধূ), সুদর্শনপুর, রায়গঞ্জ
AG265AGG265——00101562

জন্ম, জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহবার্ষিকী, শুভেচ্ছা ও অন্যান্য ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ● 9433185185

নোটিস

নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল।
১। প্রকাশস্থান: ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১।
২। প্রকাশকাল: দৈনিক।
৩। মুদ্রক: এবিপি প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে জাহরা বসরাই, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১।
৪। প্রকাশক: জাহরা বসরাই, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১।
৫। সম্পাদক: ঈশানী দত্ত রায়, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১।
৬। যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাঁরা মোট মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা, তাঁদের নাম ও ঠিকানা:
(ক) মালিক: এবিপি (প্রাঃ) লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১।
(খ) মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক শেয়ার গ্রহীতা: এ সরকার, এ সরকার, এ সরকার, আর সরকার এবং এবিপি হোল্ডিংস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১।

আমি জাহরা বসরাই এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।
জাহরা বসরাই
প্রকাশক
১ মার্চ ২০২৫
DR10013DRR10013——00103144

চাকরি

অ্যাকাউন্টস

Kolkata based LLP requires CA/CS having knowledge of accounts, MS-Excel, GST, ROC Filing, Income Tax, Drafting of letters, notices. contact@medhanshgroup.com
00102364

ম্যানেজার

Part Time Job
As *Manager* in a Reputed Co. for High Profile Retired/ VRS, Professionals, Business Man, Financial Distributors, House Wife, Good Earnings and Foreign Tours.
Contact
S.K. Bhattacharya
90389 78983
90734 49660

শিক্ষক-শিক্ষিকা

Required Graduate or PG
TEACHERS & COORDINATOR
with T.T.C/ B.Ed & English Medium background.
Interview- 08/03/2025
10 AM - 3 PM
at 30 C/1 Hatiara Rd, Kol- 157.
Mail/ WA CV - ojaspublicschoolkolkata@gmail.com
Call : 9007148000

VIVEKANANDA MODEL SCHOOL
Sonagara, Bankura
Situated at Sonagara, Bankura in Jungal Mahal and has started with a hope to be a renowned English medium school in this region. It follows the C.B.S.E Curriculum, New Delhi.
APPOINTMENTS
1) Vice Principal : M.A. English with 5 years exp.
2) Teacher (Math, G.K. & Science) : 5 years exp.
Free accommodation and good salary will be offered. Steady retired person may also apply. Interested candidates may send their Resume with necessary documents within 10 days to
snboseiti@gmail.com
7477374116/9474810139

ওয়াক-ইন

WORLDVIEW ACADEMY
Mohanpur, Begusarai Bihar, 851131
WALK-IN INTERVIEW
Teaching & Non-Teaching Positions
Mother Teachers (MT) & Assistant MT
PRT : Hindi, Maths, S.St., Computer, Sanskrit
Music & Dance Teachers
Receptionist : (Female candidates with excellent communication will be preferred)
Librarian : BLIS / MLIS with experience of setting a new library is must
Lady PTI : (B.P. Ed./M.P. Ed with swimming specialization preferred)
Qualifications Required for teaching positions
D.El.Ed. NTT. B.Ed. with relevant teaching experience
● Teach-savvy & excellent communication skills
● Enthusiastic freshers may also apply !
Why Join Us? : High Salary ! Free Accommodation ! Free Education for children
Venue : The Corporate Inn, GJ3, 1450 Rajdanga Main Road, behind Vivanta Hotel, Kolkata-107
Date : 2nd March 2025 (Sunday) I Time : 10 AM-5 PM
Interested candidates must appear in person with CV & credentials
Be part of a dynamic learning environment
Contact : +91 96433-22225

এখন বাড়ি বসেই বিজ্ঞাপন দিতে ফোন করুন অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন 9903088888 নম্বরে। সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত এবং বিজ্ঞাপনের মূল্য বাবদ টাকা সহজেই জমা দিন।
ইত্যাদি

George College (Department of Education)
Campus at: Budge Budge Trunk Road, Mollargate, Maheshtala, Kolkata-700141
A Unit of The George Telegraph Group
Recognized by NCTE Affiliated to BSAEU (Erstwhile WBUTTEPA) and WBBPE
Invites Application for the following posts: [A] Principal / HOD: Ph.D. with minimum 55% Marks in Post Graduate and M.Ed. and 8 Years Teaching Experience. [B] Assistant Professor: Post Graduate with M.Ed. / M.P.Ed. / MFA / B.Ed with minimum 55% Marks and Ph.D. or NET Qualified In the Following subjects: Political Science / Economics / Accountancy Apply before 9/3/2025 at: cv.gcde@gmail.com

ঘরে বসে বিজ্ঞাপন দিতে চান? মিসড কল দিন ● 7044400205 (কলকাতা) কলকাতার বাইরে কল করুন ● 8017745199

শ্রমিক

ওয়েল্ডার, ফিটার, গ্রাইন্ডার চাই
বাগনান হাওড়ার জন্য সত্তর নিয়োগ। বয়স-25-45 এর মধ্যে। বেতন-18000-28000. PF, ESI.
9674194221
9477772940

নাম পরিবর্তন, আবেদন, হারানো-প্রাপ্তি, নোটিস, টেন্ডার, নিলাম ও আরও অন্যান্য বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
● 9836743307
● 8017745199

বিবিধ শূন্য পদ

জুয়েলারী শিল্পে ফ্রেসার্সের জন্য চাকরির সুবর্ণ সুযোগ
কলকাতার একটি প্রখ্যাত জুয়েলারী প্রতিষ্ঠান তার কলকাতার শোরুমগুলির জন্য ফ্রেসার্স চাইছেন **on job training**-এর জন্য। Marketing (Indoor/Outdoor), Sales (Indoor/Outdoor), Data Entry Operation/Accounts/Back Office, Customer Care, Tele Calling ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে ফিল্ড ট্রেনিং দেওয়া এবং শেষে যোগ্য ব্যক্তিদের সংস্থায় স্থায়ী পদে নিযুক্ত করা হবে, অন্যথায় Training Completion Certificate প্রদান করা হবে। ট্রেনিং চলাকালীন প্রতি মাসে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা : ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক পাশ
ট্রেনিং-এর সময়সীমা : ৬ মাস থেকে ১ বছর
বায়োডাটা মেল করুন **career.goldndiamonds@gmail.com**

Group of West End High Schools
Invited application for the following posts
• English, Chemistry, Maths, Science, Computer, Music
• Hostel Warden
• Hostel tutor for all subjects
• Security Guard and Cook for School / Hostel
Apply to the Secretary, West End High School, At- Raghunathpur, PO+Dist- Jhargram, WB within 10 days
Mail Id : westendhighschool.jhargram@gmail.com

Corporate Law firm required Back Office Executive, Advocate (Junior), Ex-Banker, HR, Field Marketing (with Bike), Group-D.
9230976044
8240244988
Drop CV- uucpl.hr@gmail.com

Civil Construction company in Kolkata urgently requires (exp 5 to 10 years)
* Night staying civil site engineers and night staying civil site supervisors
* Office Accountants with tally, online GST, bank work knowledge
Apply at e mail: vishalinfracon1@gmail.com

জ্যোতিষ

শ্রীতপন শাস্ত্রী-বিদ্যা বিবাহসহ সব সমস্যায় অব্যর্থ ফলদানে সিদ্ধহস্ত- প্রমাণিত। আজ হাওড়াময়দান/ কাল বেহালা/ মঙ্গল- সিঁথি/ তারাপীঠ-28/3 9830026370
00103082

সব তন্ত্র বারবার মায়াঙ্ক তন্ত্র একবার ধারন ছাড়া করতে প্রতিকার আচার্য্য পলাশের মেটাল ট্যাবলেটের জুড়ি মেলা ভার। 9836955394, 9836396305
00102045

বশীকরণ সম্পত্তি গোপন শত্রুতা পরকীয়া বাস্তু মামলাসহ সব সমস্যা সমাধানে বাবুদা। বেলেঘাটা, জোড়ামন্দির ও গড়িয়াহাট। 7044304585/ 9163736098
00101366

জ্যোতিষ বিভাগে ছবিসহ রঙিন লাইন বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
● 9433185185

ইত্যাদি ● 8017745199

৪ ঠা মার্চ বসন্ত বিলাপ | মধুসূদন মঞ্চ সন্ধ্যে ৬.৩০ মিঃ

নৈহাটি ব্রাত্যজন
প্রযোজনা
হৃষিকেশ মুখার্জির চলচ্চিত্র অবলম্বনে
আনন্দ
নাটক : পদ্মনাভ দাশগুপ্ত
মঞ্চ, আলো, সম্পাদনা, দৃশ্য পরিকল্পক : দেবাশিস
নির্দেশনা : অরিত্র ব্যানার্জি
আবহ ও পোশাক : ভাস্কর মুখোপাধ্যায়
সহ নির্দেশনা ও প্রযোজনা সহযোগী : ঋক দেব
আবহ নির্মাণ : সমীর সরকার । মঞ্চ নির্মাণ : সন্দীপ বিশ্বাস
আবহ প্রক্ষেপণ : সমীর দে । আলো প্রক্ষেপণ : শুভঙ্কর দে
মেকআপ : সুরজিৎ পাল । প্রপ্‌স : অতনু মিত্র
প্রচারচিত্রণ : অনুপম দাশগুপ্ত । প্রযোজনা নিয়ন্ত্রণ : অরণ্য দত্ত
অভিনয় : পার্থ ভৌমিক, ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, পার্থ বন্দোপাধ্যায়, অনুরণ দত্ত, অরণ্য দত্ত, অতনু মিত্র, রোহন ভট্টাচার্য্য, দেবাশীষ চ্যাটার্জি, শঙ্কর দত্ত, সুজিত সরকার, সোহিন সুর, দিতি ঘোষ, শুভ্রা চৌধুরী, কস্তুরী চক্রবর্তী, শ্রীময়ী রায় এবং দেবযানী সিংহ
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : অনন্যা ব্যানার্জি
৫ ই মার্চ সন্ধ্যে ৬.৩০ মিঃ | মধুসূদন মঞ্চ | টিকিট thirdbell.in / হলে

এবিপি প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে জাহরা বসরাই কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও ঘুটিয়ারি প্লট ১৩১৬ বড়জোড়া, বাঁকুড়া; ভিস্তা প্রিন্ট প্রাঃ লিঃ, পরিবহন নগর মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং; বানজেটিয়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ; আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিঃ, মৌজা: বড়বেড়িয়া, পোঃ জগন্নাথপুর, থানা: বারাসাত, জেলা: ২৪ পরগনা (উঃ) থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক – ঈশানী দত্ত রায়। Published from 6 Prafulla Sarkar Street, Kolkata – 700001 and printed at Ghutogaria, Plot 1316 Borjora, Bankura; Vista Print Pvt. Ltd., Paribahan Nagar Matigara, Siliguri, Darjeeling; Banjetia, Berhampur, Murshidabad; Ananda Offset Pvt. Ltd., Mouza: Barbaria, P.O.- Jagannathpur, P.S.- Barasat, District: 24 Parganas (N) by Zahra Basrai on behalf of ABP (P) Ltd. **Editor: Ishani Datta Ray.**
REGISTERED KOL RMS/237/2019-21, RNI NO. 2511/57.

₹1 এসি @₹1*

SAMSUNG INVERTER
1.5T AR50F18D13H ALPHA
• SMART AI

EMIs of ₹99* Per Day

VOLTAS INVERTER
1.5T 185V VER MAG
• 4 WAY SWING
• SELF DIAGNOSIS

PANASONIC INVERTER
1.5T EU18BKY5XFM
• 4 WAY SWING
• MATTER ENABLED SMART AC

EMIs of ₹119* Per Day

LG INVERTER
2.0T US-Q24ENXE
• COOLS AT 52 DEGREES
• DUAL INVERTER COMPRESSOR

EMIs of ₹149* Per Day

SAMSUNG INVERTER
2.0T AR60F24D13W
• AI
• WINDFREE

EMIs of ₹149* Per Day

BENEFITS UPTO ₹2000 CASHBACK* • FREE 5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY* • FREE STANDARD INSTALLATION WORTH ₹1770*

DIRECT COOL

BPL 187L ₹12990* EMIs of ₹1099*
SAMSUNG 183L ₹16490* EMIs of ₹1399*
LG 185L ₹17590* EMIs of ₹1499*

FROST FREE

GODREJ 238L ₹22490* EMIs of ₹1899*
SAMSUNG 236L ₹22990* EMIs of ₹1900*
LG 242L ₹23390* EMIs of ₹1975*

VOLTAS PERSONAL COOLER 28L ₹6690*
BAJAJ PERSONAL COOLER 42L ₹7490*
SYMPHONY PERSONAL COOLER 31L ₹8890*

BPL TOWER COOLER 32L ₹7890*
HAVELLS TOWER COOLER 60L ₹12090*
SYMPHONY TOWER COOLER 55L ₹12690*

HAVELLS DESERT COOLER 80L ₹12190*
SYMPHONY DESERT COOLER 75L ₹14090*
VOLTAS DESERT COOLER 70L ₹14290*

DAIKIN Haier HITACHI Kelvinator LG LLOYD GENERAL

SAMSUNG VOLTAS

ALSO SHOP ON: SHOP ANY ELECTRONICS AT MY JIO STORE | Jio DIGITAL LIFE

Unless specified, the retail prices shown are for 1 unit of the product.
Terms & Conditions Apply: General: Offers are on select brands & models only. Product visuals are for representational purpose only. Offers valid till stocks last. MRP of all products is inclusive of all taxes. Credit / Debit Cards: Up to 10% Instant Discount on Leading Bank Cards. Please reach out to store executive for more details. Consumer Durable Loans – Up to Rs 25000* Cashback on AC & Ref- Up to Rs 15,000 Cashback on AC of Rs 28,000 & above and upto Rs 25,000 off for Refrigerator above Rs.18,000 and above through HDBFS loans- Offer validity: 1st Mar'25 to 31st Mar'25. All Paper finance offers are available on select brands / products & select customers. offer valid in select states/cities. For more details contact In-store finance executive. For Paper Finance, benefit shall be given to the customer in form of cashback which shall be posted by respective financier as per their terms. Offer applicable at Reliance Digital, My Jio Stores & at website www.reliancedigital.in. For more details please contact store executive. Brand Offers: Offers applicable on brands are sole discretion of the respective brands. *GST will be applicable on all the FREE products. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of the courts in Mumbai only.

মিস ওয়ার্ল্ড মানুষী
বিশাল মেগা মার্ট
-এর লেটেস্ট ফ্যাশনে

"বিশাল মেগা মার্ট-এর লেটেস্ট ফ্যাশন আমার খুবই পছন্দের। কিন্তু আমাকে বিশাল-এর আরো কাছে এনেছে আমাদের একই ধরণের চিন্তাধারা - ভালো দেখতে লাগার জন্য ভালো কাজ করা জরুরী।"

মানুষী ছিল্লর
অভিনেত্রী, সমাজ সেবিকা

ড্রেস ₹899

সবচেয়ে বড় অফার
শুধুমাত্র আজ ও আগামীকাল

টি-শার্ট
কিনুন ৩টি পান ১টি বিনামূল্যে

কুর্তা
কিনুন ৩টি পান ১টি বিনামূল্যে

জিন্স
দ্বিতীয় ক্রয়ে 30% ছাড়

পুরুষদের শার্ট
দ্বিতীয় ক্রয়ে 30% ছাড়

VISHAL MEGA MART

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

১০৩ বর্ষ ৩৩৪ সংখ্যা শনিবার ১৭ ফাল্গুন ১৪৩১ কলকাতা

নাক ও নরুন

কাজ অনেক, তাই স্বাস্থ্য দফতর নিজের হাতে রাখতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠকে কথাটি জানিয়েছেন। একই যুক্তির ভিত্তিতে পৌঁছনো যেত বিপরীত সিদ্ধান্তে— দায়িত্ব গুরুতর, সঙ্কট তীব্র, এই কারণেই কেবল স্বাস্থ্য দফতরের জন্য এক জন পূর্ণ মন্ত্রী প্রয়োজন ছিল। প্রশাসনের রীতি এবং নীতি সে কথাই বলে। চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, মেডিক্যাল শিক্ষা ছাড়াও নানা দফতরের সঙ্গে স্বাস্থ্য দফতরের সদা-সমন্বয় এক বিপুল কর্মকাণ্ড। সর্বোপরি, সরকারি হাসপাতালে অব্যবস্থার প্রতিকার, সরকারি চিকিৎসকদের উপর মানুষের ভরসা ফেরানো প্রয়োজন। আর জি কর কাণ্ড থেকে শুরু করে মেদিনীপুরে দূষিত স্যালাইন কাণ্ড, প্রতি কেলেঙ্কারিই স্বাস্থ্য দফতরের ব্যর্থতার প্রমাণ। কর্তব্যরত মহিলা-চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুন, কিংবা হাসপাতালে প্রসূতির মৃত্যু, কোনওটিই অকস্মাৎ ঘটেনি। তৃণমূলের শাসনকালে মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষার নম্বর, হাসপাতালের শয্যা, ওষুধ-স্যালাইন, মেডিক্যাল বর্জ্য নিয়ে অবৈধ লেনদেন সীমা ছাড়িয়েছে। ‘হুমকি সংস্কৃতি’ সরকারি হাসপাতালে কর্মসংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে। নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে রাজনীতির প্রশ্রয়প্রাপ্ত কিছু দুর্বিনীত প্রশাসকের যথেচ্ছ দুরাচার যেন ‘নিয়ম’ হয়ে উঠেছে। প্রসূতি-মৃত্যুর হার, ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়ার মতো সংক্রামক অসুখে মৃত্যুর হারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান হতাশাজনক। স্বাস্থ্যের এই অব্যবস্থার অবসানের জোরালো দাবি উঠেছিল চিকিৎসক সমাজের ভিতর থেকেই, উঠেছিল নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকেও। গণতন্ত্রে শাসকের নৈতিক দায়বদ্ধতার নিরিখে স্বাস্থ্যমন্ত্রীরই সেই দায়িত্ব নেওয়ার কথা ছিল।

অথচ সেই সময়োচিত দাবির সামনে দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অ-পরিবর্তনেই অটল রইলেন। স্বাস্থ্য সচিবের পদত্যাগের দাবি খারিজ হল, হুমকি সংস্কৃতি অবসানের পরিবর্তে ভীতিপ্রদর্শনে অভিযুক্তরা কলেজে ফিরল, দুর্নীতির দায়ে নিলম্বিত চিকিৎসকরা মেডিক্যাল কাউন্সিলে ফিরলেন, রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দেওয়া হল। দূষিত স্যালাইন কাণ্ডের পর চিকিৎসক-নার্সদের উপরেই দায় চাপানোর চেষ্টা হল। স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর এই অ-পরিবর্তনের রাজনীতির দু’টি দিক রয়েছে। একটি হল, নাগরিকের কাছে যা সঙ্কট, রাজনীতিতে তাকে লঘু, তুচ্ছ, ভ্রান্ত বলে দেখানো। রোগী এবং চিকিৎসক, দু’তরফেরই নিরাপত্তা ও মর্যাদার জন্য জুনিয়র ও সিনিয়র ডাক্তাররা সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার যে সংস্কার দাবি করেছিলেন, তা স্বীকার করলে তার জন্য প্রশাসনে বড় মাপের পরিবর্তন আনতে হত। তাতে ক্ষমতার ভারসাম্য বদল হত, ক্ষমতাসীনের কাছে যা মস্ত ঝুঁকি। তাই যে কোনও প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে বার বার মমতা প্রশ্ন করেন, তাঁকে জানানো হয়নি কেন? অর্থাৎ প্রশাসনিক ‘ব্যবস্থা’র যে ক্ষমতা নেই, তা ব্যক্তি হিসাবে তাঁর আছে। গণতান্ত্রিক প্রশাসন এই ভাবে চলার কথা ছিল না, তা কখনওই বাঞ্ছনীয় নয়।

তা ছাড়া, তিনি সত্যিই পারেন কি, স্বচ্ছ, দক্ষ, সংবেদনশীল প্রশাসন তৈরি করতে? চিকিৎসকদের বেতন বাড়াতে রাজকোষের যে টাকা তিনি বরাদ্দ করলেন, সমতুল্য অর্থে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক, থানায় বাড়তি পুলিশ, উন্নত ফরেন্সিক ল্যাব তৈরি করা যেত, যা কর্মরত মেয়েদের নিরাপত্তা দিত এবং বিচারব্যবস্থাকে উন্নত করত। মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী সে কথা ভাবলেন না, কারণ অ-পরিবর্তনের রাজনীতির দ্বিতীয় নিয়ম হল নাগরিকের ব্যক্ত চাহিদা অগ্রাহ্য করে, নিজের রাজনৈতিক সুবিধামতো চাহিদার নির্মাণ। নেতা যা দিতে পারে, তা-ই নাগরিকের ‘আসল’ চাহিদা, এ-হেন ইন্দ্রজাল নির্মাণ। সেই অদ্ভুত মায়াজগতে নাগরিক ‘ন্যায়, নিরাপত্তা, মর্যাদা’ উচ্চারণ করলে প্রতিধ্বনি ফিরে আসে ‘টাকা, টাকা, টাকা’। সুতরাং, বিচার এবং সংস্কারের বদলে বেতন বৃদ্ধি। টাক ডুমাডুম।

কতটা পথ পেরোলে

বরফ কি গলছে, না যেটুকু গলছে, অচিরেই তা আবার জমে যাবে? ভারত-চিন সম্পর্ক দেখেশুনে ধন্দ স্বাভাবিক। দ্বিপাক্ষিক কূটনীতির ৭৫তম বর্ষ উদ্‌যাপন কালে জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত জি২০ বিদেশমন্ত্রীদের সম্মেলনের মাঝে চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে পার্শ্ববৈঠকে দেখা গেল ভারতীয় বিদেশমন্ত্রীকে। বিবৃতিতে সীমান্ত এলাকায় শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা-সহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিবিধ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতির কথা বলা হল। গত বছর নভেম্বরে পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর মুখোমুখি অবস্থান থেকে সেনা পিছনোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরে দুই বিদেশমন্ত্রীর দ্বিতীয় বারের এই সাক্ষাৎ ভারত এবং চিনের জটিল কূটনৈতিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, সন্দেহ নেই।

কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপাতত গুরুত্ব পাচ্ছে তিনটি বিষয়। প্রথমত, অর্থনৈতিক ভাবে দুই দেশেরই একে অপরকে প্রয়োজন। বর্তমানে বিশ্ব বাণিজ্যের যা অবস্থা, তাতে দেশের আর্থিক বৃদ্ধিতে গতি আনতে রীতিমতো কসরত করতে হচ্ছে দুই রাষ্ট্রকে। এমতাবস্থায় কয়েকটি ক্ষেত্রে, বিশেষত ফার্মাসিউটিক্যালস, ইলেকট্রনিক্স এবং পরিকাঠামোয় ব্যবসা বাড়াতে চিনা পণ্যের প্রয়োজন ভারতের। অন্য দিকে, চিনকেও ভাবতে হচ্ছে তাদের পণ্যের বিরুদ্ধে পশ্চিমি রক্ষণবাদ বাড়ায় নিজের দেশের বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে বহুমুখী করার কথা। সে ক্ষেত্রে ভারতের বৃহৎ বাজার তাদের কাছে জরুরি। এর মাঝে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া শুল্ক নীতি ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে আরও দৃঢ় করবে বলে আশা। দ্বিতীয়ত, সামরিক স্তরে ২০২০-র গলওয়ান সংঘর্ষ এবং পরবর্তী কালে লাদাখে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অচলাবস্থার জেরে দু’তরফেই লোকবল, সামরিক সরঞ্জাম এবং অর্থের উপরে যে প্রভাব পড়েছে, তার পুনরাবৃত্তি আপাতত চাইবে না কোনও তরফই। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক স্তরে দিল্লি ও বেজিং-এর চিন্তা বাড়িয়েছে ওয়াশিংটন। আমেরিকা এবং ভারতের মধ্যে অভিবাসন, বাণিজ্য-সহ আমেরিকার মাটিতে ভারতের তরফে হত্যার প্রচেষ্টার মতো বিবিধ কূটনৈতিক বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক বিভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠছে মাঝেমধ্যেই। অন্য দিকে, চিনের ক্ষেত্রে আমেরিকার বাণিজ্য এবং প্রযুক্তির বিস্তারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকতে চলেছে ট্রাম্পের আমলেও। শুধু তা-ই নয়, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকার অবস্থান পরিবর্তনের পরে, আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতিতে চিন বিষয়ে ওয়াশিংটনের নীতিতে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে চলেছে কি না, প্রশ্ন থাকছেই।

তবে ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে অনাস্থা এখনও বদ্ধমূল। এমনিতেই ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় তার ক্রমবর্ধমান প্রভাবে উদ্বিগ্ন দিল্লি। এর মাঝে ভারতের জমি নিয়ে উত্তর-পশ্চিম চিনে দু’টি প্রদেশ গঠন-সহ ব্রহ্মপুত্রের উচ্চ অববাহিকায় বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের পরিকল্পনা তিক্ততা বাড়াচ্ছে। অন্য দিকে, এ-যাবৎ কোয়াড গোষ্ঠীর সঙ্গে জোটের পাশাপাশি আমেরিকা, ইউরোপ, পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশের সঙ্গে যে ভাবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে ভারত, তাতেও চিনের অস্বস্তি বেড়েছে। ইতিহাস মনে রাখলে পড়শি রাষ্ট্রটিকে বিশ্বাস করা সহজ নয়, তবে সুসম্পর্ক রাখার প্রচেষ্টা জারি রাখাও অত্যন্ত জরুরি।

লাদাখের যাযাবর পশুপালকদের জীবনশৈলী আজ বিপন্ন

পশমিনার উৎস সন্ধানে

■ **সম্পদ:** হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত সোনালি পশমের উৎপাদন। *অনিরুদ্ধ দাস*

অনিরুদ্ধ দাস

শীত শেষ। সময় হয়ে এল শাল তুলে রাখার। বিশেষ করে, সবচেয়ে মূল্যবান, পশমিনা। হালকা থেকে তীব্র, সব রকম শীতে যা জড়িয়ে থাকে আপনজনের মতো। ফারসি ‘পশম’-এর মানে সোনালি উল, তা থেকে ‘পশমিনা’— যা বুঝিয়ে দেয়, এ যেন অলৌকিক সম্পদ। অনেকেই জানেন না, পশমিনার উৎস কাশ্মীর নয়, লাদাখ। অত্যুচ্চ চাংথাং উপত্যকা, যেখানে হাওয়ার ধার ছুরির মতো, তা-ই হল চাংরা ছাগলের বাসভূমি। বিশ্বের সেরা পশমিনা আসে তাদের থেকে। হিমালয়ের তীব্র ঠান্ডায় অভ্যস্ত এই ছাগলদের পেটের কাছে শীতকালে তৈরি হয় নরম লোমের আস্তরণ। এমন উষ্ণ আর নরম যে, অতুলনীয়। বাজারে যা পশমিনা বলে বিক্রি হয়, তাতে অবশ্য প্রায়ই থাকে বাণিজ্যের হাতসাফাই। যা অকৃত্রিম পশমিনা উৎপাদনের পিছনের কাহিনিটিকে লঘু করে তোলে।

সেই কাহিনির শুরু বসন্তে, যখন চাংরা ছাগলেরা তাদের লোমের আস্তরণ খসিয়ে ফেলা শুরু করে। এই সময়ে বিশেষ নকশার, বাঁকা চিরুনি দিয়ে তাদের গা আঁচড়ে দেন ছাগল-পালকরা। এতে পশুগুলির কোনও ক্ষতিই হয় না, বরং তারা আরাম পায়। এ ভাবে সংগ্রহ না করলে ছাগলগুলির লোম আপনি খসে পড়ত, আর তা হিমালয়ের হুহু হাওয়ায় উড়ে যেত। এমন মানবিক ভাবে লোম সংগ্রহ করে চাংপা জনজাতির মানুষেরা তাঁদের জীবিকার উৎস পশুগুলিকে কেবল ব্যবহার করেন না, সম্মানও করেন। কাঁচা উলকে অনেক পরিশ্রমে পরিষ্কার করে, হাতে-চালানো সাবেক যন্ত্রে সুতো তৈরি করেন স্থানীয় মহিলারা। পশমিনার প্রতিটি তন্তু হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সুস্থায়ী, সমাদরের সম্পর্কের সাক্ষ্য দেয়।

এই সূক্ষ্ম, নরম সুতো থেকে হাতে-বোনা তাঁতে তৈরি হয় শাল— সে কাজটা করতে কয়েক সপ্তাহ, এমনকি কয়েক মাসও লেগে যেতে পারে। এই শাল বোনার কাজটা অনেক সময়ে কাশ্মীরে হয় বলে পশমিনা উৎপাদনে লাদাখের ভূমিকা বরাবরই একটু পিছনে রয়ে গিয়েছে। এমনকি পশমিনা উলকেও ‘ক্যাশমেয়র’ বলা হয়, যা ‘কাশ্মীর’-এর অপভ্রংশ। কাশ্মীরের শিল্পীদের হাতের কাজের তুলনা হয় না বটে, কিন্তু পশমিনা উলের জোগানদার লাদাখের যাযাবর জনজাতি, লাদাখের বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে পশমিনার সম্পর্ক নিবিড়।

পশমিনার আভিজাত্য আর আরামের পিছনে রয়েছে এক কঠিন বাস্তব, যেখানে এক দিকে বাঁচার মরিয়া লড়াই, অন্য দিকে শোষণ, প্রতারণা। দালালরা নির্দয় ভাবে চিরকাল শোষণ করে এসেছে চাংপা পশুপালকদের। এক চাংপা প্রবীণ বলছিলেন, লাদাখে এসে তারা এক রকম দাম বলে যায়, অথচ মাল নিয়ে লে শহরে গেলে সেই ব্যবসায়ীই ধরে দেয় তার চাইতে অনেক কম দাম। ওজর দেখায়, বাজারে উলের দাম পড়ে গিয়েছে। আসলে তারা জানে, উল বিক্রি না করে ফের পাহাড়ি পথে মাল নিয়ে ফিরে যাওয়া গ্রামবাসীদের পক্ষে অসম্ভব। তাই প্রতিশ্রুত দামের এক সামান্য অংশ নিয়ে চাংপারা উল বেচতে বাধ্য হন। এই প্রতারণা এড়াতে পশমিনা উৎপাদকদের একটা সমবায় তৈরি করা হয়েছে, লাদাখি পশমিনার ‘জিআই’ ট্যাগও জোগাড় করা হয়েছে। তাতে ক্রেতাদেরও লাভ, তাঁরা পশমের উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন। স্বচ্ছতা, ন্যায্য দাম বজায় থাকে।

তবু সমস্যা থেকেই গিয়েছে। বাইরের দালালদের উৎপাত কমলেও রয়েছে জনজাতির নিজস্ব সমস্যা। পশুপালন, পশমিনা উৎপাদন, অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ। চাংপাদের নাগাল পাওয়াই প্রায় অসম্ভব এক ব্যাপার— কোনও মানচিত্রে তাঁদের অবস্থান খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা কোথায় আছেন, বোঝার জন্য কোনও স্থায়ী নির্মাণ (ল্যান্ডমার্ক) খুঁজে পাওয়া যাবে না। চাংপা মানুষরা সারা বছরই চলমান, তাঁদের গতি নির্ধারিত হয় পশুদের জীবনছন্দ আর প্রকৃতির প্রতিকূলতার মাত্রা দিয়ে। অথচ, এক-একটা ছাগল থেকে বছরে মাত্র আশি গ্রাম থেকে একশো সত্তর গ্রাম উল মেলে। এই বিরলতার জন্যই পশমিনার দাম এত চড়া। কিন্তু পশমিনা তো শুধু একটা পণ্য নয়, তা এক সংস্কৃতি, এক ধরনের জীবনযাত্রা, পরিবর্তনের চাপে যা আর নিজেকে বহন করতে পারছে না। লাদাখের বিশাল, তুষারাবৃত, নীরব মালভূমি যেমন সুন্দর, তেমনই নিষ্করুণ। হুহু হাওয়ার আর্তনাদ, পায়ের নীচে গুঁড়িয়ে যাওয়া বরফ, দূরাগত ঘণ্টার ধ্বনি, আর সর্বোপরি লাদাখিদের গান। তার প্রতিটি স্বরে যেন ধরা রয়েছে এই ভূমিখণ্ডের ইতিহাস, সংগ্রাম, আর এর নীরব সৌন্দর্য।

লাদাখের প্রাণিপালন দফতরের কর্মীদের সহায়তায় অনেক দিনের চেষ্টার পর দেখা মিলল চাংপাদের। ক্যামেরা কাঁধে ক’জন অপরিচিত লোককে হঠাৎ উদয় হতে দেখে একটুও সতর্কতা, আশঙ্কার ছাপ পড়ল না। বরং অতিথিদের অভ্যর্থনায় শুরু হয়ে গেল মেয়েদের গান, আর তার সঙ্গে ছেলেদের নাচ। অতিথিদেরও সকলে হাত ধরে টেনে নিলেন নাচের দলে— নাম-পরিচয় জিজ্ঞাসা করার আগেই!

কিন্তু এই জীবন হারিয়ে যাচ্ছে। নবীন প্রজন্ম যাযাবর পশুপালকের কঠিন জীবন থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন। নগরজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য হাতছানি দিচ্ছে তাঁদের। তরুণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় নিচ্ছে পশমিনা উৎপাদনের জ্ঞান, রীতিনীতি, আর মালভূমির সঙ্গে মানুষের গভীর সংযোগ। পশমিনার উৎস নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরি করতে গিয়ে অচিরে স্পষ্ট হল, আসলে এক সংস্কৃতির মৃত্যুর কাহিনি। এ ভাবেই মরে যায় সংস্কৃতি— শোরগোল তুলে নয়, নীরবে বিস্মৃতির দিকে এগিয়ে গিয়ে।

এক চাংপা প্রবীণ হাত বাড়িয়ে তাঁর ছাগল, চারণভূমি, চার পাশের মানুষের দিকে দেখিয়ে বললেন, “যদি আমরা এগুলো হারাই, তা হলে সব হারিয়ে যাবে।” ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি নয়, এ হল একটা গোটা জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের সঙ্কট। এ কেবল চাংপাদের প্রশ্ন নয়, লাদাখ ছাড়িয়ে বহু দূর এর বিস্তার। যখন আমাদের পরম্পরা হারিয়ে যায়, তখন আমরা ঠিক কী হারাই? অতীতের শান্ত সঙ্গীতকে যখন ডুবিয়ে দেয় আধুনিকতার উচ্চকিত ছন্দ, তখন কিসের পরিবর্তন হয়? সংস্কৃতি, পরিচিতি, নিজের ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযোগ— এগুলোর জন্য লড়াই করা কি অর্থপূর্ণ কাজ?

প্রকৃত পশমিনা, এখন যা জিআই ট্যাগ দিয়ে চিহ্নিত, তা কেবল উলের উৎস আর মানের নিশ্চয়তা দেয়, বা উৎকৃষ্ট শিল্পকীর্তির আশ্বাস বহন করে, তা-ই নয়, তা চাংপাদের সংস্কৃতি, তাঁদের বিপন্ন বাস্তুতন্ত্রের সাক্ষ্যও দেয়। ওই যাযাবর পশুপালকের জীবনযাত্রা, তাঁদের দীর্ঘ দিনের রীতিনীতি না থাকলে পশমিনাও থাকবে না। পশমিনাকে বাঁচাতে হলে ওই লোকগুলোকেও বাঁচাতে হবে, তাঁদের চারণভূমি, বাস্তুভূমিকে বাঁচাতে হবে। প্রাচীন প্রথাগুলো জিইয়ে রাখতে হবে।

নেপাল, পাকিস্তান, চিন, মঙ্গোলিয়া-সহ বিশ্বের নানা জায়গায় উল বা পশম উৎপন্ন হলেও, ‘পশমিনা’ কথাটি ভারতীয় উপমহাদেশের জন্যই প্রযোজ্য। এই তন্তু, কাপড় আর কারুকার্য, সবই অতীত থেকে এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে চলেছে। সেই ধারায় তার নিজের অবস্থান বজায় রাখার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে লাদাখ। প্রশ্ন হল, বিশ্ব কি লোভনীয় পশমিনা শালের আকর্ষণের পিছনে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে এক সংস্কৃতির টিকে থাকা, তার ধারক-বাহক মানুষগুলির বাঁচার সংগ্রামকে? ভূমির সঙ্গে মানুষ, এক পাহাড়ি জনজাতির সঙ্গে বহির্বিশ্ব, প্রবীণের সঙ্গে নবীনের সম্পর্কের যে সূক্ষ্ম জাল বিশ্বকে পশমিনা জোগাচ্ছে, তা যেন নজর না এড়িয়ে যায়।

জীবন-জিজ্ঞাসার সদুত্তর

স্বামী কৃষ্ণনাথানন্দ

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রায় দেড়শো বছর আগের সাধারণ এক বাঙালি যুবক। জীবনসংগ্রামের বিড়ম্বনা তাঁকে যখন নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছে আত্মহননের চরম সিদ্ধান্তে, ঘুরতে ঘুরতে তখনই ঠিক তিনি এসে পৌঁছলেন আর এক বাঙালির কাছে। তিনি কেতাবি চেহারার ধোপদুরস্ত কোনও ভদ্রলোক নন; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো প্রভাবশালীর ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে ব্রাহ্মসমাজে ‘বাবু’ সাজতে অস্বীকার করেছিলেন নির্দ্বিধায়। কামারপুকুরের এক পল্লিপটে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর আটপৌরে দিনযাপন সাধারণ হয়েও অসাধারণ। কারণ, তিনি মানুষের মধ্যে জাগরিত করেছেন জীবনের মৌলিক জিজ্ঞাসা। ‘আমি’ কে? কোথা থেকে ‘আমি’ এসেছি? কী উদ্দেশ্যে এই জীবনধারণ? অদ্ভুত সাধনলব্ধ প্রজ্ঞায় সে রহস্য সেই সাদাসিধে লোকটি অনাবৃত করেছেন। আর তা মেলে ধরেছেন জগতের কল্যাণে।

আত্ম-অন্বেষণের পথ ঘিরেই জীবনে আসে প্রশান্তি। আত্ম-সমীক্ষণের অনভ্যাসে জন্ম নেয় অতৃপ্তি, বাড়ে জাগতিক অভিলাষ। তখনই সংসারক্লান্ত পথিকের প্রতিভূ হয়ে মহেন্দ্রনাথরা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে ভিড় করেন। আর অমৃতস্পর্শে ‘শ্রীম’ হয়ে ফিরে আসেন। আত্মহননের পরিবর্তে শুরু হয় আত্মদর্শনের পথে এক অরূপ অভিযাত্রা।

আসলে জীবনকে ইচ্ছেমতো লক্ষ্যে বেঁধে গুছিয়ে নিতে থাকি আমরা। এর পরেও অপূর্ণতা থাকেই। প্রাচুর্যের মধ্যেও মনে হয় জীবন নিরর্থক। বস্তুত সাধারণ দিনগত কর্মটির পিছনে একটা উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজন। নয়তো যে জীবনকে সুপরিচালিত বলে মনে করছি, তা আদতে কোনও উচ্চ আদর্শাভিমুখী না হয়ে উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে। বাইরের তথাকথিত বিশালতার যে বুদবুদ তা অন্তরের সৌন্দর্যকে স্পর্শই করতে পারে না, ফলস্বরূপ নিঃসঙ্গতা, অবসাদ, আত্মহত্যা, বিভিন্ন পারিবারিক ও মানসিক চাঞ্চল্য ক্রমে বৃদ্ধি পায়। আসলে বাহ্যিক উন্নতির মাপকাঠিতে অন্তরের উন্নতির পরিমাপ বিচার করে আনন্দে থাকা এক বিমূঢ় ভাবনা। প্রশ্ন জাগে, এই আত্মনিগ্রহই কি জীবনের স্থিতি, না কি জীবনের অন্য বৃহৎ অর্থ আছে! অতি তুচ্ছ দিনগত কর্মটির প্রয়োজনীয়তা কোথায়? তারও তো বিশেষ উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্য থেকেই প্রত্যয়ের জন্ম, যে প্রত্যয় মনের সংশয় দূর করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব

আজ শ্রীরামকৃষ্ণের ১৯০তম জন্মতিথি

বলছেন, “কর্ম করতে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই, সেই সঙ্গে জিনিসটি মনে করে আনন্দ হয়, তবে সে ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটির নিচে একঘড়া মোহর আছে এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস প্রথমে চাই। ঘড়া মনে করে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়— তারপর খোঁড়ে। খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং শব্দ হলে আনন্দ বাড়ে। তারপর ঘড়ার কানা দেখা যায়। তখন আনন্দ আরও বাড়ে। এইরকম ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়তে থাকে।” প্রচেষ্টা ও বিশ্বাসই গড্ডলিকা প্রবাহের অনুবর্তন কাটিয়ে জীবনকে আনন্দে বেড়ে উঠতে আহ্বান জানায়।

আবার নিজেকে খুঁজতে গিয়ে যে জগৎকে উপেক্ষা করতে হবে, তাও নয়। মানুষের ব্যথায় শ্রীরামকৃষ্ণের মতো কাতর আর কেউ নন। স্নেহপরবশ তিনি একদা দক্ষিণেশ্বরে মথুরবাবুর পুত্র ও তৎকালীন প্রধান ত্রৈলোক্যকে এক প্রতিবেশীর অন্নকষ্ট-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ— আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দুটি চাল দিতে কষ্ট— অনেক হিসেব করে দিতে হয়।... আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভাল থাকলেই হল। মুখে বলে সর্বজীবে দয়া।” এই উদ্বেগে আছে সংহতি, সহমর্মিতা। আর পাঁচ জন তথাকথিত বেদান্তবাদী সাধুর মতো সাধারণ মানুষের জীবনের অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করেননি। তাই তো লাটু, বিনোদিনী, বৃন্দে ঝি, চিনু শাঁখারি, রসিক মেথর— সবাইকে অনায়াসে আপন করে নিতে পারেন। ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব যখন কেউ বৃহৎ পরিসরে অনুভব করে, তখনই তা হয়ে ওঠে ‘আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ’।

শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের অন্তরের মধ্যে জীবন-জিজ্ঞাসার দীপটি প্রজ্বলিত করতে চেয়েছেন, যেখানে মূল কৌশল হল বিচার— অপূর্ণ জীবনের মূল্যায়ন। চমৎকার উদাহরণে শিখিয়েছেন আত্ম-বিশ্লেষণের পাঠ: “চাল কাঁড়ছ, একলা বসে কাঁড়তে হয়। এক-একবার চাল হাতে করে তুলে দেখতে হয়, কেমন সাফ হল।” এই প্রয়াসে উত্তীর্ণ হলে নিজের ভিতর প্রসন্নতার প্রবাহিনী উথলে ওঠে। তাঁর *কথামৃত*-এর পাতায় পাতায় আত্মানুসন্ধানের এই প্রসঙ্গই ছড়িয়ে রয়েছে।

রয়েছে ত্যাগের কথাও: ক্ষুদ্র কামনা বাসনা লোভ ত্যাগ। আবার ত্যাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সুস্থ জীবনবোধের ধারণা। ত্যাগ মানে কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা থেকে নিজেকে প্রতিহত করা নয়, ত্যাগ মানে নেতিবাচকতাকে সরিয়ে ইতিবাচকতায় নিজেকে উন্নীত করা। বৃহত্তর স্বার্থে আমিত্বের ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রত্যাহারই ত্যাগ। লোভ, আসক্তি মানুষকে উদ্দেশ্যহীন, বদ্ধ ও যান্ত্রিক করে তোলে। তাই যারা অন্তর থেকে নিজেদের বিচার করতে জানে, তারাই জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে, পায় মুক্তির স্বাদ। আজকের সমাজে যখন মানুষের সাফল্য টাকা-বাড়ি-গাড়ি-উঁচুপদের মানদণ্ড-নির্ভর, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তুলে ধরেন জীবন-জিজ্ঞাসার সূত্রটি। ত্যাগের আদর্শ ও শুভচেতনার স্ফুরণ ঘটাতেই তাঁর আত্মপ্রকাশ।

■ *দু’টি প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।*
প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা: editpage@abp.in
অনুগ্রহ করে সঙ্গে ফোন নম্বর জানাবেন।

সম্পাদক সমীপেষু

রাজনীতির নতুন পথ

‘স্টিয়ারিং ধরার হাত’ (২৮-১) প্রবন্ধে এআই এসে যাওয়ায় ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলতে থাকা বিপুল কর্মনাশের আসন্ন সমস্যাটি স্বাতী ভট্টাচার্য যথাযথ ভাবে তুলে ধরেছেন। এই সমস্যা যাতে আমাদের গ্রাস করতে না পারে, সেই জন্য উপযুক্ত রাজনীতির প্রয়োজনের কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন, কোন সেই রাজনীতি, যা এআই-এর সুবিধা ব্যবহার করে শ্রমদাসত্ব ঘোচানোর জন্য উদ্যোগী হবে? প্রবন্ধকার ১৮৬৫ সালের আমেরিকায় দাসদের মুক্তির ইতিহাস তুলে ধরে দেখিয়েছেন, সেই মুক্তি উৎপাদন বাড়িয়েছিল। মনে রাখা দরকার, ১৬০ বছর আগে সেই সময়কার পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো যে রাজনীতিতে পরিচালিত হত, তার খেটে-খাওয়া মানুষের কথা ভাবার কিছুটা সুযোগ ছিল। দেশের অর্থনীতির অগ্রগতির জন্য সে সব ভাবা তখন দরকারও ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধাররা এখন যে রাজনীতি করেন, তা শ্রমিকদের বহু দিনের লড়াইয়ের ফসল অধিকারগুলোকে বাতিল করে শ্রমদাস বানানোর জন্য নতুন আইন আনার পরামর্শ দেয়। যে নিয়মে আজ রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে, অথর্ব মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের মতো সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতাই তার ধর্ম। তাই আজ কোটি কোটি মানুষের হাতে নিত্যদিনের দরকারি জিনিসটুকু কেনার মতো পয়সাও নেই। চাহিদার অভাবে অর্থনীতির বৃদ্ধি মার খাচ্ছে দেখে বিশেষজ্ঞরা কপাল ঠুকছেন। এ দিকে ওই কোটি কোটি মানুষকে দিনে দিনে আরও নিঃস্ব আরও সম্বলহীন করে দেশের সম্পদের ৬৭ শতাংশ গিয়ে জমা হচ্ছে মাত্র এক শতাংশ মানুষের হাতে। যে নিয়মে রাষ্ট্র চলছে রাজনীতির সেই নিয়মের আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকা রাষ্ট্রের কর্ণধারদের হাতে এ জিনিস রোখার উপায় নেই।

ফলে নতুন কাজ তৈরি আর পুরনো কাজ ধ্বংসের গতির মধ্যে ভারসাম্য আসবে— এমন আশা এই রাজনীতি দিতে পারে না। চাই নতুন রাজনীতি। সেই রাজনীতির সন্ধান করাই যুক্তিসঙ্গত কাজ।

শ্রীরূপা বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-৪

বিপ্লবের জন্ম

স্বাতী ভট্টাচার্যের ‘স্টিয়ারিং ধরার হাত’ প্রবন্ধে পুঁজিবাদী সভ্যতার নিজস্ব নিয়মের ফল হিসাবে কোটি কোটি বেকার বাহিনী তৈরির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। আমাদের দেশের বাস্তবচিত্রও তা বলছে। বিভিন্ন রাজ্যে একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা, বাড়ছে গিগ শ্রমিকের সংখ্যা। এর উপর এআই-এর ব্যবহার যত বেশি হতে থাকবে, বাড়বে বেকার বাহিনী। খোঁজ নিলে দেখা যাবে পৃথিবীর উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে একই চিত্র।

এ সঙ্কট মেটার নয়। সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যাবে আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে দাসব্যবস্থা, আবার দাসব্যবস্থা ভেঙে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এসেছে। প্রতিটি সমাজে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে হাতিয়ার করে উৎপাদিকা শক্তি এগিয়েছে এবং এই শক্তির সঙ্গে স্থিতিশীল উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব হয়েছে। এর পরিণতিতে প্রচলিত সমাজ ভেঙে পরবর্তী সমাজ তৈরি হয়েছে। দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কিত লেখায় জোসেফ স্তালিনের কথাগুলো প্রণিধানযোগ্য— উৎপাদিকা শক্তিকে বিপুল ভাবে বিকশিত করে পুঁজিবাদ এমন দ্বন্দ্বের জালে জড়িয়ে পড়েছে, যা থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষমতা তার নেই। উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়ে, আর তার দাম কমিয়ে পুঁজিবাদ প্রতিযোগিতাকে তীব্র করেছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যক্তিমালিকদের ধ্বংস করছে, তাঁদের সর্বহারায় পরিণত করছে এবং তাঁদের কেনার ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। এর ফলে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করাই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। অপর দিকে উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে বিরাট বিরাট কলকারখানায় একত্র করে পুঁজিবাদ উৎপাদনকে সামাজিক চরিত্র দিয়েছে। এর ফলে পুঁজিবাদের নিজের ভিত্তি ক্ষয় হচ্ছে। কারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়ার এই সামাজিক চরিত্র উৎপাদন উপকরণের সামাজিক মালিকানা দাবি করে। কিন্তু উৎপাদন উপকরণ এখনও পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই অবস্থা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের এই ক্রমান্বয় দ্বন্দ্বের ফলে মাঝে মাঝে অতি উৎপাদনের সঙ্কট দেখা দেয়। জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা নিজেরাই কমিয়ে তখন পুঁজিপতিরা দেখতে পান, তাঁদের পণ্যের কার্যকর চাহিদা নেই। তখন বাধ্য হয়ে তাঁরা উৎপন্ন দ্রব্য পুড়িয়ে ফেলেন, উৎপাদিত জিনিসপত্র নষ্ট করে দেন, উৎপাদন বন্ধ করে দেন এবং যে সময় লক্ষ লক্ষ লোক কাজ ও খাদ্যের অভাবে হাহাকার করেন, সেই সময় উৎপাদিকা শক্তিকে পঙ্গু করে দেন। পণ্যের অভাবে নয়, বরং বাড়তি পণ্য উৎপাদনের জন্যই সাধারণ মানুষ বেকার হয়ে যান, অনাহারে থাকেন। এর অর্থ হল, পুঁজিবাদে উৎপাদন সম্পর্ক সমাজের উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারছে না। বরং তার সঙ্গে অনিরসনীয় দ্বন্দ্বে লিপ্ত হচ্ছে।

অর্থাৎ, পুঁজিবাদের গর্ভে বিপ্লবের জন্ম হচ্ছে, যে বিপ্লবের উদ্দেশ্য হল উৎপাদন উপকরণের উপর পুঁজিবাদী মালিকানার পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা।

বিশ্বনাথ সর্দার
রায়দিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আদর্শের মৃত্যু

‘আন্দোলনে নিচুতলার অনীহা, প্রশ্ন সিপিএমে’ (৪-২) শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ, কর্মীদের লড়াই-আন্দোলনে অনীহা কেন, তা নিয়ে এখন রাজ্য সম্মেলনে আলোচনা করতে হচ্ছে সিপিএম নেতাদের! সম্মেলনে এমন আলোচনা যে করতে হচ্ছে, সেটাই বোঝায় মার্ক্সবাদী আদর্শ তো দূর, সিপিএমে আজ বোধ হয় বামপন্থী আদর্শের ছিটেফোঁটাও টিকে নেই।

ষাটের দশকের শেষ দিক পর্যন্ত, অর্থাৎ যত দিন পর্যন্ত সরকারি ক্ষমতার স্বাদ মেলেনি, তত দিন সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রবল বিক্রমে দলের কর্মীরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়েছেন, মার খেয়েছেন, রক্ত ঝরিয়েছেন। কিন্তু যেই নেতারা সরকারি ক্ষমতার স্বাদ পেতে শুরু করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের হাত ধরে গোটা দলের পুরো অভিমুখটিই ঘুরে গেল শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের দিকে। আজ দলের নেতারাই সম্মেলনে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে, সেই সময়কার দাদাগিরি ও দাপটের রাজনীতির অভ্যাস কর্মীরা এখনও ছাড়তে পারেননি বলেই আজ এত আন্দোলন-বিমুখতা। নেতাদের আজ এ কথাও স্বীকার করতে হচ্ছে যে, পুলিশের মার, গ্রেফতারি— এ সবের ভয়েও কর্মীরা এখন আন্দোলনে নামতে চান না।

প্রতিবেদনটিতে উঠে এসেছে, দলের এই করুণ পরিণতির আসল কারণ চিহ্নিত না করে সংখ্যালঘু ও তফসিলি গোষ্ঠীর মানুষরা কে কোন দলে কত শতাংশ চলে গিয়েছেন তার হিসেব কষা হয়েছে সম্মেলনে। এই সব গোষ্ঠীর মানুষরাই নাকি লড়াইয়ে বেশি আসেন! মূল কারণ নেতারা আড়াল করতে চান বলেই সম্মেলনে এই সব হাস্যকর তত্ত্বের অবতারণা। তা না হলে তাঁদের স্বীকার করতে অসুবিধা হত না যে, আসলে বহু দিন ধরেই খেটে-খাওয়া, আর্থিক ভাবে সমাজের নীচের দিকে পড়ে থাকা মানুষদের পাশ থেকে দল সরে গেছে। মার্ক্সবাদী তথা বামপন্থী আদর্শের কিছুই আজ দল ও তার নেতাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই, তাই কোনও মতেই কর্মীদের তাঁরা আন্দোলনে নামাতে পারছেন না।

যন্ত্রণার বিষয় এটাই যে, এখনও নানা ভাবে অত্যাচারিত যে বিরাট অংশের মানুষ দিন ফেরানোর স্বপ্ন দেখেন, তাঁরা এই সিপিএম দলটিকেই মার্ক্সবাদী দল বলে মনে করেন। রাষ্ট্রের তরফেও মানুষের মনে সেই ধারণা বদ্ধমূল করার বহুবিধ চেষ্টা সচেতন মানুষমাত্রেরই চোখে পড়ে। কত দিনে এই ভুল ভাঙবে, তার উপরেই নির্ভর করে রয়েছে দেশে অন্যায়ের প্রতিবাদে জোরদার আন্দোলন গড়ে উঠবে কি না।

মিতুল মিত্র
বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

চিঠিপত্র পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক সমীপেষু,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০১।
ইমেল: letters@abp.in
যোগাযোগের নম্বর থাকলে ভাল হয়।
চিঠির শেষে পুরো ডাক-ঠিকানা উল্লেখ করুন, ইমেল-এ পাঠানো হলেও।

হোলীর আমোদ

গত পরশ্ব শনিবার কলিকাতার পুলিশ হোলী উপলক্ষে কাদা রং ইত্যাদি ছোড়াছুড়ি করিয়া গোলমাল বাধানোর জন্য বড়বাজার, জোড়াসাঁকো, জোড়াবাগান এবং বড়তলা আফিসে শতাধিক লোককে গ্রেপ্তার করে।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলিকাতা সোমবার
১৭ই ফাল্গুন ১৩৩২
ইং ১ মার্চ, ১৯২৬
৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

এক নজরে

কোর্টের তিরস্কার

ব্যাঙ্কের ঋণ সংক্রান্ত মামলায় রানিগঞ্জ থানার পুলিশের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার এই বক্তব্যের পাশাপাশি বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, আদালতের নির্দেশ পালনে রাজ্য পুলিশ সক্রিয় না হলে কেন্দ্রীয় সংস্থার সাহায্য নেওয়া হবে। আদালতের খবর, এক ব্যক্তি ওই ব্যাঙ্ক থেকে পে লোডার কেনার জন্য ঋণ নিয়েছিলেন। তা শোধ করেননি। ব্যাঙ্ক জানতে পারে যে ঋণের টাকায় পে লোডার কেনা হয়নি। এই মামলায় হাই কোর্টে ব্যাঙ্কের অভিযোগ, হাই কোর্ট ২০২৩ সালে পুলিশকে নির্দেশ দিলেও তারা কিছুই করেনি। রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি ঘোষ বলেন, "রাজ্য যদি মনে করে যে কোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করবে তাহলে কোর্ট জানে, কী ভাবে নির্দেশ পালন করাতে হয়।"

ক্ষমাপ্রার্থনা

আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কুরুচিকর কথা এবং 'হুমকি' দেওয়ার অভিযোগে কলকাতা হাই কোর্টে ক্ষমা চাইলেন তৃণমূল বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনার বক্তব্য হলফনামা আকারে জমা দিতে বলেছেন বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য। রত্না এবং কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ডিভোর্সের মামলা চলছে। সেই মামলা হাই কোর্টে গড়িয়েছে। শোভনের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন যে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে রত্না তাঁকে কুকথা বলেছেন ও হুমকি দিয়েছেন। তার পরেই এদিন রত্নার বক্তব্য জানতে চেয়েছিল কোর্ট।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি

রাজ্যে কৃষি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জৈব প্রযুক্তি, দূর নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা-সহ একাধিক ক্ষেত্রে গবেষণা এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে ৩২তম বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি কংগ্রেসের সূচনা হল শুক্রবার। সারা রাজ্যের ছ'টি অঞ্চল থেকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা ১২টি ক্ষেত্রে ২ হাজারের বেশি বিষয়ে তাদের চিন্তাভাবনা লিখে পাঠিয়েছিল। তার মধ্যে থেকে ২১৬টিকে বেছে নিয়ে তাদের বিজ্ঞান কংগ্রেসে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এ বারের কংগ্রেসে কৃত্রিম মেধা অন্যতম আলোচ্য বিষয় হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস এবং কৃষিমন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিনের অধিবেশনে কৃত্রিম মেধা নিয়ে প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবীশ স্মারক বক্তৃতা দেন টি সি এসের মুখ্য বিজ্ঞানী অর্পণ পাল এবং সি ভি রমন স্মারক বক্তৃতায় রাডার প্রযুক্তি নিয়ে বক্তৃতা দেন ইসরো'র স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের প্রাক্তন অধিকর্তা তপন মিশ্র।

বৈঠক শুরু

বন্দরের জমি ব্যবহার করে কী ভাবে শিল্পায়ন এবং উন্নয়নের রাস্তা খোলা যায়, তা নিয়ে সারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের প্রতিনিধিদের নিয়ে শুক্রবার থেকে কলকাতায় দু'দিনের বৈঠক শুরু হয়েছে। কলকাতা, ছাড়াও, মুম্বই, চেন্নাই, পারাদ্বীপ, নিউ ম্যাঙ্গালোর, মার্মাগাঁও-সহ একাধিক বন্দরের শীর্ষকর্তারা ছাড়াও ড্রেজিং কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার শীর্ষকর্তারা ওই বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন। কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রমন ওই বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন।

প্রতীক্ষালয়ে দেহ

প্রতীক্ষালয়ে যুবকের রক্তাক্ত দেহ মিলল। মৃতের নাম বিশ্বজিৎ দত্ত ওরফে রাজা (২৭)। বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি কলোনিতে। শুক্রবার রাতে তাঁকে একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

ফের হাসপাতালে কিশোরীকে 'যৌন হেনস্থা', ধৃত কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা

হাড়োয়া: ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজের পরে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতাল। ফের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠল। শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনার ওই হাসপাতালে সতেরো বছরের এক কিশোরীকে হাসপাতালের শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে হাসপাতালের এক অস্থায়ী কর্মী। ঘটনা জানাজানি হতেই জনতা টায়ার পুড়িয়ে পথ অবরোধ করে। পুলিশ ধৃতকে থানা থেকে পুলিশের গাড়িতে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময়ে বিক্ষোভ দেখায় সিপিএম।

সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আইসিইউতে এক কিশোরীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে ধরা পড়ে হাসপাতালের দুই সাফাইকর্মী। আর জি কর-কাণ্ডের পরে বারবার এ ধরনের ঘটনায় সরকারি হাসপাতালে 'নারী সুরক্ষা' নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সংশ্লিষ্ট পুলিশ-জেলার সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, "আমরা শেখ রিয়াজ নামে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছি। তদন্ত চলছে।" এ দিন আদালতে হাজির করানো হলে বিচারক ধৃত শেখ রিয়াজকে ছ'দিন পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

জেলা স্বাস্থ্য অধিকারিক রবিউল ইসলাম গায়েন বলেন, "ওই হাসপাতালের বিএমওএইচকে কমিটি করে তদন্তের কথা বলা হয়েছে। ঠিক কী ঘটেছিল, দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।" পুলিশ জানায়, ওই হাসপাতালে বুধবার জ্বর, পেট খারাপ, বমির উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছিল মেয়েটি। তার অভিযোগ, "ভোরের দিকে হাসপাতালের ওই কাকু কিছু পরীক্ষা করাতে হবে বলে আমাকে শৌচাগারে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে জামা ছিঁড়ে অত্যাচার করে। চিৎকার করলে দেখে নেবে বলে হুমকি দেয়।" মেয়েটির চিৎকারে তার আত্মীয় ও অন্য রোগীর পরিজনেরা ছুটে যান। রিয়াজ পালায়। পরে কিশোরীর পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগ করা হয়। তরুণীর মা বলেন, "যেখানে মানুষ সুস্থ হতে যায়, সেখানেই যদি এমন পাশবিক ঘটনা ঘটে, তা হলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবেন!"

পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের। ছবি: নির্মল বসু

আট বছরে দু'বার ধর্ষিত

পৃঃ ১-এর পর

অভিযুক্তের ফাঁসি দিয়ে দেন বলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন। সেটা যে মিথ্যে, তা প্রমাণিত হয়ে গেল।" আরএসপির জেলা সম্পাদক সুচেতা বিশ্বাস বলেন, "রাজ্যে নারীরা সুরক্ষিত নন। আইনের শাসন নেই। তাই এক বার ধর্ষিত হওয়ার পরেও, ফের মেয়েটিকে ধর্ষিত হতে হল।" পক্ষান্তরে, জেলা তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, "পুলিশ অভিযুক্তকে ধরে আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে। পুরো বিষয়টির দ্রুত খোঁজ নেব।"

রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ও বিশদে এ ব্যাপারে খবর নেওয়ার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, "আমাদের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে। এ ধরনের ঘটনায় প্রতিনিধি দল গিয়ে পরিদর্শন করে। এ ক্ষেত্রেও তা হবে। একটা মামলা চলছে। তার পরেও অভিযুক্তের এতটা সাহস কী করে হল, বুঝতে পারছি না!" 'নির্যাতিতার' বাবার আক্ষেপ, "আগের ঘটনার জন্য মেয়ে বিয়ে করতে চায়নি। তার এখনও বিচার হল না! ছেলেটা শাস্তি পেলে এমন ঘটত না।"

ব্রিগেডে বক্তা নিরাপদ, বন্যারা

নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর ও বস্তি সংগঠনকে সামনে রেখে এ বার ব্রিগেড সমাবেশের আয়োজন করছে সিপিএম। আয়োজক ওই গণ-সংগঠনগুলির নেতৃত্বকেই ব্রিগেডে বক্তা হিসেবে বেছে নেওয়া হল। এখনও পর্যন্ত যা ঠিক হয়েছে, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ছাড়া আগামী ২০ এপ্রিল ব্রিগেডের মঞ্চে তথাকথিত 'ওজনদার' কোনও নেতা থাকছেন না বক্তা হিসেবে। শ্রমিক সংগঠন সিটুর রাজ্য সম্পাদক অনাদি সাহু, কৃষক সভার অমল হালদার, খেতমজুর ইউনিয়নের নিরাপদ সর্দার ও বন্যা টুডু এবং পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির সুখরঞ্জন দে ওই সমাবেশে বক্তা-তালিকায় আছেন। এ ছাড়াও থাকছেন সেলিম। শ্রমকোড বাতিল, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ, ফসলের ন্যূনতম মূল্য, রাজ্যে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান, খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি, বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ ও পাট্টা প্রদান-সহ একগুচ্ছ দাবি নিয়ে এই ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দিয়েছে সিটু, কৃষক সভা, খেতমজুর ইউনিয়ন এবং বস্তি উন্নয়ন সমিতি। আর জি কর-কাণ্ডে ন্যায়বিচারের দাবিও রয়েছে তার সঙ্গে।

রাজ্যের নিজস্ব আয় এবং কেন্দ্রীয় বরাদ্দ

বছর	নিজস্ব রাজস্ব	কেন্দ্রীয় রাজস্ব	মোট রাজস্ব	কেন্দ্রীয় অর্থের হার
২০২০-২১	৬৫,৪৮৫.৫৯	৮২,৯০৮.৩৭	১,৪৮,৩৯৩.৯৬	৫৫.৮৭%
২০২১-২২	৭২,৭৭২.০২	১,০৫,৩৮৭.৩৩	১,৭৮,১৫৯.৩৫	৫৯.১৫%
২০২২-২৩	৮৫,৮০৫.৩৮	১,০৯,৭৩৮.৭৯	১,৯৫,৫৪৪.১৭	৫৬.১১%
২০২৩-২৪	৯৩,২২৩.৬৪	১,০৭,০৪৩.৯৭	২,০০,২৬৭.৬১	৫৩.৪৫%
২০২৪-২৫	১,০৩,১৪৯.৫৮	১,২৪,৪৪১.২	২,২৭,৫৯০.৭৮	৫৪.৬৭%
২০২৫-২৬	১,২১,৯০৪.২১	১,৩৯,১৫৬.২১	২,৬৬,০৬০.৪২	৫২.৩০%

*২০২০-২১ থেকে ২০২৩-২৪ বছরের প্রকৃত (অ্যাকচুয়াল) হিসেব **২০২৪-২৫ বছরের সংশোধিত (রিভাইজ়ড) হিসেব ***২০২৫-২৬ বছরের বাজেট হিসেব

রাজ্যের নিজস্ব রাজস্বের মধ্যে বড় অবদান

- রাজ্যের জিএসটি (এসজিএসটি) ৪৯,৭৭১.৯৮
- স্ট্যাম্প-রেজিস্ট্রেশন ১০,০৯৯.৭১
- আবগারি ২২,৫৫০.৩৩
- বিক্রয় কর (প্রধানত পেট্রল-ডিজ়েল) ১৩,৯০৫
- গাড়ির কর ৫৮২৪
- ভূমি রাজস্ব ৫০১১.৫০
- বিদ্যুৎ কর ৩৫০০.৭০
- নিজস্ব মোট রাজস্বের ৯০.৭৭% আসবে এই ক্ষেত্রগুলি থেকে

সব অঙ্ক কোটিতে

নিজস্ব আয় বৃদ্ধি কম, কেন্দ্রীয় অর্থই ভরসা রাজ্যের

চন্দ্রপ্রভ ভট্টাচার্য

বিপুল ব্যয়ের সংসারে রাজস্ব এবং রাজকোষ ঘাটতি ঊর্ধ্বমুখী। বাড়ছে পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণও। এই অবস্থায় একেবারে নিজস্ব রাজস্ব আদায় কিছুটা করে বাড়লেও, কেন্দ্রীয় অর্থের উপর ধারাবাহিক ভাবে বড় নির্ভরতা রাখতেই হচ্ছে রাজ্যকে। গত পাঁচ বছরের রাজ্য-বাজেট তথ্য বলছে, মোট রাজস্বের অর্ধেকের বেশি আসছে কেন্দ্রীয় করের ভাগ এবং অনুদান মিলিয়ে। কেন্দ্রের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, দেশের একই আর্থিক পরিবেশে অন্য অনেক রাজ্য নিজস্ব রাজস্ব বাড়িয়ে, কেন্দ্রীয় অর্থের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশ কমিয়ে খরচ সামলাচ্ছে। যা তাদের আর্থিক স্বাস্থ্যকে চাঙ্গা করছে। কিন্তু সেই কাজে এ রাজ্য অনেকটাই পিছিয়ে। যদিও রাজ্য প্রশাসনের অন্দরে পাল্টা বক্তব্য, কেন্দ্রীয় অর্থ 'দয়ার দান' নয়। জিএসটি চালু হওয়ার ফলে রাজ্যের নিজস্ব কর আদায়ের সুযোগ কমেছে। গোটা দেশ তথা এ রাজ্য থেকে যে কর আদায় করে কেন্দ্র, তার একটা অংশ ফিরিয়ে দেওয়ারই কথা তাদের। কিন্তু তা-ও পাওয়া যায় না পুরোপুরি। বকেয়া রয়েছে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা।

তথ্য বলছে, ২০২০-২১ বছরে রাজ্যের নিজস্ব আয় যেখানে ছিল ৬৫ হাজার ৪৮৫ কোটি টাকা, তা-ই ২০২৪-২৫ সালে (সংশোধিত হিসেবে) হয়েছে প্রায় ১.০৩ লক্ষ কোটি টাকা। রাজ্যের মোট রাজস্বে কেন্দ্রের অবদানও এই সময়সীমার মধ্যে ৮২ হাজার ৯০৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে প্রায় ১.২৪ লক্ষ কোটি টাকা। কেন্দ্রের এই অংশের মধ্যে থাকে, আদায় হওয়া কেন্দ্রীয় করের একটা অংশ ফিরিয়ে দেওয়া (ডেভোলিউশন) বাবদ অর্থ এবং কেন্দ্রীয় অনুদান বা 'গ্রান্টস-ইন-এড'। আধিকারিকদের একাংশের দাবি, ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের আমলে কেন্দ্রীয় করের ৭.২৬% পেত রাজ্য। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের আমলে তা বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ৭.৩৩% এবং ৭.৫২%। নবগঠিত ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাছে করের আরও বেশি ভাগ চেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ (বিজেপিশাসিত-সহ বহু রাজ্যও এই দাবি জানিয়েছে)। ফলে ২০২০-২১ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় করের ভাগ লাফিয়ে বেড়েছে। পাশাপাশি, কেন্দ্রের অনুদান খাতে প্রাপ্য অর্থ কখনও কমেছে, কখনও বেড়েছে। তবে গত পাঁচ বছরে মোট রাজস্বে কেন্দ্রীয় অবদান থেকেছে ৫০%-এর আশেপাশে।

রাজ্য প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, "জিএসটি চালু হওয়ার পরে রাজ্যের কর সংগ্রহের পথ অনেকটাই সঙ্কুচিত হয়েছে। এমনকি, সেস বাবদ কেন্দ্রের নেওয়া অর্থও পায় না রাজ্য। তার উপর একশো দিনের কাজ, আবাস, গ্রামীণ সড়কের মতো প্রকল্পে কেন্দ্র বরাদ্দ বন্ধ রাখায় সেই কাজ রাজ্যকেই চালাতে হচ্ছে নিজস্ব খরচে।"

এ বছরই দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপর্ণ প্রভাব রাখা বড় ১৮টি রাজ্যের আর্থিক স্বাস্থ্যের (ফিসকাল হেলথ ইনডেক্স) রিপোর্টে নীতি আয়োগ জানিয়েছে, ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের নিরিখে হওয়া ওই সমীক্ষায় অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে শীর্ষস্থানে রয়েছে ওড়িশা। পশ্চিমবঙ্গ ষোড়শ। আর কেন্দ্রীয় অর্থের উপরে পুরোপুরি নির্ভরশীল না থেকে রাজস্ব বৃদ্ধির হিসাবে এ রাজ্য ১৮-এর মধ্যে ১৭তম। রাজ্য প্রশাসনের একাংশের দাবি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার মানুষের উপর নতুন করে করের বোঝা না চাপিয়ে মানুষের আর্থিক বোঝা লাঘবের চেষ্টা করে। এক কর্তার কথায়, "বিপুল অর্থ কেন্দ্রের কাছে আটকে না থাকলে রাজ্যেরও কোনও সমস্যা হত না।"

আর্থিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করিয়ে দিচ্ছেন, রাজ্যের খরচের বোঝা কিন্তু বেড়েই চলেছে। লক্ষ্মীর ভান্ডারের বিপুল বরাদ্দের পরে আবাস যোজনায় ২০২৫-২৬ সালের বাজেটে নতুন করে ১৫ হাজার ৪৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অবশ্য কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী-সহ একাধিক প্রকল্পে বরাদ্দ কমেওছে। পূর্ত, পুর ও নগরোন্নয়নের মতো দফতরগুলিতে বরাদ্দ বেড়েছে নামমাত্র। এই অবস্থায় রাজ্যের একেবারে নিজস্ব রাজস্বের প্রায় ৯১% আসছে মাত্র আটটি ক্ষেত্র থেকে। সেগুলির মধ্যে রাজ্যের জিএসটি, আবগারি (প্রধানত মদ বিক্রি), স্ট্যাম্প-রেজিস্ট্রেশন এবং পেট্রল-ডিজ়েল বিক্রির আয়ের উপর বেশি ভরসা রাখতে হচ্ছে।

গতিতেই দুর্ঘটনা, বয়ান 'বদল' গাড়ির চালকের

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর ও পানাগড়: তিন দিন তাঁর নাগাল মেলেনি। বয়ান কিছুটা বদলে শুক্রবার সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের গাড়ির চালক রাজদেও শর্মা দাবি করলেন, গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারাতেই গত রবিবার পানাগড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। ঘটনায় জড়িত অভিযোগে ধৃত এসইউভি-র চালক বাবলু যাদবকে শুক্রবার দু'দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে দুর্গাপুর আদালত। আদালতের পথে বাবলুর দাবি, "আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ হয়েছে। আমি ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম।" সুতন্দ্রার মা তনুশ্রী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সত্য জানতে চাই। পুলিশ কবে তা সামনে আনতে পারবে, জানি না!"

গত রবিবার রাতে ওই দুর্ঘটনায় চন্দননগরের যুবতী সুতন্দ্রার মৃত্যুর পরে রাজদেও দাবি করেছিলেন, একটি সাদা এসইউভি-র যাত্রীদের উত্ত্যক্ত করার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। সমর্থন করেন গাড়ির যাত্রীরা। যদিও পরে তাঁদের মধ্যে প্রদীপ দত্ত এবং মন্টু ঘোষ দাবি করেছিলেন, উত্ত্যক্ত করার ঘটনা তাঁদের নজরে পড়েনি। এসইউভি সুতন্দ্রার গাড়িতে ধাক্কা মেরেছিল। সুতন্দ্রার নির্দেশে তাঁদের গাড়ির চালক এসইউভিকে ধাওয়া করেন।

ভদ্রেশ্বরের দাসপাড়ার বাসিন্দা রাজদেও এ দিন দাবি করেন, "কটূক্তি বা উত্ত্যক্ত করা নজরে পড়েনি। এসইউভি-র ধাক্কায় নয়, দ্রুত গতির জন্য রাস্তার পাশে একটি নির্মীয়মাণ শৌচাগারে ধাক্কা লেগে আমাদের গাড়ি উল্টে যায়। স্পিডোমিটারের কাঁটায় চোখ না থাকলেও মনে হয়, ঘণ্টায় ৯০-১০০ কিমি বেগে গাড়ি ছুটছিল। নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় দুর্ঘটনা ঘটে।" বয়ান বদলের কথা রাজদেও মানেননি। এ দিন সুতন্দ্রার আর এক সহযাত্রী মিন্টু মণ্ডল ফোন ধরেননি।

আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্ত জানিয়েছেন, বাবলুকে হেফাজতে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হবে। বাবলুর আইনজীবী সজল সাহা দাবি করেন, "এটা নিছক দুর্ঘটনা। নানা চাপে পড়ে পুলিশ অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা দিয়েছে। মক্কেলের কাছ থেকে জেনেছি, প্রথমে রাস্তায় দু'টি গাড়ির ঠোকাঠুকি হয়। তার পরেই মৃত মহিলা তাঁর গাড়ির চালককে আমার মক্কেলের গাড়িটিকে ধাওয়া করতে বলেন। রাইস মিল রোডে এসে তাঁরাই আমার মক্কেলের গাড়িতে ধাক্কা মারেন।"

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পরে অন্য গাড়ি নিয়ে বাবলু প্রয়াগরাজের কুম্ভমেলা এবং সেখান থেকে বারাণসী যান। পরে শিলিগুড়ি হয়ে উত্তরপ্রদেশে গ্রামের বাড়িতে যান।

বিরল রোগের ওষুধ সচেতনতা, বলছেন ডাক্তারেরা

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল আলেখ্য। তার মতো আরও অনেকে উপস্থিত সেমিনার হলে। শুধু বয়সে-ভারে তাঁরা ওর থেকে অনেকটাই বড়। এই আট থেকে আশির সকলেই বিরল রোগ, অটোইমিউন স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত। ২৮ ফেব্রুয়ারি, 'বিরল রোগ দিবস' উপলক্ষে এই সংক্রান্ত একটি সমাবেশের আয়োজন করেছিল 'এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইমিউনোলজি অ্যান্ড রিউম্যাটোলজি'।

অটোইমিউন ডিসঅর্ডার হল এমন একটি শারীরিক-অবস্থা, যাতে মানবদেহে উপস্থিত নিজস্ব রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেম ভুলবশত শরীরের সুস্থ কোষগুলির ক্ষতি করে। বিষয়টা এমন: ইমিউন সিস্টেমের কাজ, বাইরে থেকে কোনও জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে তা নিঃশেষ করা। কিন্তু অটোইমিউন ডিসঅর্ডারে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা ভুল করে নিজের দেহেরই অংশকে (হাড় থেকে চামড়া, যা কিছু হতে পারে) 'বিপদ' বলে চিহ্নিত করে ও হামলা চালায়। এই পরিস্থিতিতে ইমিউন সিস্টেম কিছু অ্যান্টিবডি (প্রোটিন) তৈরি করে, যা দেহের সুস্থ কোষগুলিকে আক্রমণ করে।

সাত বছরের আলেখ্য 'জুভেনাইল ইডিয়োপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস'-এ আক্রান্ত। শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা চিত্রলেখা জানালেন, ২০২০ সালে ছেলের যখন মাত্র দু'বছর, আচমকাই এক দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন, তাঁর শিশু-সন্তানের পায়ের গোড়ালি আর হাতের কব্জি ফুলে গিয়েছে। রক্তপরীক্ষায় ধরা পড়ে, আরএইচ ফ্যাক্টর পজ়িটিভ। যথাযথ চিকিৎসায় এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আলেখ্যর অসুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রিউম্যাটোলজিস্ট অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "রোগ যত দ্রুত ধরা পড়বে, তত বেশি তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।"

ইন্দ্রাণীর আবার রোগ ধরা পড়তেই অনেকটা সময় লেগে গিয়েছিল। শিশু অবস্থায় তার গায়ের বিভিন্ন জায়গায় অস্বাভাবিক রকমের ফুলে যাওয়াকে স্রেফ অ্যালার্জি বলে ধরে নিয়েছিলেন ডাক্তারেরা। ইন্দ্রাণীর বাবা জানান, বেশ কয়েক বছর পরে ধরা পড়ে মেয়ের শরীরে একটি প্রোটিন অস্বাভাবিক ভাবে তৈরি হচ্ছে। অ্যালার্জির মতো দেখতে হলেও রোগটি 'হেরিডিটারি অ্যাঞ্জিয়োইডিমা'।

এ দিনের সমাবেশের কনিষ্ঠতম সদস্য ছিল দু'বছরের স্নিগ্ধা সাহা। পাঁচ মাস বয়স থেকে বারবার জ্বর, সর্দিকাশি হত তার। কান থেকে পুঁজ বেরোত। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বাবা বললেন, "সাইক্লিক নিউট্রোপেনিয়া হয়েছিল। এখন ও ভাল আছে।" চিকিৎসকেরা জানান, এ অসুখে নিউট্রোফিল কমে গিয়ে শরীরে বারবার সংক্রমণ ঘটতে শুরু করে। ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

পেডিয়াট্রিক রিউম্যাটোলজিস্ট সঞ্জীব মণ্ডলের বক্তব্য, অসুখ যখন বিরল, তখন তা রোগীর জন্য বিরল, আবার ডাক্তারের জন্যেও বিরল। ফলে অনেক সময় রোগনির্ণয় কঠিন হয়ে যায়। এই ধরনের অটোইমিউন ডিজ়িজ় সম্পর্কে সমাজে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। অর্ঘ্য এবং সঞ্জীব বারবার করে বলেন, যে কোনও সমস্যা যখন ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু কোনও কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা হল অটোইমিউন ডিজ়িজ়। সন্দেহ হলে ফেলে না রেখে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল ব্যারাকপুরের বাসিন্দা অয়ন। খুদে লড়ে চলেছে 'সিস্টেমিক লুপাস এরিথেম্যাটোসাস' (এসএলই)-এর বিরুদ্ধে। গুসকরার বাসিন্দা শ্রেয়সী আবার একই অসুখকে প্রায় 'জয়' করে ফেলেছেন। এ দিনের অনুষ্ঠানে বললেন, শরীরে জল জমতে দেখে কখনও মনে করা হয়েছিল লিভার সিরোসিস, কখন বলা হয়েছিল টিউবারকুলোসিস। চলেছিল বায়োপসি। শেষে বহু পরীক্ষার পরে ধরা পড়ে অটোইমিউন ডিসঅর্ডার। কিডনি থেকে প্রোটিন বেরিয়ে যাচ্ছে। রোগের নাম এসএলই। মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছেন শ্রেয়সী। নিরঞ্জন ফিরে এসেছেন আত্মহত্যার পথ থেকে। সঠিক চিকিৎসায় অ্যাঙ্কাইলোসিং স্পনডেলাইটিসের সঙ্গে তিরিশ বছর ধরে চলা যুদ্ধে জয়ী তিনিও। জানালেন, কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। হতাশায় ডুবে গিয়েছিলেন।

রিউম্যাটোলজিস্ট সৌরভ প্রধান বলেন, "সচেতনতা যত বাড়বে, দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হবে।" এ দিনের সমাবেশে ছিলেন চিকিৎসক পার্থজিৎ দাস, চিকিৎসক প্রদ্যুৎ সিনহা মহাপাত্র এবং চিকিৎসক অনিন্দ্য কিশোর মজুমদার। সকলেরই বক্তব্য, কলকাতা শহরে তা-ও কিছুটা সচেতনতা রয়েছে। কিন্তু গ্রামেগঞ্জে অনেক সময়েই দেখা যায়, মানুষ প্রায় বিনা চিকিৎসায় রয়েছেন।

(কিছু রোগীর নাম পরিবর্তিত)

চুপ কাকু, জামিনের আর্জি অসুস্থ পার্থের

নিজস্ব সংবাদদাতা

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে নীরব থাকলেন প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। সম্প্রতি প্রাথমিকের মামলায় আদালতে পেশ করা সিবিআইয়ের চতুর্থ সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়' নামে এক ব্যক্তির নাম রয়েছে। এবং তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বৃহস্পতিবার জানান, সিবিআই চার্জশিটে তাঁর নাম দিলেও বাবার নাম, ঠিকানা কিছুই দেয়নি। এই 'ভাববাচ্যে'র জন্য সিবিআইকে কটাক্ষও করেন তিনি। আর শুক্রবার বিচার ভবনের সিবিআই বিশেষ আদালতে ওই মামলার শুনানি ছিল। সংবাদমাধ্যমের তরফে সুজয়কৃষ্ণকে একাধিকবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু টুঁ শব্দটি করেননি তিনি।

এ দিন সুজয়কৃষ্ণের আইনজীবী সোমনাথ সান্যাল বলেন, "জামিনের শর্ত অনুযায়ী মামলা সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে সুজয়কৃষ্ণ মন্তব্য করতে পারবেন না।"

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র, প্রাক্তন শাসক দলের যুব নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরুণ হাজরা নামে এক মিডলম্যানের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছে সিবিআই। ওই চার্জশিটে শান্তনু, সুজয়কৃষ্ণ এবং আর এক অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষের বৈঠকের একটি 'অডিয়ো রেকর্ডিং' উদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবি করেছে সিবিআই। সিবিআইয়ের দাবি, তাতে সুজয়কৃষ্ণ ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'কে বলতে শোনা গিয়েছে যে, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫ কোটি টাকা দাবি করেছেন। সাংসদ অভিষেকের আইনজীবী সঞ্জয় বসু এক বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে কোনও তথ্যপ্রমাণ প্রতিষ্ঠিতই করেনি সিবিআই। শুধুমাত্র নাম ব্যবহার করেছে। এটি একটি ষড়যন্ত্র।

এ দিন ওই মামলার শুনানিতে সিবিআইয়ের তরফে অভিযুক্তদের চার্জশিট ও পেনড্রাইভে নথি দেওয়া হয়। ওই মামলায় জামিনে মুক্ত কুন্তল ঘোষ, নীলাদ্রি ঘোষ, কৌশিক মাজি আদালতে সশরীরে হাজির হয়েছিলেন। জামিনে মুক্ত তাপস মণ্ডল নামে আর এক অভিযুক্ত অসুস্থ বলে তাঁর আইনজীবী আদালতে হলফনামা জমা দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। জেল হেফাজতে থাকা শাসক দলের প্রাক্তন যুব নেতা শান্তনু বন্দোপাধ্যায়, প্রোমোটার অয়ন শীল এবং সন্তু গঙ্গোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন।

মামলার অন্যতম অভিযুক্ত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ দিন তিনি ভার্চুয়াল শুনানিতেও থাকতে পারেননি। বেসরকারি হাসপাতালে কিছু দিন চিকিৎসার পরে পার্থ প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ফিরে এসেছেন বলেই সূত্রের খবর। এ দিন পার্থের আইনজীবী বিপ্লব গোস্বামী বলেন, "আমার মক্কেল (পার্থ) নির্দোষ এবং এই মামলায় জড়িত নন। তিনি খুবই অসুস্থ। জেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর দু'টি পা ফুলে গিয়েছে। এবং কাঁধে একটি গুরুতর সমস্যা রয়েছে। কিডনি সংক্রান্ত সমস্যা এবং বার্ধক্যজনিত বেশ কিছু জটিল উপসর্গে আক্রান্ত তিনি। বেসরকারি হাসপাতালের তরফে দেওয়া পার্থের মেডিক্যাল রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। তাঁর জামিন মঞ্জুর করা হোক।" বেসরকারি হাসপাতালের মেডিক্যাল রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী। এ দিন চতুর্থ সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে অভিযুক্ত মিডলম্যান অরুণ হাজরাকে সশরীরে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৮ মার্চ।

গরম বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে মাটির কলসি, জালার চাহিদা। শুক্রবার কৃষ্ণনগরে। ছবি: সুদীপ ভট্টাচার্য

এক নজরে

চুঁচুড়ায় গুলিবিদ্ধ পুলিশকর্মী

আগামী ৩ মার্চ তাঁর বিয়ে। ‘ডিউটি’ শেষে শুক্রবার ছুটিতে বাড়ি ফেরার কথা ছিল। তার আগে এ দিন ভোরে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হলেন হিমাংশু মাজি নামে বছর ছাব্বিশের এক পুলিশকর্মী। নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে মাথায় গুলি চালিয়ে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে পুলিশের অনুমান। বাঁকুড়ার হিড়বাঁধের বড়আড়াল গ্রামের বাসিন্দা হিমাংশুকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। কী কারণে এই ঘটনা, তা নিয়ে ধন্দে পুলিশ ও হিমাংশুর পরিবার। হিমাংশু কনস্টেবল পদে চন্দননগর কমিশনারেটের চুঁচুড়া পুলিশ লাইনে কর্মরত। এক পুলিশকর্তা বলেন, “কেন এ রকম ঘটনা, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।”

ছাত্রীর দেহ

হস্টেলের ঘর থেকে ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হল। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার মলানদিঘির একটি বেসরকারি নার্সিং কলেজের হস্টেল থেকে সুপ্রিয়া কোটালকে (২৩) অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে জানা যায়, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সুপ্রিয়ার বাড়ি পাণ্ডবেশ্বরের উপরপাড়ায়। আত্মীয় পাপাই রক্ষিতের দাবি, “বাড়িতে কোনও অশান্তি হয়নি। বাবা-মায়ের এক মেয়ে সুপ্রিয়া। শুধু বলেছে, পরীক্ষায় ফেল করেছি। তবে কী কারণে মৃত্যু, আমরা বুঝতে পারছি না।”

‘লঘু’ অভিযোগ

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ‘লঘু’ করে দেখানোর অভিযোগ উঠেছে বীরভূমের একটি থানার ওসি-র বিরুদ্ধে। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, পুলিশ ঘটনাটিকে লঘু করে দেখানোর কারণেই পকসো আদালত থেকে জামিন পেয়েছে অভিযুক্ত তিন নাবালক। ওই নাবালিকার বাবার দাবি, তাঁরা জেলার পুলিশ সুপারের কাছে ওই ওসি-র বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন। পকসো কোর্টের সরকারি আইনজীবীর দাবি, অভিযোগ ‘ভিত্তিহীন’। পুলিশ সুপার আমনদীপ জানিয়েছেন, অভিযোগের তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে।

স্ট্র্যাকো প্রত্যাহার

রাজ্যের পাঁচ জেলা থেকে ১৫টি স্ট্র্যাকো শিবির প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। এর মধ্যে রয়েছে জঙ্গলমহলের চারটি জেলার (ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া) ১৪টি শিবির। দার্জিলিং পুলিশ লাইনের স্ট্র্যাকো শিবিরটিও প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। স্ট্র্যাকো ব্যাটালিয়নগুলিকে নিয়ে রাজ্য পুলিশের একটি নতুন র‌্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স তৈরি করা হবে। তবে জঙ্গলমহলের গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাকো শিবিরগুলি কাউন্টার ইনসার্জেন্সি ফোর্সের (সিআইএফ) শিবির হবে।

‘সুরক্ষিত’ জঙ্গল

বাঘেদের নিরাপদ বিচরণ বাড়ায় পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের রাইকা পাহাড়ের জঙ্গলকে বন্যপ্রাণের জন্য ‘সুরক্ষিত’ ঘোষণার কথা ভাবছে রাজ্য বন দফতর। শুক্রবার বান্দোয়ানের কুইলাপালে রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপাল দেবল রায়ের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বনমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা বলেন, “বন্যপ্রাণ সুরক্ষিত রাখতে পরিকাঠামো কী ভাবে ধাপে ধাপে আরও বাড়ানো যায়, দেখা হবে।” সুরক্ষিত ভাবে বাঘিনি জিনতকে ধরার কাজে যুক্তদের এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর সই করা শংসাপত্রও দেওয়া হয়।

■ এক পাশে পশ্চিম মেদিনীপুরের ভসরাঘাট। অন্য পাশে ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম। মাঝে সুবর্ণরেখার অবস্থা এখন এমনই। ছবি: কিংশুক আইচ

কর্মশ্রী চালু, তবুও ‘কর্মহীন’ হয়ে রয়েছেন অনেক জবকার্ড প্রাপক

সুরজিৎ সিংহ

‘কর্মশ্রী’ প্রকল্পে জবকার্ড প্রাপকদের একটা বড় অংশকে এ বারও কাজ দেওয়া গেল না। নবান্ন সূত্রের খবর, গত বছরের তুলনায় এ বার কাজ পাওয়া জবকার্ড প্রাপকের সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু তাতেও রাজ্যের মোট জবকার্ড প্রাপকের মধ্যে ২৬ শতাংশ শ্রমিককে কাজ দেওয়া গিয়েছে। চারটি জেলায় বছরে গড়ে ৫০ দিন কাজও দেওয়া যায়নি। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, “যেখানে সংখ্যাটা কম, সেখানে কী ভাবে আরও কাজ দেওয়া যায়, আলাদা ভাবে দেখব। ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পেও বহু জবকার্ড প্রাপক কাজ পাচ্ছেন। অর্থবর্ষ শেষ হতে এক মাস আছে। সংখ্যাটা বাড়বে।”

কেন্দ্রীয় সরকার একশো দিনের কাজ প্রকল্পে বরাদ্দ বন্ধ রাখায় ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে জবকার্ড প্রাপকদের সরকারি প্রকল্পে কাজ দিতে নির্দেশ দেয় রাজ্য। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে জন্য আলাদা ভাবে ‘কর্মশ্রী’ প্রকল্প চালু করেন। ঘোষণা করেন, এই প্রকল্পে জবকার্ডধারীদের বছরে ৫০ দিন কাজ দেওয়া হবে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, সেচ, পূর্ত, জনস্বাস্থ্য কারিগরি-সহ প্রায় ৩০টি দফতরের কাজে ঠিকা সংস্থাগুলিকে জবকার্ড প্রাপকদের কাজ দিতে বলা হয়। কিন্তু অনেক ঠিকাসংস্থা তাঁদের কাজে নিতে গড়িমসি করে বলে অভিযোগ।

নবান্ন সূত্রের দাবি, ‘কর্মশ্রী’ প্রকল্পে গত অর্থবর্ষে ৬৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৫১ জনকে রাস্তা তৈরি, মাটি কাটা, বাঁধ তৈরির মতো কাজ দেওয়া হয়। এ বার ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ৬৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৫৯ জনকে কাজ দেওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ, গত অর্থবর্ষের তুলনায় এ বার ৫৪ হাজারের বেশি মানুষ কাজ পেয়েছেন। যদিও রাজ্যে নথিভুক্ত জবকার্ড প্রাপকের সংখ্যা আড়াই কোটির বেশি। অর্থাৎ, জবকার্ড প্রাপকদের মধ্যে ৭৪% শ্রমিককে এই প্রকল্পে কাজ দেওয়া যায়নি।

রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্তার দাবি, এ বার রাজ্যের ২২টি জেলায় এ পর্যন্ত গড়ে ৫৭ দিন কাজ দেওয়া গিয়েছে। ১২টি জেলা রাজ্যের গড়ের থেকে কম দিন কাজ দিতে পেরেছে। কর্মদিবস সৃষ্টিতে প্রথমে রয়েছে নদিয়া (গড়ে ৬৫ দিন), জলপাইগুড়ি (গড়ে ৬৪ দিন), উত্তর দিনাজপুর (গড়ে ৬৩ দিন)। উত্তরবঙ্গের অন্য চার জেলা দার্জিলিং (গড়ে ৩৪ দিন), কোচবিহার (গড়ে ৪৬ দিন), দক্ষিণ দিনাজপুর এবং কালিম্পংয়ে (গড়ে ৪৭ দিন) সব থেকে কম কর্মদিবস তৈরি হয়েছে। ওই প্রশাসনিক কর্তার দাবি, “কর্মদিবস তৈরিতে পিছিয়ে থাকা জেলাগুলিকে উঠেপড়ে লাগতে বলা হয়েছে।”

এই প্রকল্পে অন্যতম পিছিয়ে পড়া জেলা কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার) হিমাদ্রি সরকার বলেন, “শ্রমিকদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ দেওয়া হয় এখানে। হতে পারে, কাজের চাহিদা কম ছিল কোথাও। তবে সমস্ত দফতর ‘কর্মশ্রী’ প্রকল্প দেখছে।” তাঁর দাবি, “গত বার ৫৩ হাজার মানুষকে কাজ দেওয়া গিয়েছিল। এ বারে তিন গুণের বেশি বেড়ে এক লক্ষ ৭০ হাজার মানুষকে কাজ দেওয়া হয়েছে। আগামী ক’দিনে আরও বাড়বে।”

তথ্য সহায়তা: নমিতেশ ঘোষ

‘ভূতুড়ে’ ভোটার

▶ পৃঃ ১-এর পর

কাছে জানাতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলে বলেছিলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সচিব (সমবায় মন্ত্রকে) থাকার পরেও কী করে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে জ্ঞানেশের নিয়োগ হয়েছে। শুভেন্দু বলেছেন, “মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সাংবিধানিক পদ। তাঁর নিয়োগ বিশেষ কমিটি করে, যেখানে লোকসভার বিরোধী দলনেতাও থাকেন। সেই পদকে চ্যালেঞ্জ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।” তৃণমূলের কুণাল পাল্টা বলেন, “মহারাষ্ট্র আর দিল্লিতে যে জোচ্চুরি করেছিল, মমতাদি তা ধরে ফেলেছেন। শুভেন্দুরা বলুন, ভদ্রলোক শাহের দফতরে ছিলেন কি না!” সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী মনে করাচ্ছেন, “মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন আছে। কিন্তু সেটা তোলার নৈতিক অধিকার ওঁর নেই। এখানে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আস্থাভাজন আমলাদের রাজ্য নির্বাচন কমিশনে বসিয়ে কী ভাবে পঞ্চায়েত ও পুরভোট করিয়েছেন, সবাই ভুলে গিয়েছে?”

ভোটার তালিকা নিয়ে তৃণমূলের সংগঠন যে পথে নামছে, সে বার্তাও এ দিন শোনা গিয়েছে দলের নেতা-মন্ত্রীদের মুখে। রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, “আমাদের সংগঠনে বুথভিত্তিক যত কর্মী আছেন, দরজায়-দরজায় গিয়ে দ্রুত সমীক্ষা (স্ক্রুটিনি) শুরু করতে হবে। তাতে ভোটারের অস্তিত্ব না দেখা গেলে, তা চিহ্নিত করে কমিশনে জমা দিতে হবে। আমি কাল থেকে এই কাজটা শুরু করব।” সূত্রের খবর, ভোটার তালিকায় ‘কারচুপি’ কোথায় হচ্ছে, তা নিয়ে পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ সুপারদের সতর্ক থাকার জন্যও বার্তা পাঠিয়েছে নবান্ন।

‘ভূতুড়ে’ ভোটারের দায় যে রাজ্য তথা শাসক দল ঝেড়ে ফেলতে পারে না, সেই প্রশ্নে সরব হয়েছে সিপিএম এবং কংগ্রেসও। সিপিএমের সুজনের মন্তব্য, “ভূতুড়ে ভোটারেই মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিন্ত থাকেন। এখন কি ভরসা কমছে? প্রায় প্রতি বুথেই ৩০-৪০ জন করে মৃত এবং ৪০-৫০ জন অজানা, ভূতুড়ে ভোটার। অথচ ২৫-৩০ জন করে প্রকৃত ভোটার বাদ। জেলাশাসক, বিডিও-রাই তো তালিকা বানান। তাঁদের কৈফিয়ত নিন আগে।” কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীর চৌধুরীর দাবি, “নির্বাচনের আগে তৃণমূল, তার উপদেষ্টা সংস্থা চিহ্নিত করে, কোথায় কোথায় কোন ভোটার মারা গিয়েছেন। তার পরে সেই ভোটগুলো দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দোষারোপ-পাল্টা দোষারোপ না করে, বৈধ ভোটার যাতে ভোট দেওয়ার সুযোগ পান এবং অবৈধ ভোটারদের নাম বাদ যায়, সেই দাবি জানাচ্ছি।”

প্রস্তুতি ডেঙ্গি মোকাবিলায়, নবান্নে বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা

ডেঙ্গি পরিস্থিতির মোকাবিলায় এখন থেকেই কাজ শুরুর নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। শুক্রবার নবান্নে মুখ্যসচিবের পৌরহিত্যে একটি বৈঠক হয়। সূত্রের দাবি, পরিচ্ছন্নতা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা—এই দুই ভাগে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সর্বস্তরের আধিকারিকদের।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, পুরসভা ও পঞ্চায়েত এলাকায় পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার ভার দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে। তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রচার করতে হবে। যে এলাকাগুলিতে অতীতে ডেঙ্গি বেশি ছিল, সেখানে বাড়তি জোর দিতে বলা হয়েছে। ‘মাইক্রো-প্ল্যান’ তৈরি ছাড়াও চিহ্নিত এলাকাগুলিতে মশা নিধন এবং ড্রোনে নজরদারির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ স্তর থেকে। সরকারি, আধা সরকারি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকাগুলি যাতে জল এবং আবর্জনামুক্ত থাকে, সে ব্যাপারে বাড়তি নজর রাখবে স্থানীয় প্রশাসন।

হাসপাতালগুলির চিকিৎসা পরিকাঠামো সংক্রান্ত খোঁজখবরও নিয়েছেন মুখ্যসচিব। সব জেলার হাসপাতালগুলিতে এমন রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে এখন থেকেই কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। জেলা প্রশাসনগুলি ছাড়াও জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে হবে। গত কয়েক বছরে যে জেলাগুলিতে ডেঙ্গির সংখ্যা তুলনায় বেশি ছিল, সেই জেলাগুলিকে এখন থেকেই সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন।

‘ডেয়ারডেভিল’ বাহিনী এ বার রাজ্য পুলিশেও

শিবাজী দে সরকার

কলকাতা পুলিশের ধাঁচে এ বার রাজ্য পুলিশ মোটরবাইক ডেয়ারডেভিল দল বানাতে চলেছে। সে জন্য প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে।

সূত্রের খবর, ডেয়ারডেভিল দলে কত জন সদস্য থাকবে তা ঠিক না হলেও ওই দলে যোগ দিতে ইচ্ছুক পুলিশকর্মী থেকে অফিসারদের নাম জানতে চেয়ে বার্তা পাঠানো হয়েছে রাজ্য পুলিশের সব ইউনিট, জেলা পুলিশ এবং কমিশনারেটে।

সম্প্রতি ব্যারাকপুরের স্বামী বিবেকানন্দ স্টেট পুলিশ অ্যাকাডেমির আইজির তরফে পাঠানো ওই বার্তায় বলা হয়েছে যে সমস্ত পুলিশকর্মীর বয়স ত্রিশের নীচে, যাঁদের ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে এবং মোটরবাইকের খেলা দেখাতে ইচ্ছুক, তাঁরাই আবেদন করতে পারবেন দলটির সদস্য হতে।

আবেদন করতে হবে ইউনিট হেড বা জেলা পুলিশ সুপার বা পুলিশ কমিশনারেটের নগরপালের কাছে। আগামী ৭ মার্চের মধ্যে ইচ্ছুকদের নামের তালিকা পাঠাতে বলা হয়েছে। তার পরেই সেই তালিকা থেকে ওই ডেয়ারডেভিল দলের সদস্যদের বেছে নেওয়া হবে প্রশিক্ষণের জন্য।

রাজ্য পুলিশের এক কর্তা জানান, আগামী স্বাধীনতা দিবসের আগেই দলটি তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। দল তৈরি হয়ে গেলে তার প্রদর্শনী করার কথা রয়েছে স্বাধীনতা দিবস এবং প্রজাতন্ত্র দিবসের মতো অনুষ্ঠানে। উল্লেখ্য, বর্তমানে রেড রোডে স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে কলকাতা পুলিশের ডেয়ারডেভিল বাহিনী মোটরবাইকের বিভিন্ন কসরত প্রদর্শন করে। কলকাতা পুলিশ ছাড়া সেনা বাহিনীতে রয়েছে এই বাহিনী। হাতেগোনা কিছু রাজ্যেও এমন বাহিনীর আছে। বর্তমানে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার কলকাতা পুলিশের নগরপাল থাকার সময়ে মোটরবাইক প্রদর্শনীর জন্য ওই বাহিনী তৈরি করেছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, স্বাধীনতা দিবস এবং প্রজাতন্ত্র দিবসের মতো অনুষ্ঠানে মোটরবাইক চালকদের এই টিম চলন্ত মোটরবাইকে সর্বোচ্চ মানুষের পিরামিড তৈরি করে। এ ছাড়াও চলন্ত মোটরবাইকে বিভিন্ন ধরনের সাহসী খেলা দেখানো হয়ে থাকে।

জগন্নাথ মন্দির দেখতে দিঘায়

দিঘা: পূর্ব মেদিনীপুরের সৈকত শহরে নির্মিয়মাণ জগন্নাথ মন্দির শুক্রবার ঘুরে দেখেন মন্দির পরিচালনার জন্য গঠিত ট্রাস্ট কমিটির অন্যতম সদস্য তথা পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের প্রধান রাজেশ দয়িতাপতি। পরে তাঁর উপস্থিতিতে মন্দিরের সাইট অফিসে ট্রাস্ট কমিটি এবং হিডকোর ইঞ্জিনিয়ারদের বৈঠক হয়। সেখানে স্থানীয় বিধায়ক অখিল গিরি এবং পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজিও ছিলেন। জগন্নাথ ধাম এবং প্রস্তাবিত মাসির বাড়ির কাজ দেখে পুরীর প্রধান দয়িতাপতি সন্তুষ্ট বলে জানা গিয়েছে। মুখ্য সচিব মনোজ কুমার পন্থকে মাথায় রেখে মন্দির পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। মন্দির পরিচালনার পদ্ধতি নিয়ে ট্রাস্ট কমিটিতে একাধিক প্রস্তাব উঠে এসেছে। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরে মন্দিরের আনুষঙ্গিক কাজকর্ম পালনের রূপরেখা ঠিক করে দেন প্রধান দয়িতাপতি। পরে ওল্ড দিঘায় জগন্নাথ দেবের পুরনো মন্দির ঘুরে দেখেন তিনি। ওই মন্দিরে মাসির বাড়ি হচ্ছে। প্রস্তাবিত মাসির বাড়ির সামনে পার্কের জমিতে রথ রাখা হবে, জানানো হয় তাঁকে।

নিজস্ব সংবাদদাতা

বিভিন্ন জেলায় কিসান মোর্চার পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা

আলু-সহ বিভিন্ন ফসলের ন্যায্য মূল্য, আলুর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ১৩০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল করার মতো বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে শুক্রবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পথ অবরোধ করল সংযুক্ত কিসান মোর্চা। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া-সহ বিভিন্ন জেলায় মোর্চার নেতৃত্বে পথে নেমেছিলেন চাষিরা। সংগঠনের তরফে অমল হালদার, কার্তিক পালদের দাবি, কৃষি মজুরদের ২০০ দিন কাজ, ৬০০ টাকা মজুরি করতে হবে।

রাজ্য আলুর সহায়ক মূল্য যে কুইন্টাল প্রতি ৯০০ টাকা ধার্য করেছে, তা পর্যাপ্ত নয় বলে দাবি কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনগুলির। নেতৃত্বের বক্তব্য, সার, বীজের মতো কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে আলুর উৎপাদন করেছেন চাষিরা। ফলে, ন্যূনতম দর ১৩০০ টাকা হওয়া উচিত। এর সঙ্গেই কেন্দ্রের নতুন কৃষি বিপণন নীতি (এনপিএফএএম) কার্যকর না করার বিষয়ে রাজ্য যাতে বিধানসভায় সিদ্ধান্ত নেয়, সেই দাবি জানানো হয়।

■ রাস্তায় আলু ছড়িয়ে বিক্ষোভ। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় শুক্রবার। ছবি: মফিদুল ইসলাম

প্রেমিকা খুন, অভিযুক্ত ধৃত

মুম্বই, ২৮ ফেব্রুয়ারি: প্রেমিকাকে খুনের অভিযোগে মহারাষ্ট্রের পালঘর থেকে অমিত সিংহ (২৭) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের কুশীনগরের বাসিন্দা প্রিয়া সিংহের (২৫) সঙ্গে অমিতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জেরায় অমিত জানায়, প্রিয়া প্রায়ই বিয়ের জন্য তাকে চাপ দিতেন। গত ২৫ ডিসেম্বর রাজস্থানের কামান শহরের একটি হোটেলে প্রিয়াকে ডেকে পাঠায় অমিত। সেখানেই তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। দেহ একটি নালায় ফেলে দিয়ে পালায় অমিত। এ দিকে মেয়ে বাড়ি না ফেরায় থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন তরুণীর বাবা-মা। সম্প্রতি উদ্ধার হয় প্রিয়ার দেহ। এর পরেই অমিতের খোঁজে নামেন তদন্তকারীরা।

সংবাদ সংস্থা

ভোটে বিজেপির প্রস্তুতি দেখতে বঙ্গ সফর শাহের

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি: মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গ সফরে যেতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সূত্রের মতে, এ যাত্রায় পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। সামনেই পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিতে রাজ্য সভাপতি নির্বাচন। সেই আবহে অমিত শাহের রাজ্য সফর তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে বলেই মনে করছেন রাজনীতিকেরা।

চলতি বছরের শেষে বিহারে এবং আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপি সূত্রের মতে, নির্বাচনের রণকৌশল ঠিক করতেই বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ সফরের পরিকল্পনা রয়েছে শাহের। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের দিন এনডিএ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে জেতার লক্ষ্যে এনডিএ নেতৃত্বকে এক যোগে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরামর্শ দেন। আগামী বছর রাজ্যে নির্বাচন হলেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলছেন, এখন থেকেই যাতে প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া যায়, তা নিশ্চিত করতেই শাহ পশ্চিমবঙ্গে যাওয়া স্থির করেছেন। রাজ্যে দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতেই মূলত ওই সফর। তৃণমূল স্তরে দল কতটা শক্তিশালী, তা বুঝে নেওয়াই ওই সফরের লক্ষ্য।

আগামী ১০ মার্চ থেকে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হতে চলেছে। ফলে কবে অমিত শাহ রাজ্য সফরে যাচ্ছেন, তা এখনও স্থির হয়নি। বিজেপির একটি সূত্রের মতে, সম্ভবত দোল উৎসবের পরেই রাজ্যে যেতে পারেন শাহ। কারণ তত দিনে রাজ্য বিজেপি সভাপতি বাছার কাজও শেষ হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে নতুন রাজ্য সভাপতির সঙ্গে বৈঠক করে আগামী দিনে দলের রণকৌশল কী হবে, তার রূপরেখা ঠিক করে দেওয়ার সুযোগ পাবেন শাহ। কারণ নতুন যিনি রাজ্য সভাপতি হবেন, তাঁর নেতৃত্বেই আগামী বছর বিধানসভা ভোটের লড়াইয়ে নামতে চলেছে বিজেপি।

প্রশ্ন হল, রাজ্য বিজেপি সভাপতি কে হতে চলেছেন? বর্তমান রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার গোষ্ঠীর পছন্দের প্রার্থী হলেন সাংসদ জ্যোতির্ময় মাহাতো। বিজেপির একটি সূত্রের মতে, লড়াইয়ে রয়েছেন খোদ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু শুভেন্দুর ক্ষেত্রে সমস্যা হল, তিনি আরএসএসের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠেননি। ফলে তাঁর নামে আপত্তি থাকতে পারে আরএসএসের। একটি সূত্রের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে আরএসএসের পছন্দের লোক হলেন রাজ্যসভা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। কিন্তু দিলীপের নামে আবার আপত্তি রয়েছে সুকান্ত-শুভেন্দু উভয় গোষ্ঠীর। এই আবহে কালো ঘোড়া হতে পারেন দলের সাংগঠনিক নেতা হিসাবে পরিচিত সুব্রত চট্টোপাধ্যায়। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপিকে ১৮টি আসন পাইয়ে দেওয়ার অন্যতম কারিগর ছিলেন সুব্রত। বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্য সভাপতি পদে এমন কাউকে বসাতে চাইছেন, যাঁর সব শিবিরে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। সর্বোপরি সুব্রত আরএসএস থেকেই বিজেপিতে এসেছিলেন। সূত্রের মতে, তাই সুব্রতকে সভাপতি করা হলে আরএসএসের সমর্থন পেতে সমস্যা হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

নির্বাচনের আগে হিন্দুত্বে শাণ দিতে সমন্বয়ে সঙ্ঘ

নিজস্ব সংবাদদাতা

লক্ষ্য ২০২৬। তার আগে রাজ্য জুড়ে হিন্দুত্বের বাতাবরণকে পোক্ত করতে দু’দিনের সমন্বয় বৈঠকে বসতে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)। উপস্থিত থাকার কথা সঙ্ঘের সর্বভারতীয় স্তরের দুই নেতার। তবে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ওড়িশা, আন্দামান ও নিকোবর এবং সিকিম থেকেও প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন এই বৈঠকে।

সঙ্ঘ সূত্রের খবর, আজ, শনি ও কাল, রবিবার হাওড়ার উলুবেড়িয়ার তাঁতিবেড়িয়ায় পূর্ব ক্ষেত্র সমন্বয় বৈঠক হতে চলেছে। বৈঠকে ডাক পড়েছে সমমনোভাবাপন্ন ৫৭টি সংগঠনের। এর মধ্যে আছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, বিদ্যা ভারতীর মতো সংগঠনগুলি। বিজেপি রাজনৈতিক দল হলেও তার সদস্য হয়েও যাঁরা সঙ্ঘের কাজ করেন, অতীতে করেছেন বা ভবিষ্যতে করার সুযোগ রয়েছে, তাঁদেরও ডাকা হয়েছে।

আপাত ভাবে বৈঠকটি স্বাভাবিক সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার অংশ মনে হলেও এর রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক শিবিরের একাংশ। পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ‘ইতিবাচক’ ফলের জন্য হিন্দু ভোটকে যে এককাট্টা করতে হবে, তা প্রকাশ্যেই বলছেন বিজেপি শীর্ষ নেতারা। সেই দিকে নজর রেখে হিন্দুত্বের বাতাবরণ তৈরির চেষ্টাই করছে বিজেপি। বাংলাদেশের ঘটনার পরে সেই উদ্যম বেড়েছে। বিজেপি নেতৃত্ব, বিশেষ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিয়ম করে হিন্দুত্বের পক্ষে আগ্রাসী ব্যাটিং করছেন। সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে কিছু ঘটনায় সেই প্রচারের পালে হাওয়া লেগেছে। তাকে কাজে লাগিয়ে কী করে বিধানসভা নির্বাচনে ভাল ফল করা যায়, সেই পরিকল্পনা এই বৈঠকে আলোচনা হতে পারে বলে বিজেপির একাংশের দাবি।

সম্প্রতি প্রায় ১১ দিন রাজ্যে কাটিয়ে গিয়েছেন সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবত। তাঁর সফরের অব্যবহিত পরেই এই সমন্বয় বৈঠক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। সমন্বয় বৈঠকে ডাক পাওয়া হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির ধর্মীয় ও সামাজিক নানা কাজকর্মকে কী ভাবে হিন্দুত্বের রাজনীতির পক্ষে ‘ইতিবাচক’ ভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে, বৈঠকে সেই নীল নকশা তৈরি হতে পারে বলেও সূত্রের খবর। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি ও সঙ্ঘের বোঝাপড়া যাতে ঠিক থাকে, সে দিকও নজর রাখার চেষ্টা হতে পারে।

‘নব্য ফ্যাসিবাদে’র বিপদ, বার্তা কারাটদের

সন্দীপন চক্রবর্তী

বাংলায় শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের পাশাপাশি বিজেপি-বিরোধিতার সুর তীব্র করার ডাক দিয়েছে সিপিএম। রাজ্যের সঙ্গে জাতীয় স্তরেও আরএসএস-বিজেপির মোকাবিলায় বাড়তি গুরুত্ব দিয়েই এ বার পার্টি কংগ্রেসে যাচ্ছে তারা। মাদুরাইয়ে দলের আসন্ন ২৪তম পার্টি কংগ্রেসের জন্য খসড়া রাজনৈতিক প্রতিবেদনে আরএসএস-বিজেপির কাজকর্মকে ‘নব্য ফ্যাসিবাদী’ আখ্যা দিয়েছে সিপিএম। কেন এ কথা বলা, তার ব্যাখ্যাও তৈরি হয়েছে দলে তরফে। ডানকুনিতে সদ্যসমাপ্ত রাজ্য সম্মেলনে এই বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন সিপিএমের পলিটব্যুরোর কো-অর্ডিনেটর প্রকাশ কারাটও।

পার্টি কংগ্রেসের খসড়া রাজনৈতিক প্রতিবেদনে কেন ‘নব্য ফ্যাসিবাদে’র কথা বলা হচ্ছে, সেই সম্পর্কে তিন পাতার একটি ‘নোট’ দলের সব রাজ্য কমিটির কাছে পাঠিয়েছে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটি। পার্টি কংগ্রেসের আগে রাজ্য সম্মেলনের অবসরে দলের অন্দরে এই বিষয়ে মনোভাব পরিষ্কার করে দেওয়ার লক্ষ্যেই এমন উদ্যোগ। সূত্রের খবর, কলকাতার নিউ টাউনে গত জানুয়ারিতে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে যখন পার্টি কংগ্রেসের খসড়া রাজনৈতিক প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার আলোচনা হয়েছিল, তখনই দলের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন ‘নব্য ফ্যাসিবাদ’ নিয়ে। কারাট সেই বৈঠকে জানিয়েছিলেন, প্রতিবেদনে কেন তাঁরা এই কথা বলছেন, তা আলাদা করে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হবে। সেই মতোই ‘নোট’ তৈরি হয়েছে। সেখানে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, সিপিআইয়ের ‘ফ্যাসিবাদী’ বা সিপিআই (এম-এল) লিবারেশনের ‘ভারতীয় ফ্যাসিবাদে’র তত্ত্বের চেয়ে সিপিএমের বক্তব্য পৃথক।

কারাটদের এই উদ্যোগের কথা জেনে তৃণমূল তাদের সমাজমাধ্যম শাখার মাধ্যমে আক্রমণে নেমেছে, আরএসএস-বিজেপিকে ‘ফ্যাসিবাদী’ বলতে নারাজ সিপিএম! এতেই দু’পক্ষের ‘আঁতাঁত’ স্পষ্ট! সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক ও পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম বলেন, “আমরা নারাজ কোথায়? বরং, এক ধাপ এগোলাম। আগে আধিপত্যবাদী, স্বৈরাচারী শাসনের কথা বলেছি। দেশে যা চলছে, তার প্রেক্ষিতে এখন নয়া ফ্যাসিবাদী চরিত্রের কথা বলছি। নিজেদের রাজনৈতিক বোধ, মতাদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ধরেই কমিউনিস্ট পার্টি বিচার-বিশ্লেষণ করে।”

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির ওই ‘নোটে’ বলা হয়েছে, এর আগে ২২তম পার্টি কংগ্রেসে ‘উদীয়মান ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্য’ এবং ২৩তম পার্টি কংগ্রেসে ‘মোদী সরকার আরএসএসের ফ্যাসিবাদী পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে’ বলা হয়েছিল। এ বার ‘নব্য ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্যে’র কথা বলা হয়েছে। ‘নোট’ অনুযায়ী: ‘আমরা মোদী সরকারকে ফ্যাসিবাদী বা নব্য ফ্যাসিবাদী বলছি না। বা ভারতকেও নব্য ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র বলছি না। আমরা দেখাতে চাইছি, আরএসএসের রাজনৈতিক শাখা বিজেপির ১০ বছরের শাসনের পরে রাজনৈতিক যাবতীয় ক্ষমতা তাদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং তাতে নব্য ফ্যাসিবাদী লক্ষণ ফুটে উঠছে’।

সূত্রের খবর, এই ‘নোটে’র সূত্র ধরে কিছু উদাহরণ তুলে ধরে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলনে বিষয়টির আরও ব্যাখ্যা দেন কারাট। সেখানে তিনি বলেছেন, ‘এটা নতুন ধরনের ফ্যাসিবাদ, যেটা অতীতের ফ্যাসিবাদজাত হলেও যান্ত্রিক ভাবে এদের তুলনা চলে না। অতীতের ফ্যাসিবাদ ক্ষমতা দখলের পরে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে খতম করে দিয়েছিল। নয়া ফ্যাসিবাদীরা নির্বাচনে জিতে বলে আমরা সংসদ বা নির্বাচনও বজায় রাখব, কারণ তারা জানে যে, একুশ শতকে বৈধতা পেতে গেলে নির্বাচন জরুরি। আমরা তাই বলছি, শাসক গোষ্ঠীর পরিচালনার ধাঁচটা নয়া ফ্যাসিবাদী’। তাঁর আরও বক্তব্য, ‘তারা নির্বাচন কমিশন, আইন-আদালতের উপরে নিয়ন্ত্রণ চাইছে, বিরোধীদের ভয় দেখাচ্ছে। বৃহত্তর ঐক্য গড়ে যদি এই প্রবণতাকে রুখতে না পারি, তবে নয়া ফ্যাসিবাদ আমাদের দেশে কায়েম হবে’। গত লোকসভা ভোটে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না-পেয়ে এনডিএ শরিকদের উপরে নির্ভরশীল হওয়ায় অনেকে মনে করেছিলেন এমন ঘটনা কম ঘটবে কিন্তু বাস্তবে এনডিএ শরিকদের সেই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনওটাই নেই—তা-ও উল্লেখ করেছেন কারাট।

নিয়ে আসুন পুরানো জিনিস → পান এক্সচেঞ্জ কুপন → পান অতিরিক্ত ডিসকাউন্ট

লুজ মিনিকেট পপুলার / বিরিয়ানি বাসমতি রাইস 1 kg
বাজার মূল্য ₹50 / ₹90
স্মার্ট প্রাইস ₹45 / ₹85
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹40.50/ ₹76.50

লুজ চিনি M 1 kg
বাজার মূল্য ₹55
স্মার্ট প্রাইস ₹47.50

লুজ মুসুর সোনা / মুগ ডাল 1 kg
বাজার মূল্য ₹108 / ₹120
স্মার্ট প্রাইস ₹103 / ₹115
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹92.70/ ₹103.50

সাফোলা গোল্ড অয়েল 3 L + ইন্ডিয়া গেট রোজানা বাসমতি রাইস 5 kg
কম্বাইন্ড এমআরপি ₹1255
স্মার্ট প্রাইস ₹799

বেসন / সুজি / ময়দা 500 g / 1 kg
50% ছাড়
এমআরপি ₹58 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹29 থেকে শুরু
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹26.10 থেকে শুরু

ডালডা রিফাইন্ড সান্ফ্লাওয়ার / গুড লাইফ কাচ্চি ঘানি মাস্টার্ড অয়েল 1 L
এমআরপি ₹158 / ₹190
স্মার্ট প্রাইস ₹142/ ₹147

গুড লাইফ আরাবিয়ান / ডেট ক্রাউন প্রিমিয়াম ফার্ড ডেটস্ 500 g
এমআরপি ₹219 / ₹315
স্মার্ট প্রাইস ₹89 / ₹189
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹80.10/ ₹170.10

গুড লাইফ আমন্ড / কাজু (W320) 500 g
এমআরপি ₹620 / ₹725
স্মার্ট প্রাইস ₹429 / ₹465
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹386.10/ ₹418.50

বিস্কুট লার্জ প্যাক / রাস্ক 230 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
33% ছাড়
এমআরপি ₹125 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹84 থেকে শুরু
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹76 থেকে শুরু

টাটা গোল্ড টী 500 g
এমআরপি ₹280 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹240 থেকে শুরু
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹216 থেকে শুরু

ম্যাগী 2 মিনিট মশালা ন্যুডলস্ 832 g থেকে শুরু
এমআরপি ₹160 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹130 থেকে শুরু
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹117 থেকে শুরু

হামদর্দ রুহআফজা শরবত 750 ml
এমআরপি ₹180 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹160 থেকে শুরু
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹144 থেকে শুরু

কোকা-কোলা / স্প্রাইট / ফেন্টা / থামস্ আপ / লিমকা 750 ml (নির্বাচিত সম্ভার)
25% ছাড়
এমআরপি ₹45 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹34 থেকে শুরু
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹31 থেকে শুরু

টুথপেস্ট 300 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹244 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹164 থেকে শুরু
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹148 থেকে শুরু

সাবান 125 g থেকে শুরু (মাল্টি প্যাক) (নির্বাচিত সম্ভার)
33% ছাড়
এমআরপি ₹230 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹154 থেকে শুরু
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹139 থেকে শুরু

শ্যাম্পু 580 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹850 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹399 থেকে শুরু
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹360 থেকে শুরু

সোফি অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া স্যানিটারি প্যাডস্ XL+44S / 48 XL (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹475 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹315 থেকে শুরু
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹284 থেকে শুরু

টাইড 6 + 2 kg / সার্ফ এক্সেল ইজিওয়াশ পাউডার 7 kg (নির্বাচিত সম্ভার)
30% ছাড়
এমআরপি ₹985 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹690 থেকে শুরু
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹621 থেকে শুরু

LYF 3 বার্নার গ্লাস টপ গ্যাস স্টোভ
এমআরপি ₹5290
স্মার্ট প্রাইস ₹2199
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹1759

Pigeon স্টেনলেস স্টীল প্রেসার কুকার 3 L (ইনার লিড)
এমআরপি ₹2595
স্মার্ট প্রাইস ₹1399
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹1119

metalux হানিকম্ব নন স্টিক ট্রিপ্লি কুকওয়্যার (তাওয়া / কড়াই / ফ্রাই প্যান)
এমআরপি ₹2199 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹699
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹559

Raymond / TRIDENT ব্র্যান্ডেড বেডশিট
এমআরপি ₹1999 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹677 থেকে শুরু
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹542 থেকে শুরু

Raymond / TRIDENT বাথ টাওয়েল রেঞ্জ
এমআরপি ₹499 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹249 থেকে শুরু
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹199 থেকে শুরু

ব্র্যান্ডেড 3 পিস হার্ড ট্রলী সেট
এমআরপি ₹26000 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹4999 থেকে শুরু
এক্সচেঞ্জ প্রাইস ₹3999 থেকে শুরু

SMART SUPERSTORE

কলকাতা: ডিজাইপি রোড, বাগুইহাটি • সেক্টর III, সল্টলেক • শিয়ালদহ • সানসিটি মল, চাঁপাডালি মোড়, বারাসাত • 185 এমবি রোড, বিরাটি • লেক মল, রাসবিহারি এভিনিউ • দ্য মেট্রোপলিস মল, হাইল্যান্ড পার্ক • অরবিট মল, যাদবপুর • ডায়মন্ড প্লাজা মল, নাগেরবাজার • উডস্কোয়ার মল, নরেন্দ্রপুর • অবনি রিভারসাইড মল, হাওড়া • ডায়মন্ড হারবার রোড, খিদিরপুর • ঘোষ পাড়া রোড, ব্যারাকপুর • নিউ টাউন প্লাজা, ফায়ার স্টেশনের পাশে, অ্যাক্সিস মলের পিছনে • সাউথ প্ল্যানেক্স মল, পৈলান বাজারের কাছে • শ্রী রামপুর ঋষি বঙ্কিম সরণী, ধর্মতলা মোড় • শ্যামনগর: ঘোষ পাড়া রোড, সেন্ট অগাস্টাইন ডে স্কুলের কাছে • গড়িয়া ঢালাই ব্রিজ, রেমেডি হাসপাতালের কাছে • বেহালা সঞ্জীব পল্লী, প্যারিস পাড়ার কাছে • ওরাকেল রিয়েল মার্ক, নরেন্দ্রপুর, পি এস. সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি, এন এস সি বোস রোড • গ্রাউন্ড ফ্লোর, রোসডেল প্লাজা, রোসডেল গার্ডেন কমপ্লেক্স, নিউ টাউন • যশোর রোড, গঙ্গানগর (দঃ), মধ্যমগ্রাম • মহেশতলা গ্রিনফিল্ড সিটি, লিঙ্ক রোড, জয়শ্রী পার্ক • বসিরহাট: মৈত্র বাগান, কানাড়া ব্যাঙ্কের বিপরীতে, টাকি রোড

*নিয়ম এবং শর্তাবলী প্রযোজ্য। ... https://reliancesmartbazaar.com/UpdatedT&C.pdf ... 1800 891 0001 / 1800 102 7382 ... customerservice@ril.com

এক নজরে

সঙ্গীত উৎসবে প্রধানমন্ত্রী

সুফি সঙ্গীতের উৎসব 'জহান এ খুসরো' দেশবাসীর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লির সুন্দর নার্সারিতে সুফি সঙ্গীত, কাব্য ও নৃত্যের এই উৎসবে শুক্রবার উপস্থিত ছিলেন তিনি। তাঁর কথায়, ''এই উৎসবে ভারতের মাটির গন্ধ আছে।'' উৎসবের সময়ে 'টেহ' (দ্য এক্সপ্লোরেশন অব দ্য হ্যান্ডমেড) বাজারেও যান মোদী। ওই বাজারে বিভিন্ন জেলায় তৈরি হস্তশিল্প সামগ্রী বিক্রি হবে।

নজর শিবকুমারে

কংগ্রেসের ডি কে শিবকুমারকে মহারাষ্ট্রের শিবসেনার নেতা একনাথ শিন্দের মতো দলে কোণঠাসা করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন কর্নাটকের বিজেপি নেতা তথা সে রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আর অশোক। এই মন্তব্য শিবকুমারের কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানের জল্পনাকে আরও উস্কে দিয়েছে। সম্প্রতি ধর্মগুরু সদগুরুর সঙ্গে বৈঠকের পরেই শিবকুমারের দলবদলের জল্পনা তীব্র হয়। যদিও শিবকুমার শিবিরের দাবি, তাঁর দল বদল করার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

স্বাস্থ্যের হাল

২১টি মহল্লা ক্লিনিকে কোনও শৌচাগার নেই। ১৫টিতে বিদ্যুতের বিকল্প বন্দোবস্ত নেই। ১২টি মহল্লা ক্লিনিক বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের কথা ভেবে বানানো নয়। সরকারি হাসপাতালে যথেষ্ট শয্যা ও কর্মী নেই। গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচারের জন্য ৬ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। কোভিড অতিমারির সময়ে কেন্দ্রের দেওয়া ৭৮৭.৯১ কোটি টাকার মধ্যে তৎকালীন আপ সরকার খরচ করেছিল ৫৮২.৮৪ কোটি টাকা। রাজধানীর স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সম্পর্কে বিধানসভায় শুক্রবার জমা পড়া সিএজি রিপোর্টে এমনই বলা হয়েছে।

হামলার হুমকি

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীসের দফতরে হামলা চালানোর হুমকি এল। মুম্বই পুলিশের ওয়টস্যাপ নম্বরে ওই হুমকি বার্তা আসে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, হুমকিদাতার নম্বরটি পাকিস্তানের। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর এবং বাসভবনের নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়েছে। তদন্ত চলছে।

পরীক্ষামূলক দাহ

ভোপালে ইউনিয়ন কার্বাইডের কারখানার দশ টন বর্জ্য পরীক্ষামূলক ভাবে দাহ করার প্রক্রিয়া শুরু হল। মধ্যপ্রদেশের ধর জেলার পিথমপুরে শুক্রবার দুপুর ৩টে নাগাদ শুরু হওয়া ওই প্রক্রিয়া মিটতে ৭২ ঘণ্টার মতো লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই বর্জ্য নিষ্কাশন নিয়ে জটিলতা চলছিল। পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এ দিন থেকে বর্জ্য পোড়ানো শুরু হয়।

উদ্ধারে মধ্য রেল

তেলঙ্গানায় সুড়ঙ্গে আটকে থাকা আট জন শ্রমিককে উদ্ধারের অভিযানে যোগ দিল দক্ষিণ-মধ্য রেল। কঠিন ধাতু কাটার পরিকাঠামো নিয়ে এসেছে তারা। ধ্বংসস্তূপে থাকা লোহা এবং স্টিলের নির্মাণ-কাঠামো উদ্ধারের পথে বাধা হয়ে রয়েছে। সেগুলি সরাতে আনা হয়েছে রেলের বিশেষজ্ঞ দলকে।

মিথ্যা অভিযোগ

উত্তরপ্রদেশের গাজ়িয়াবাদে স্বামীর বিরুদ্ধে ধর্ষণ, গণধর্ষণ এবং অপহরণের অভিযোগ করেছিলেন এক মহিলা। সেই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় শুক্রবার তাঁকেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি বার বার বয়ান বদল করছিলেন বলে খবর পুলিশ সূত্রের।

স্মার্ট হয় কী ভাবে?

জল মহলের হ্রদের ক্ষতি করে জয়পুর কী ভাবে স্মার্ট সিটি হতে পারে, সেই প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্ট নগর নিগম জয়পুর হেরিটেজকে ভর্ৎসনা করল। বিচারপতি অভয় এস ওকে-র বেঞ্চ শুক্রবার জানিয়েছে, গাফিলতি এবং নিগমের বেআইনি কার্যকলাপের ফলে হ্রদটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

ধর্ষণ, আত্মঘাতী

ধর্ষণ ও তার জেরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিল রাজস্থানের দুঙ্গারপুর জেলার এক নাবালিকা। ১৪ বছরের ওই কিশোরী রাজু নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে সুইসাইড নোট লিখে যায়। বৃহস্পতিবার কিশোরীর বাড়ি থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে হয়।

বেআইনি অস্ত্র ফেরতের সময়সীমা বাড়ালেন ভল্লা

নিজস্ব সংবাদদাতা

গুয়াহাটি, ২৮ ফেব্রুয়ারি: মণিপুরে লুট হওয়া ও মজুত রাখা বেআইনি অস্ত্র ফেরত দেওয়ার সময়সীমা আরও এক সপ্তাহ বাড়ালেন রাজ্যপাল অজয়কুমার ভল্লা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগামিকাল মণিপুরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন। সেই বৈঠকে রাজ্যপাল ভল্লা ছাড়াও হাজির থাকবেন মণিপুরের নিরাপত্তা উপদেষ্টা কুলদীপ সিংহ, মুখ্যসচিব পি কে সিংহ, ডিজিপি রাজীব সিংহ ও বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর শীর্ষ কর্তারা।

বেআইনি অস্ত্র ফেরত দেওয়ার পর্ব চলার মধ্যেই, পূর্ব ইম্ফলের কাংবা মারু মন্দির লক্ষ করে পার্শ্ববর্তী পাহাড় থেকে সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিরা গুলি চালিয়েছে। পুলিশ জানায়, কাংবা মারু মন্দিরে শুক্রবার মেইতেইদের একটি অনুষ্ঠান ছিল। সেই সময়ে পাশের কুকি অধ্যুষিত কাংপোকপি জেলার ওয়াকান পাহাড় থেকে প্রায় ১০ রাউন্ড গুলি চালানো হয়। তবে গুলিতে কেউ হতাহত হয়নি। ঘটনার পরেই যৌথ বাহিনী ওই পাহাড়ে তল্লাশি চালিয়ে গুলিচালনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চার জনকে গ্রেফতার করে। গুলি চলার প্রতিবাদে আশেপাশের গ্রামগুলির ক্ষুব্ধ স্থানীয় মানুষ রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়।

রাষ্ট্রপতি শাসনাধীন মণিপুরের রাজ্যপাল ভল্লা লুণ্ঠিত ও অবৈধ অস্ত্র এবং গোলাবারুদ ফেরত দেওয়ার জন্য প্রদত্ত সময় আরও এক সপ্তাহ বাড়িয়েছেন। রাজ্যপাল জানিয়েছেন, উপত্যকা এবং পাহাড়, দু'তরফের বাসিন্দাদের অনুরোধের ভিত্তিতেই এই সময়সীমা ৬ মার্চ বিকেল ৪টে পর্যন্ত বাড়ানো হল। ভল্লা বলেন, "শান্তি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, আমাদের যুবসমাজের ভবিষ্যৎ রক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এটাই শেষ সুযোগ। যাদের কাছে এখনও লুট করা বা অবৈধ অস্ত্র আছে, তাদের সকলকে আমরা আবারও অনুরোধ করছি, তারা যেন এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেগুলো পুলিশকে জমা দেয়। তা হলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। সময় পার হলেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হবে।"

পুলিশ জানায়, ২০ ফেব্রুয়ারি রাজ্যপাল প্রথম বার অস্ত্র ফেরানোর আবেদন করার পর থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারি রাত পর্যন্ত ৬১০টিরও বেশি অস্ত্র জমা পড়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রচুর অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ, কামান, মর্টার, রকেট লঞ্চার। গত কাল ইম্ফলের মণিপুর রাইফেলস ঘাঁটিতে ২৪৬টি অস্ত্র জমা দিয়েছিল মেইতেই আরাম্বাই টেঙ্গল বাহিনী। পাশাপাশি বিভিন্ন জেলায় মেইতেইরা আরও ১০৯টি বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র জমা দিয়েছে।

আরাম্বাই টেঙ্গলের নেতারা অস্ত্র সমর্পণের পরে জানায়, কুকিদের জন্য পৃথক প্রশাসন কোনও ভাবেই হবে না। রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার শর্ত সরকার মেনে নেওয়ার পরেই তারা অস্ত্র জমা দিতে রাজি হয়েছে। রাজ্যে এনআরসি চালু করা, মায়ানমারের দুই পারে অবাধ যাতায়াত বন্ধ করা, অবৈধ বহিরাগতদের চিহ্নিত ও বহিষ্কার করা এবং আফিম চাষ সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করার দাবিও রাজ্যপালকে জমা দিয়েছে তারা। যদি অস্ত্র ফেরানোর পরেও কুকিরা আক্রমণ করে ও মেইতেইদের ক্ষতি হয়, তবে আরাম্বাইরা ফের অস্ত্র হাতে তুলে নেবে। নেতাদের দাবি, রাজ্যপাল আরাম্বাইদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ার আশ্বাস দেন ও জানান, তারা নিজেদের উর্দিতে ঘুরতে পারেন। যদিও কুকিরা বলেছে, রাজ্যপাল এ ভাবে এক পক্ষের দাবিতে সম্মতি জানিয়ে কুকিদের প্রতি অবিচার করেছেন। কুকিদের পৃথক প্রশাসন না দিলে রাজ্যে শান্তি ফেরা সম্ভব নয়। তারা আর কখনও মেইতেইদের অধীনে থাকবে না।

ইম্ফলের মণিপুর রাইফেলস ঘাঁটিতে জমা পড়া বিপুল অস্ত্রশস্ত্র। *পিটিআই*

ইউএসএড: অর্থ গিয়েছে ভারত-বিরোধী জঙ্গিদলেও

ওয়াশিংটন, ২৮ ফেব্রুয়ারি: দ্বিতীয় বার আমেরিকার প্রেসিডেন্টের গদিতে বসার পরপরই সারা বিশ্বে ইউএসএড (ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট)-এর দেওয়া অনুদানের অর্থ ৯০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছাঁটাই করা হচ্ছে এই সংস্থার অধিকাংশ কর্মীকেও। ট্রাম্পের মুখ্য উপদেষ্টা ইলন মাস্ক সম্প্রতি জানিয়েছিলেন যে, ভারতীয় ভোটারদের বুথমুখী করতে যে বিপুল অর্থ ওই সংস্থা দিত, তা আর এ বার থেকে দেওয়া হবে না। বিষয়টি নিয়ে ভারতে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। এ বার জানা যাচ্ছে, ইউএসএডের দেওয়া অর্থ পৌঁছেছে এমন কিছু জঙ্গি সংগঠনের শাখার কাছে, যারা সরাসরি ভারত-বিরোধী নানা সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে আগে থেকেই অভিযুক্ত। এই ঘটনা সামনে আসতেই নতুন করে হইচই শুরু হয়েছে।

ইউএসএডের অনুদান নিয়ে আমেরিকান কংগ্রেসের হাউস কমিটিতে বর্তমানে শুনানি চলছে। সেখানেই এমন কিছু সাক্ষ্য এবং নথি পেশ করা হয়েছে, যেখান থেকে জানা গিয়েছে যে, বাইডেন প্রশাসনের আমলে ইউএসএডের তরফে প্যালেস্টাইনের সশস্ত্র সংগঠন হামাসকে অন্তত ২০০ কোটি ডলার অর্থ সাহায্য পাঠানো হয়েছে। তা-ও আবার ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইজ়রায়েলের উপরে হামাসের আক্রমণের পরে। একই সঙ্গে জানা যাচ্ছে যে, লস্কর-ই-তইবার মতো জঙ্গি সংগঠন যারা সরাসরি ভারতে ২৬/১১-র মতো হামলা-সহ নানা ঘটনায় অভিযুক্ত, তাদের শাখা সংগঠন ফালা-এ-ইনসানিয়ত ফাউন্ডেশনকেও (এফআইএফ) বিপুল অর্থ অনুদান দিয়েছে ইউএসএড। লস্করের মতো সংগঠনকে বহু আগেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ভারত এবং আমেরিকা সরকার। আমেরিকায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এফআইএফ-কেও। এ হেন সংগঠনের হাতে আমেরিকারই সংস্থার অনুদান পৌঁছনো নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

পশ্চিম এশিয়া বিষয়ক এক বিশেষজ্ঞ, আমজাদ তাহা এক্স-এ জানিয়েছেন, 'হেল্পিং হ্যান্ড ফর রিলিফ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' নামে মিশিগানের একটি ত্রাণ সংস্থার মারফত এফআইএফ-সহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনকে এত দিন ধরে মোট ১ লক্ষ ১০ হাজার ডলারের মতো আর্থিক অনুদান দিয়েছে ইউএসএড। জঙ্গি কার্যকলাপে কাজে লাগানোর অর্থ কী করে এত দিন ধরে অনুদান হিসেবে ওই নিষিদ্ধ সংগঠনগুলির কাছে পৌঁছল, সে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সংবাদ সংস্থা

নিশান্ত: জেডিইউ-তেও পরিবারতন্ত্রের ছায়া

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি: আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল জেডিইউ। এ বার নীতীশ কুমারের দলেও পরিবারতন্ত্রের ছায়া। জল্পনা বিহারে ভোটের আগে জেডিইউ-তে যোগদান করতে পারেন নীতীশ-পুত্র নিশান্ত। এনডিএ শরিকেরা তো বটেই রাজনীতিতে আসার জল্পনা শুরু হওয়া নিশান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বিরোধী আরজেডি নেতা লালুপ্রসাদ যাদবের ছেলে তেজস্বী যাদবও।

উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি, বিহারে আরজেডি বা এলজেপি, আঞ্চলিক দলগুলিতে সর্বদাই পিতার হাত থেকে ব্যাটন গিয়েছে পুত্রের হাতে। আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে জেডিইউ-তে একমাত্র নীতীশ-পুত্র এত দিন আগ্রহ দেখাননি রাজনীতিতে। ফলে নীতীশের পরে ক্ষমতা কার হাতে যাবে তা নিয়ে সংশয় ছিল দলের মধ্যেই। কিন্তু সম্প্রতি নিশান্ত পিতার সমর্থনে মুখ খোলায় তাঁর রাজনীতিতে যোগদানের জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে।

আগামী অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বিহারে নির্বাচন। সেই নির্বাচনে পিতা নীতীশ কুমারকে জেতানোর জন্য ইতিমধ্যেই বিহারবাসীর কাছে আবেদন করেন নিশান্ত। জেডিইউ সূত্রের মতে, প্রয়োজনে দলের হয়ে প্রচারে যেতে সম্মতি জানিয়েছেন নিশান্ত। তার পরেই নিশান্তের সমর্থনে পোস্টার পড়ে জেডিইউ দফতরে। প্রতিপক্ষের রাজনীতিতে আসাকে স্বাগত জানিয়েছেন তেজস্বী যাদব। তিনি বলেন, "আমি চাইব বিহারের উন্নতির লক্ষ্যে রাজনীতিতে আসুক নিশান্ত। আর আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি পিতা নীতীশের দল ছেড়ে গরিব মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে আরজেডিতে যোগদান করুন নিশান্ত।'' সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান বিহারের নীতীশের দলের শরিক হাম দলের জিতনরাম মাঁঝীও। তিনি বলেন, "চিকিৎসকের ছেলে চিকিৎসক, আমলার ছেলে আমলা হলে কোনও সমস্যা নেই। তাহলে কোনও রাজনীতিকের ছেলে রাজনীতিতে এলে এ নিয়ে বিতর্ক কেন হয়!"

প্রশ্ন হল নিশান্ত কী চাইছেন। তিনি যে রাজনীতিতে যোগদান করবেন এমন কোনও মন্তব্য করেননি। কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট নীতীশের সঙ্গে নিশান্তের যে দূরত্ব ছিল তা অনেকটাই কমেছে। কারণ গোড়া থেকেই মায়ের কাছে বড় হয়েছেন নিশান্ত। প্রায় দেড় দশক আগে স্ত্রীর মৃত্যুর পরে ছেলে নিশান্তকে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে রাখার অনেক চেষ্টা করেছিলেন নীতীশ। কিন্তু নিশান্ত রাজি হননি। সেই সময়ে কার্যত মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল পিতা-পুত্রের। সেই জায়গা থেকে পিতা নীতীশের সমর্থনে মুখ খুলেছেন নিশান্ত। মাঝে মধ্যেই তাঁকে দলীয় দফতরে যাচ্ছেন দেখে রাজনীতিকদের মত, সম্ভবত রাজনীতিতে আসার প্রশ্নে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন নিশান্ত।

৭০ নদ-নদীর মাস্টার প্ল্যান ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের

নিজস্ব সংবাদদাতা

গুয়াহাটি, ২৮ ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের অধীনে ব্রহ্মপুত্র বোর্ড নিজেদের আওতায় থাকা ৭০টি নদ-নদীকে চিহ্নিত করে তাদের ভাঙন নিয়ন্ত্রণ, পলি অপসারণ-সহ নদীগুলির উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করেছে। ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের ৮৪তম সভায় ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার অধীনে উত্তর-পূর্ব ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশের নদী ব্যবস্থাপনার কৌশল নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়।

শুক্রবার ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের সভায়, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের আটটি রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা ছিলেন। এই প্রথম বার গোর্খা টেরিটোরিয়াল প্রশাসনের প্রতিনিধিরাও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। পরে বোর্ডের চেয়ারম্যান রণবীর সিংহ বলেন, বোর্ডের আওতায় থাকা ৯টি নদী অববাহিকার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং নতুন একাধিক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। তার মধ্যে, ফেনী নদীর জন্য সাড়ে তিন কোটি টাকার মাস্টার প্ল্যান রয়েছে। ত্রিপুরার গোমতী এবং মুহুরী নদীর জন্য পূর্বে অনুমোদিত মাস্টার প্ল্যানগুলি ঢেলে সাজানোর জন্যও বোর্ড অনুমোদন দিয়েছে।

বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান, মাস্টার প্ল্যানের অধীনে ত্রিপুরার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ভারী বৃষ্টিজনিত ঝুঁকি কমাতে তিনটি প্রধান নদীর সমীক্ষা হবে। তা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় প্রকল্পের সুপারিশ করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবিতে বিবৃতি নয়, কেরলে কড়া বার্তা রাহুলের

প্রেমাংশু চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি: কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ধামাচাপা দিতে এবং ভোটের আগে থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর পদের জন্য লড়াই থামাতে রাহুল গান্ধী আজ কেরলের নেতাদের কড়া বার্তা দিলেন। আগামী বছর কেরলের বিধানসভা নির্বাচন। তার প্রস্তুতি শুরু করতে শুক্রবার কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব রাজ্যের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন। ভোটের আগে থেকেই মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি দেওয়া বন্ধ করতে রাহুল কেরলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বলেছেন, "কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তা সংবাদমাধ্যম ঠিক করবে না।"

নির্দিষ্ট করে কারও নাম না বলেও রাহুলের ইঙ্গিত ছিল দলের সাংসদ শশী তারুরের দিকে। তারুর সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে নিজের জনপ্রিয়তা নিয়ে দাবি করেছিলেন। কেরলে কংগ্রেস নেতার অভাব রয়েছে বলেও যুক্তি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কংগ্রেস তাঁকে গুরুত্ব না দিলে তাঁর অন্য বিকল্প খোলা রয়েছে। আজকের বৈঠকের আগে তারুর অবশ্য ব্যাখ্যা দেন, তিনি অন্য বিকল্প বলতে লেখালেখি, সাহিত্যচর্চার দিকে ইঙ্গিত করেন। এর আগে তিনি কেরলের বাম সরকার, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারেরও প্রশংসা করেছিলেন। কংগ্রেস তা তারুরের ব্যক্তিগত মত বলে জানিয়েছিল।

আগামী বছর কেরল, পশ্চিমবঙ্গ, অসমে বিধানসভা নির্বাচন। এই তিন রাজ্যের মধ্যে কেরলে জয়ের আসা সব থেকে বেশি বলে কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করছে। কংগ্রেস সূত্রের খবর, রাহুল আজ বৈঠকে বলেন, কার কত জনপ্রিয়তা, তা তিনি নিজে সমীক্ষা করে দেখবেন। কারও সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলার প্রয়োজন নেই।

বৈঠকের পরে শশী তারুরকে পাশে নিয়ে এআইসিসি-তে কেরলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক দীপা দাসমুন্সি বলেন, "কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েছি, যদি কারও ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ্যে আসে, আমরা তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করব। কেরলের মানুষ রাজ্যে পরিবর্তন চাইছে। মানুষের সেই ইচ্ছাকে অসম্মান করার অধিকার আমাদের নেই।'' শশী তারুরও বলেছেন, "ভাল বৈঠক হয়েছে। ভোটের প্রস্তুতি পর্বে ঐক্যের জোরালো বার্তা দেওয়া হয়েছে।"

কংগ্রেস নেতাদের দাবি, কর্নাটক, তেলঙ্গানায় কংগ্রেস এককাট্টা হয়ে লড়েছিল বলেই জিততে পেরেছিল। অন্য দিকে, হরিয়ানায় ভোটের আগে থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে লড়াই শুরু হয়েছিল বলে নিশ্চিত জয় হাতছাড়া হয় কংগ্রেসের। কেরলে তার পুনরাবৃত্তি চাইছেন না রাহুল, মল্লিকার্জুন খড়্গেরা। কেরলের ওয়েনাড়ের সাংসদ হিসেবে প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর, কেরলের ভোটে প্রিয়ঙ্কাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে। বিধানসভা ভোটের আগে কেরলে পঞ্চায়েত নির্বাচন রয়েছে। প্রিয়ঙ্কা পঞ্চায়েত নির্বাচনে যত বেশি সম্ভব মহিলা প্রার্থী দেওয়ার জন্য সওয়াল করেছেন।

এক বছর আগে থেকেই এই তিন রাজ্যে ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিতে চাইছে কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে ও রাহুল গান্ধী অসমের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন। অসমে হিমন্তবিশ্ব শর্মার বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, বিভাজন ও বিদ্বেষের রাজনীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে প্রচারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস। কেরলের ক্ষেত্রে কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করছেন, দশ বছরের পিনারাই বিজয়ন সরকারের পরে মানুষ পরিবর্তন চাইছে। তাই কেরলের নেতাদের এককাট্টা হয়ে বাম সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের অবশ্য এখনও দিল্লিতে ডাক পড়েনি। প্রদেশ কংগ্রেসের একাংশের বক্তব্য, রাজ্যের পদাধিকারীদের কীসের ভিত্তিতে ডাকা হবে? নতুন প্রদেশ সভাপতি হিসেবে শুভঙ্কর সরকারকে নিয়োগ করা হলেও এখনও সাংগঠনিক রদবদল বা নতুন কমিটি হয়নি। শনিবার অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক গুলাম আহমেদ মীর কলকাতায় প্রদেশ নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চলেছেন।

এ দিনের বৈঠকে কেরলের একাধিক নেতা দলের মধ্যে অনৈক্য নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারুর যে ভাবে বাম সরকারের প্রশংসা করেছেন, রাজ্যের নেতাদের দিকে আঙুল তুলেছেন, তা নিয়েও আপত্তি ওঠে। রাহুল-খড়্গেরা জানিয়ে দেন, কোনও ভাবেই লক্ষণরেখা পার করা চলবে না। বাম জোট ও বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়তে হবে। বৈঠকের পরে খড়্গে বলেন, "কেরলে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কংগ্রেস ইউডিএফ জোটকে ক্ষমতায় আনতে সব রকম চেষ্টা করবে। আগামী বছর কেরলের মানুষ রাজ্যের দমনকারী ও সাম্প্রদায়িক, দুই শক্তিকেই হারাবে।''

স্ত্রীকে সন্দেহ, আত্মঘাতী তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী

আগরা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: সম্পর্কের টানাপড়েনের জেরে এক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা ঘটল উত্তরপ্রদেশের আগরায়। মানব শর্মা নামে ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ গত সোমবার তাঁর ঘর থেকে উদ্ধার হয়। তবে তাঁর আত্মঘাতী হওয়ার কারণ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পরে। তাতে মানবকে তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে পরকীয়ায় লিপ্ত থাকার অভিযোগ করতে দেখা গিয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে প্রশাসনের কাছে 'পুরুষদের জন্য ভাবতে' আর্জিও জানাতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। অনেকেই এই ঘটনার সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী অতুল সুভাষের আত্মঘাতী হওয়ার তুলনা করেছেন। যদিও আজ পাল্টা ভিডিয়ো প্রকাশ করে মানবের স্ত্রী নিকিতার দাবি, তাঁর স্বামী মাদকাসক্ত, মদ্যপ।

আগরার এক পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি মানবের দেহ উদ্ধার হয়। তার দু'দিনের মাথায় মানবের ফোনে এই ভিডিয়োটি খুঁজে পান তাঁর বোন। তার ভিত্তিতেই মানবের স্ত্রী নিকিতার বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ করেন তিনি। ওই ভিডিয়োটিতে মানব বলেছেন, 'এটা (ভিডিয়োটি) প্রশাসনের জন্য। আইনকে পুরুষকে রক্ষা করতে হবে, না হলে একটা সময় আসবে যখন আর দোষারোপ করার জন্যেও পুরুষ থাকবে না। আমার স্ত্রী অন্য এক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে ছিল... কিন্তু আমি কী করতে পারি? আর কিছু যায় আসে না'। ফের তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'মরতে আমার আপত্তি নেই। আমি যেতেই চাই। সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি। অনুরোধ করছি, পুরুষদের হয়ে কেউ কথা বলুন...'।

মানবের ওই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই পাল্টা ভিডিয়ো প্রকাশ করেছেন নিকিতা। বলেছেন, 'যে দিন সে আত্মহত্যা করেছিল, সে দিনই সে আমায় বাপের বাড়ি ছেড়ে এসেছিল। আমাকে নিয়ে সে যা যা দাবি করেছে, তা সবই বিয়ের আগের কথা। এর আগেও সে নিজের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল... আমি নিজেই ওকে তিন বার আটকেছিলাম।' মানবের বোনের বিরুদ্ধে এক সময় অসহযোগিতার অভিযোগও তুলেছেন নিকিতা।

সংবাদ সংস্থা

উদ্ধার শ্রমিক

শ্রীনগর, ২৮ ফেব্রুয়ারি: নদীতে কাজ করতে গিয়ে বন্যায় আটকে পড়েছিলেন ১১ জন নির্মাণ শ্রমিক। শুক্রবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ার ঘটনা। এসডিআরএফ-এর ইনস্পেক্টর মহম্মদ ইকবাল বলেন, ''সকালে ১১ জন শ্রমিক উঝ নদীতে বন্যা চলে আসায় নির্মাণস্থলে আটকে পড়েন। এসডিআরএফ-সহ রাজবাগের একটি পুলিশের দল ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের সবাইকে উদ্ধার করেছে। শ্রমিকদের নিরাপদ স্থানে পাঠানো হয়েছে।''

সংবাদ সংস্থা

অংশীদারি সম্পত্তি নিয়ে

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি: অংশীদারির মাধ্যমে পরিচালিত সংস্থায় লগ্নি করা সম্পত্তি বা অর্থ সংস্থার সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে বলে রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, কোনও অংশীদার বা তাঁর উত্তরাধিকারীদের সেই সম্পত্তির উপরে সার্বিক অধিকার থাকবে না। বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়ার বেঞ্চ জানিয়েছে, কেবল লভ্যাংশের উপরে অংশীদার বা তাঁর উত্তরাধিকারীদের সার্বিক অধিকার রয়েছে। সংশ্লিষ্ট মামলায় একটি হোটেলের জন্য জমি ও ভবন কিনেছিলেন এক অংশীদার। পরে সেই সম্পত্তির মালিকানা চান তাঁর উত্তরাধিকারীরা। অংশীদারি সংস্থা ও তার অংশীদারেরা জমির মালিকানা দাবি করে পাল্টা আবেদন জানান।

সংবাদ সংস্থা

ভূকম্প নেপালে, কাঁপল রাজ্যের উত্তরাংশও

কাঠমান্ডু, ২৮ ফেব্রুয়ারি: শুক্রবার ভোর রাত তখন আড়াইটে হবে। প্রবল ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল গণেশ নেপালির। নেপালের সিন্ধুপালচক জেলার বাসিন্দা গণেশ পদস্থ সরকারি কর্তা। তিনি বললেন, "ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঝাড় লণ্ঠন দুলছে। ভূমিকম্প টের পেয়ে ছুটে বাড়ির বাইরে চলে এলাম। আমাদের মতো অনেকেই তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছেন।"

ভারতীয় ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা কেন্দ্রের মতে, শুক্রবার ভোর রাতে ভারতীয় সীমান্তের অদূরে নেপালে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.১। কম্পনের উৎসস্থল নেপালের বাগমতী প্রদেশ। বিহারের মজফ্ফরপুর থেকে যা মাত্র ১৮৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সেই কম্পনের রেশ টের পাওয়া গিয়েছে দার্জিলিং-সহ উত্তরবঙ্গ, বিহার এবং সিকিমের বিস্তীর্ণ অংশেও। তবে কম্পনের মাত্রা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিয়োসায়েন্সেস-এর মতে এটির মাত্রা ছিল ৫.৬। আমেরিকান ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের মতে, কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৫। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে ছিল এর উৎসস্থল।

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানার চেষ্টা চলছে। তবে এখনও পর্যন্ত জানা যাচ্ছে, এই কম্পনের ফলে কোনও প্রাণহানি বা নির্মাণের ক্ষতি হয়নি। তবে নেপাল প্রশাসন সূত্রের খবর, ভূমিকম্পের পরে দুগুনাগাদি ভির নদীর ধারে ধস নেমেছে।

নেপাল হিমালয়ের যে অংশে অবস্থিত সেটি নবীন ভঙ্গিল পর্বতের অন্তর্গত। এই অংশে ভূগর্ভস্থ টেকটনিক প্লেটের নড়াচড়া হয়েই চলেছে। এই অঞ্চলে প্রতি বছর ভারতীয় এবং ইউরেশিয়ান প্লেটের সংঘর্ষের জেরে ৫ সেন্টিমিটার করে সরতে থাকে প্লেটদুটি। ফলে চ্যুতিরেখা বরাবর বিপুল পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় হয়। যখন তা ধারণ ক্ষমতার থেকে বেশি হয়ে যায়, তখনই কেঁপে ওঠে হিমালয়। এ দিনও একই কারণে কম্পন হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতীয় আবহাওয়া দফতর।

এ দিনের কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে সিকিম এবং উত্তরবঙ্গের উত্তরপ্রান্তে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়িতে ঝাঁকুনি বোঝা গিয়েছে অনেকটাই। গভীর রাতে কম্পন টের পেয়ে বাসিন্দারা উঠে পড়েন। বাড়ির বাইরে চলে আসেন অনেকে। বহুতল আবাসনের বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে আসেন। গভীর রাতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে কোচবিহার-আলিপুরদুয়ারেও। তবে এখানেও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবরাখবর নেই। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতরের সিকিমের আধিকারিক গোপীনাথ রাহা বলেন, "সিকিমে ভাল রকম কম্পন হয়েছে। বিহারেও কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে।"

সংবাদ সংস্থা

‘বাংলাদেশি খেদাও’, দিল্লি পুলিশকে শাহ

পৃঃ ১-এর পর

নেটওয়ার্ক জালিয়াতি করে বৈধ কাগজপত্র বানিয়ে দেয়, সেগুলিকে চিহ্নিত করে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দিল্লি পুলিশকে নির্দেশও দেন তিনি।

দিল্লিতে মহিলা সুরক্ষার বিষয়টি জোর দিতে প্রতিটি ঝুপড়ি এলাকায় নিরাপত্তা কমিটি বানানোর উপরে জোর দেওয়া হয়েছে বৈঠকে। পুলিশকে ওই কমিটিগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলার উপরে জোর দিয়েছেন শাহ। বিভিন্ন আন্তঃরাজ্য গ্যাংয়ের মধ্যে সংঘর্ষ দিল্লির পুরনো সমস্যা। গোষ্ঠী সংঘর্ষ থামাতে এ ধরনের গ্যাংগুলিকে সম্পূর্ণ নিকেশ করার জন্য দিল্লি পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে শাহ জানিয়েছেন, আগামী দিনে প্রতিটি থানার কাজের উপরে নজর রাখা হবে। যে সব থানা বা জোন থেকে ধারাবাহিক ভাবে আইনশৃঙ্খলা অবনতির খবর আসবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি, দিল্লি পুলিশে যে খালি পদ রয়েছে, তা দ্রুত পূরণের পরামর্শ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

পাঁচ বছর আগে দাঙ্গার সাক্ষী ছিল দিল্লি। সেই সংক্রান্ত মামলাগুলির যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি হয়, তার জন্য শুধু ওই মামলা দেখার জন্য এক জন বিচারপতি নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি, দিল্লির যে যে এলাকাগুলিতে নিয়মিত যানজট হয়ে থাকে, সেই এলাকাগুলি চিহ্নিত করে দিল্লির পুলিশ কমিশনার ও মুখ্যসচিবকে দ্রুত সমাধান খুঁজতে নির্দেশ দিয়েছেন শাহ।

সংবাদ-স্বাধীনতা

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি: স্বাধীন সাংবাদিকতা বর্তমান সময়ের দাবি বলে মন্তব্য করলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অভয় এস ওকা। শুক্রবার একটি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, “গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকারের মধ্যে বাগস্বাধীনতা অন্যতম। মৌলিক অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকলে তবেই ভারতের গণতন্ত্র বেঁচে থাকবে।” তিনি আরও বলেছেন, “এক দিক থেকে, স্বাধীন থাকাটা সাংবাদিকদেরও কর্তব্য।” যে কোনও মূল্যে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা রক্ষা করা উচিত বলে মনে করেন তিনি, এ কথাও জানিয়েছেন বিচারপতি।

সংবাদ সংস্থা

তুষারধসের জেরে বদ্রীনাথের কাছে আটকে ২২ শ্রমিক

চামোলী, ২৮ ফেব্রুয়ারি: তুষারধসের ফলে উত্তরাখণ্ডের চামোলী জেলায় আটকে পড়েছেন ‘বর্ডার রোডস অর্গানাইজ়েশন’ (বিআরও)-এর ২২ জন শ্রমিক। ১১ জনকে উদ্ধার করেছে বাহিনী।

বদ্রীনাথ মন্দির থেকে পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে সীমান্তের গ্রাম মানায় আজ এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে উত্তরাখণ্ড সরকার। তুষারধসের জেরে আটকে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধারের জন্য সব রকম চেষ্টা করছে উদ্ধারকারী দল। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার জন্য ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধারকার্য। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিংহ ধামীর পাশাপাশি এই ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

পাশাপাশি উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ-সহ উত্তর ভারতের বড় অংশে প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকায় ‘অরেঞ্জ অ্যালার্ট’ জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। ইতিমধ্যেই প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে বিপর্যস্ত হিমাচল। জম্মুতে তুষারপাতের ফলে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

উত্তরাখণ্ড পুলিশ জানিয়েছে, আজ সকালে এক হিমবাহে বিস্ফোরণের ফলে তুষারধস হয় মানায়। বিআরও-র শিবিরে থাকা ৫৫ জন শ্রমিকের মধ্যে ২২ জন ধসে চাপা পড়া এড়াতে পেরেছেন। বাকিদের মধ্যে ১১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের ডিজি দীপম শেঠ জানিয়েছেন, মানা ও ঘাটসোলির সংযোগকারী জাতীয় সড়কের পাশে ওই বিআরও শিবির থেকে উদ্ধার হওয়া শ্রমিকদের নিয়ে আসা হয়েছে মানা গ্রামের সেনা শিবিরে। তাঁর বক্তব্য, “দীর্ঘক্ষণ ধরে উদ্ধারকার্য চলছে। কিন্তু মূল চ্যালেঞ্জ হল খারাপ আবহাওয়া। তুষারপাতের পাশাপাশি জোরে হাওয়া বইছে। রাস্তা বন্ধ। বরফ কাটার যন্ত্র ব্যবহার করে আমরা রাস্তা খোলার চেষ্টা করছি।”

বিআরও-র কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার সি আর মীণার কথায়, “তিন-চারটি অ্যাম্বুল্যান্স পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তুষারপাতের ফলে সেগুলি ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারছে না।” প্রায় একই সুর চামোলীর জেলাশাসক সন্দীপ তিওয়ারির। তাঁর কথায়, “বৃষ্টি ও তুষারপাত হচ্ছে। ফলে আমরা হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে পারছি না।”

পুলিশ ও সেনা জানিয়েছে, জোশীমঠ থেকে রওনা হয়েছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর একটি দল। কিন্তু ঘটনাস্থলে যাওয়ার পথে লম্বাগড়ে পথ তুষারপাতের ফলে বন্ধ। সেটি খুলতে সেনার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। অন্য দিকে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর অন্য একটি দল সহস্রধারা হেলিপ্যাডে অপেক্ষা করছে। আবহাওয়ার উন্নতি হলেই ওই দলটিকে হেলিকপ্টারের সাহায্যে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি কোথাও পাঠানো হবে। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ড্রোনও তৈরি রয়েছে। কিন্তু তুষারপাতের ফলে ড্রোনও ওড়ানো যাচ্ছে না। উদ্ধার অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন সেনা ও ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের ৬০-৬৫ জন কর্মী।

ঘটনা নিয়ে রাজ্যের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কন্ট্রোল রুমে বৈঠক করেন ধামী। সমাজমাধ্যমে তিনি বলেন, “উদ্ধার অভিযান চলছে।” ধামীর সঙ্গে কথা বলেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। তাঁর কথায়, “আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করতে সব রকম চেষ্টা করা হচ্ছে।” স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্য, “নিরাপদে শ্রমিকদের উদ্ধার করাই আপাতত মূল লক্ষ্য।” জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দু’টি দলও ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর জন্য তৈরি রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

অন্য দিকে তুষারপাতের ফলে জম্মুর বিভিন্ন এলাকায় অন্তত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। বন্ধ হয়েছে শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় সড়ক। ব্যাহত হয়েছে বিমান ও রেল চলাচল। শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় সড়কের পাশে ধস নামার ও পাথর গড়িয়ে আসার কিছু ঘটনা জানা গিয়েছে। অন্য দিকে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে হিমাচল বিপর্যস্ত। মান্ডি, কাংড়া, কুলু ও চাম্বা জেলার কয়েকটি অংশে তুষারপাতও হয়েছে। মানালি-পঠানকোট পথে ধসের কবলে পড়ে একটি বেসরকারি বাসের চালক, কন্ডাক্টর ও যাত্রীরা আহত হয়েছেন।

সংবাদ সংস্থা

প্রবল বৃষ্টিতে ধস নেমে কাদা-জলে প্লাবিত কুলু। শুক্রবার। *পিটিআই*

গোপনাঙ্গে ২৮ সেলাই, ধর্ষণে ক্ষতবিক্ষত ৫ বছরের শিশু

গ্বালিয়র, ২৮ ফেব্রুয়ারি: পাঁচ বছরের একরত্তি শিশুটিকে ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি ১৭ বছরের ছেলেটি। শিশুটিকে আঁচড়ে, কামড়ে, থেঁতলে এমন দশা করেছে যে, চিকিৎসকেরা পর্যন্ত শিউরে উঠেছেন। গোপনাঙ্গে ২৮টি সেলাই, কোলোস্টমি, মাথা এবং সারা শরীরে ব্যান্ডেজ জড়ানো মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীর পাঁচ বছরের শিশুটি আপাতত গ্বালিয়রের হাসপাতালের আইসিইউয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে।

গ্বালিয়রের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সঞ্জীব মুলে জানিয়েছেন, পাঁচ বছরের শিশুটি গত ২২ ফেব্রুয়ারি বাড়ি থেকে বেরোনোর পরে বেশ কিছু ক্ষণ তার খোঁজ মেলেনি। কয়েক ঘণ্টা পরে এলাকারই একটি বাড়ির বারান্দায় রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত এবং অচেতন অবস্থায় তাকে পাওয়া যায়। প্রথমে স্থানীয় একটি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তার অবস্থা দেখে ওই রাতেই শিশুটিকে আনা হয় গ্বালিয়রের কমলা রাজা হাসপাতালে। সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ডিন আর কে এস ঢাকর শিশুটির অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেলেছেন। তিনি জানান, যখন শিশুটিকে আনা হয়, তখন তার গোপনাঙ্গ, পায়ুদ্বার ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতবিক্ষত ছিল। দুই পা চিরে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ধর্ষক। তার গোপনাঙ্গে ভারী কিছু ঢোকানোর চেষ্টাও হয়েছিল বলে অনুমান। পাশাপাশি বারবার দেওয়ালে মাথা ঠুকে দেওয়ায় চোয়াল ভেঙে গিয়েছিল। এ ছাড়াও সারা শরীরে অজস্র আঁচড় ও কামড়ের দাগ ছিল, যা থেকে রক্তপাত হচ্ছিল।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল শিশুটির শরীরে ২৮টি সেলাই করে তার রক্তপাত বন্ধ করে। প্রবীণ ওই চিকিৎসক জানান, শিশুটিকে আনতে আর কিছু দেরি হলে তাকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পড়ত। তিনি বলেন, “ভগবানের অনেক কৃপা যে, আমরা ওর চিকিৎসা করার মতো সময় পেয়েছি। তবে এখনও শিশুটির অবস্থা আশঙ্কাজনক।” এরই মধ্যে চিকিৎসকদের উদ্বেগ বেড়েছে, মাঝে সাময়িক জ্ঞান ফিরলেও শিশুটি কোনও কথা না বলায়। সেটা আতঙ্কে, না কি মাথায় বারবার আঘাতে কথা বলার ক্ষমতা নষ্ট হয়েছে, সেই ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত নন চিকিৎসকেরা। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল সারাক্ষণ তার অবস্থার উপরে কড়া নজর রাখছে।

শিশুটিকে উদ্ধারের পরেই স্থানীয়দের প্রবল বিক্ষোভের মুখে তদন্তে নেমে ১৭ বছরের এক নাবালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জনতার ক্ষোভের মুখে তাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে শিবপুরীর পুলিশ। একটি অংশের দাবি, সে মত্ত অবস্থায় ছিল। নাবালক হলেও তার নৃশংসতায় শিউরে উঠছেন পুলিশকর্তারা। ঘটনার ভয়াবহতার সঙ্গে দিল্লির নির্ভয়া এবং জম্মুর কাঠুয়া গণধর্ষণের মিল খুঁজে পাচ্ছেন তদন্তকারীরা। তবে সেই দু’টি ক্ষেত্রেই অপরাধী ছিল একাধিক ব্যক্তি, এ ক্ষেত্রে এক জন। সে কারণেই অত্যাচারের ভয়াবহতার নিরিখে এই ঘটনাটি পুলিশের কাছে অন্য রকম গুরুত্ব পাচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশের একাধিক শীর্ষ কর্তা।

দলমত নির্বিশেষে অপরাধীর চরম শাস্তি চেয়ে একাধিক বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে শিবপুরী, গ্বালিয়র, ভোপাল-সহ নানা জায়গায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া শিশুটির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং দোষীর সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেছেন। ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গড়ে দ্রুত অপরাধীকে সাজা দেওয়ার আবেদন জানিয়ে জেলাপ্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব।

নারী নির্যাতন এবং যৌন অত্যাচারের ঘটনায় বিজেপি-শাসিত মধ্যপ্রদেশ গত কয়েক বছর ধরেই গোবলয়ের একাধিক রাজ্যকে ছাপিয়ে গিয়েছে। বছরখানেক আগে গণধর্ষিতা এক কিশোরী প্রায় নগ্ন অবস্থায় উজ্জয়িনীর দরজায় দরজায় ঘুরলেও কেউ তাকে সাহায্য করেনি। সমাজমাধ্যমবাহিত হয়ে সেই ঘটনার ছবি ছড়িয়ে পড়ার পরে পদক্ষেপ করেছিল রাজ্য প্রশাসন। সংবাদ সংস্থা

জল খুঁজতে গিয়েই গ্রেফতার অভিযুক্ত

পুণে, ২৮ ফেব্রুয়ারি: একটু জলের খোঁজ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেল পুণের ধর্ষণ-কাণ্ডের অভিযুক্ত। অবসান হল ৭৫ ঘণ্টার টানা অভিযানের। দত্তাত্রেয় রামদাস গাডে নামে বছর সাঁইত্রিশের ওই যুবককে বৃহস্পতিবার রাত সওয়া ১টা নাগাদ ধরা হয় শিরুর তহসিল থেকে। অভিযোগ, গত মঙ্গলবার একটি টার্মিনাসে বাসের ভিতরে ২৬ বছর বয়সি যুবতীকে ধর্ষণ করেছিল সে।

পুলিশ সূত্রে খবর, দত্তাত্রেয় পুণে-আহিল্যানগর রুটে ক্যাব চালাত। তার বিরুদ্ধে পুণে এবং অহিল্যানগর জেলায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের মতো বিভিন্ন অভিযোগে অনেক মামলা চলছে। তার মধ্যে একটি মামলায় ২০১৯ সালে জামিনে ছাড়া পায় সে। তার পরেই ঋণ নিয়ে একটি গাড়ি কেনে এবং ক্যাব হিসেবে সেটি ভাড়ায় খাটাতে শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশের দাবি, দত্তাত্রেয় প্রায়ই তার ক্যাবে ওঠা বয়স্ক যাত্রীদের জাতীয় সড়কের নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছুরি ধরে ভয় দেখিয়ে লুটপাট চালাত। ডাকাতির মামলায় ২০২০ সালে পাঁচ-ছ’মাস জেলও খেটেছিল সে।

দত্তাত্রেয় হামেশাই লোকজনের কাছে পুলিশ বলে নিজের পরিচয় দিত। নির্যাতিতার ক্ষেত্রেও আলাপ পাতানোর জন্য সেটাই করেছিল সে। পুলিশ সূত্রে খবর, পুণের স্বারগেট বাস টার্মিনাসে মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৬টা থেকে ৬টার মধ্যে ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে। জায়গাটি থানা থেকে মেরেকেটে ১০০ মিটার দূরে। সেটি মহারাষ্ট্র রাজ্য পরিবহণ নিগমের সব থেকে বড় বাস টার্মিনাসগুলির একটি। নির্যাতিতা চিকিৎসা সংক্রান্ত পেশায় যুক্ত। সাতারা জেলার বাড়িতে যাবেন বলে তিনি ওই বাস টার্মিনাসে অপেক্ষা করছিলেন। সেই সময়ে দত্তাত্রেয় তাঁকে ‘দিদি’ সম্বোধন করে আলাপ পাতিয়ে বোঝায়, তাঁর গন্তব্যের বাস অন্যত্র এসে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরে একটি দাঁড়িয়ে থাকা বাতানুকূল ফাঁকা এবং অন্ধকার বাসের ভিতরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করে বলে অভিযোগ।

সেই ইস্তক পুণে শহর এবং গ্রামীণ পুলিশের প্রায় পাঁচশো কর্মীকে নিয়ে চিরুনি তল্লাশি চলছিল। সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন চার-পাঁচশো সাধারণ মানুষ। নামানো হয়েছিল পুলিশ কুকুর। আখের খেতের উপরে ওড়ানো হয়েছিল ড্রোন। অভিযুক্তকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য এক লক্ষ টাকার ইনাম ঘোষণা করা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, শিরুর তহশিলের একটি বাড়িতে জলের খোঁজে গিয়েছিল দত্তাত্রেয়। পুলিশি প্রচারের সূত্রে গৃহস্থ তাকে চিনতে পেরে যান। তিনিই থানায় খবর দেন। এবং সেই সূত্র ধরেই ধরা পড়ে যায় সে।

পুলিশ সূত্রের খবর, দত্তাত্রেয়র বাড়ি পুণে থেকে প্রায় ৭২ কিলোমিটার দূরে প্রত্যন্ত একটি গ্রামে থাকে। পরিবারটি অত্যন্ত গরিব। তার বাবা-মা চাষের কাজ করেন। বাড়িতে স্ত্রী, সন্তান এবং ভাইও রয়েছে। গ্রামের অনেকে জানাচ্ছেন, দ্রুত টাকা কামাতে মদের বেআইনি কারবারও চালাত দত্তাত্রেয়। এক বার স্থানীয় স্তরের ভোটে দাঁড়িয়ে হেরেছিল। প্রাক্তন বিধায়কের একটি ব্যানারে তার ছবি থাকা ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। স্থানীয় সূত্রে খবর, এনসিপি (শরদ পওয়ার) গোষ্ঠীর অশোক পওয়ার নামে ওই নেতার হয়ে গত বছর ভোটের প্রচার করেছিল সে। তবে অভিযুক্তের সঙ্গে কোনও প্রকারের যোগের কথা অস্বীকার করেছে এনসিপি।

সূত্রের খবর, পরবর্তী তদন্তের জন্য বিশেষ দল গঠন করেছে পুলিশ। মামলার বিচার হবে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে। সংবাদ সংস্থা

‘কাশ্মীর-পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়’

শ্রীনগর, ২৮ ফেব্রুয়ারি: ৩৭০ ধারা রদের পর থেকে কেন্দ্র দাবি করে আসছে, কাশ্মীরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক। জম্মু-কাশ্মীর এখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। শুক্রবার জামিয়া মসজিদে সাম্প্রতিক বিতর্কের প্রসঙ্গ টেনে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বলেন, “কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক না। তা সাজানো।” সম্প্রতি হুরিয়ত কনফারেন্সের চেয়ারপার্সন মিরওয়াইজ় উমর ফারুকের শ্বশুর গুলাম সিবতাইন মাসুদির শেষকৃত্য জামিয়া মসজিদে করা যাবে না বলে জানিয়েছিল কাশ্মীর প্রশাসন। প্রশাসন জানায়, এতে এলাকার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। বৃহস্পতিবার ওই নিষেধাজ্ঞা জারির পরে মসজিদটির দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওমর বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা থাকত না। সংবাদ সংস্থা

বাণিজ্য চুক্তি চলতি বছরেই, জানাল ভারত-ইইউ

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি: আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্টের শুল্ক-হুঙ্কারের মধ্যেই ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডের লিয়েনের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৈঠকের পরে যৌথ ভাবে জানানো হল দু'পক্ষের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চলতি বছরের মধ্যেই সই করার লক্ষ্যে এগোনো হচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ২৭ জন সদস্যের দল আজ দফায় দফায় ভারতের বিভিন্ন মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠকে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির পাশাপাশি আলোচনা করেছে ভূকৌশলগত আস্থা ও চলতি সঙ্কট, আন্তর্জাতিক বণ্টন ব্যবস্থার ঝুঁকির মতো বিষয় নিয়ে। মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পরে আজ আশাবাদী শুনিয়েছে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্টের কণ্ঠস্বর। ভারতকে গরিব ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির (গ্লোবাল সাউথ) স্বর হিসেবে তুলে ধরে তিনি বলেছেন, "২০২৫ সাল একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর হতে চলেছে, কারণ ইইউ-র সঙ্গে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের বাণিজ্য চুক্তি এই বছরেই হবে।" আমেরিকা বা চিনের নাম না করে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে উরসুলা ফন ডার লিয়েন বলেন, "ইইউ এবং ভারত ভূকৌশলগত এবং ভূঅর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছে। অনেক দেশই তাদের শক্তির উৎসগুলিকে অস্ত্রের মতো ব্যবহার করছে অন্যের বিরুদ্ধে। তবে তা সে প্রাকৃতিক সম্পদ হোক বা নতুন প্রযুক্তি অথবা অর্থনৈতিক শক্তি ও সামরিক শক্তি।"

এ দিনের বৈঠকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠলেও রাশিয়া থেকে অশোধিত তেল আমদানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি বলে জানিয়েছে সাউথ ব্লক। প্রধানমন্ত্রী মোদীর কথায়, "ভারতের সঙ্গে ইইউ-র কৌশলগত অংশীদারি প্রায় দু'দশকের প্রাচীন এবং এই সম্পর্ক প্রকৃতিগত ও সহজাত। এই আস্থা থেকেই গত কাল এবং আজ আমরা বিভিন্ন মন্ত্রক পর্যায়ের কুড়িটি বৈঠক করেছি। বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমাদের অংশীদারির বাড়ানোর জন্য অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাণিজ্য, প্রযুক্তি, বিনিয়োগ, উদ্ভাবন, পরিবেশ, নিরাপত্তা, দক্ষতা এবং সংযোগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য নীল নকশা তৈরি করা হয়েছে। আমরা আমাদের নিজ নিজ দলকে নির্দেশ দিয়েছি, বছরের শেষে দু'পক্ষের লাভ হবে এমন দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির কাজ শেষ করতে।"

আরও যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এ দিনের আলোচনায় উঠে এসেছে, তার মধ্যে রয়েছে ভারত-পশ্চিম এশিয়া-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডরের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় উদ্যোগে ইইউ-র যোগদানের সিদ্ধান্ত। মোদী জানিয়েছেন, "সংযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে পাকাপোক্ত পদক্ষেপ করা হবে। আমি বিশ্বাস করি ভারত-পূর্ব এশিয়া-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর এমন এক ইঞ্জিন যা আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও স্থায়ী বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা ক্ষেত্রেও আমাদের সহযোগিতা বাড়ছে। দু'পক্ষই এটা মানে যে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা, শান্তি, সুস্থিতি এবং সমৃদ্ধির প্রবল গুরুত্ব রয়েছে। ইইউ-র ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় উদ্যোগে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তকে তাই স্বাগত জানাচ্ছি।"

আজ শীর্ষ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পরে যে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে ২০২৩ সালে নয়াদিল্লিতে তৈরি তিনটি কার্যনির্বাহী গোষ্ঠীর কার্যকলাপ খতিয়ে দেখা হয়েছে। এই তিনটি গোষ্ঠী কৌশলগত প্রযুক্তি, ডিজিটাল গভর্ন্যান্স এবং ডিজিটাল সংযোগের।

১০-১৪ মার্চ ব্রাসেলসে পরবর্তী ইইউ-এর বাণিজ্য বৈঠক। তার আগে বেশ কিছু পণ্যে আমদানি শুল্ক কমাতে দিল্লির উপরে চাপ বাড়ানো অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল উরসুলার সফরের। ভারতও চাইছে নিজ শর্তে ইউরোপের সদস্য দেশগুলিতে পণ্য রফতানি বৃদ্ধির সুযোগ। আলোচনায় এই দরকষাকষির দিকটিকে যদিও সামনে আনতে চাননি কেউই। যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে মোদী শুধু বলেছেন, "দু'পক্ষই বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তির পাশাপাশি ভৌগোলিক বাণিজ্যের মানচিত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আলোচনার অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে আছে।"

এটা ঘটনা যে আমেরিকার শুল্ক হুঙ্কার এবং চিনের অর্থনৈতিক একাধিপত্যের দাপট, ভারত এবং ইইউ-র বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতপার্থক্যগুলিকে আপাতত দূরে সরিয়ে রেখে ঘনিষ্ঠ হতে সহায়তা করেছে। আজ দুই নেতার বক্তব্যে তারই ইঙ্গিত মিলেছে বলে জানিয়েছে কূটনৈতিক শিবির। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে আমেরিকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিনয় কোয়াত্রা আজ নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সূত্রের খবর, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্ভাব্য শুল্ক নীতি কোন পথে যেতে পারে এবং ভারত কী ভাবে তাতে প্রভাবিত হতে পারে সে সম্পর্কে তিনি নির্মলাকে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

■ ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডের লিয়েনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে। *রয়টার্স*

নোটিস তৃণমূলের

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি: বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের বিরুদ্ধে স্বাধিকারভঙ্গের নোটিস রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কাছে জমা দিয়েছেন তৃণমূলের সাংসদ সাগরিকা ঘোষ। ভারতের অবৈধ অভিবাসীদের 'অমানবিকভাবে' ফিরিয়ে আনা হচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে তৃণমূল শীর্ষ মঞ্চ থেকে।

শিকল বেঁধে, সামরিক বিমানে ভারতীয়দের ফেরত পাঠানোর ঘটনায় লোকসভা এবং রাজ্যসভায় সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন বিরোধীরা। সমালোচনার মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত ৬ ফেব্রুয়ারি সংসদে বক্তৃতা দেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। আমেরিকার বায়ুসেনার বিমান কেন ভারতের মাটিতে নামল, তাতে চাপিয়ে কেন ভারতীয়দের আনা হল, সেই প্রশ্নের জবাবও দেন জয়শঙ্কর। জানান, বিষয়টি আমেরিকার অভিবাসন বিভাগের উপর নির্ভর করে। এরপর তিনি বলেন, "ভারতীয় অভিবাসীদের সঙ্গে যাতে অন্যায় আচরণ না করা হয়, তা নিয়ে আমেরিকা সরকারের সঙ্গে কথা চলছে। বিমানে যাতে খাবার, চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা থাকে, সকলের খেয়াল রাখা হয়, তা নিয়েও আলোচনা চলছে।" এর পরও হাতকড়া পরিয়েই বেআইনি ভারতীয় অভিবাসীদের ফেরত পাঠায় আমেরিকা।

জানা গিয়েছে, ২০ ফেব্রুয়ারি সাগরিকা রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে নোটিসটি দেন বিদেশমন্ত্রীর ৬ ফেব্রুয়ারির বক্তব্যের প্রেক্ষিতে। সাগরিকার অভিযোগ, অভিবাসী ফেরত সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে সংসদে দাঁড়িয়ে বিদেশমন্ত্রীর বক্তৃতা 'বিভ্রান্তিকর' ও 'অসম্পূর্ণ'।

প্রসঙ্গত, ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইনডোরে তৃণমূলের কর্মী সভার মঞ্চ থেকে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তোপ দাগেন এই বিষয়টি নিয়ে। মোদী সরকারকে নিশানা করে তিনি বলেন, "কেন বিজেপি সরকার কলম্বিয়ার মতো ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে বিমান পাঠাতে পারেনি?" তার পর স্বাধিকারভঙ্গের নোটিসের বিষয়টি আজ প্রকাশ্যে এনেছে তৃণমূল কংগ্রেস। *নিজস্ব সংবাদদাতা*

সরব রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি: সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলেও জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশনের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পদ খালি পড়ে রয়েছে। এ নিয়ে আজ মোদী সরকারকে নিশানা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর দাবি, অবিলম্বে এই দুই শূন্য পদ পূরণ করা হোক। গুজরাতের বিজেপি নেতা কিশোর মাকওয়ানা এখন জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশনের সভাপতি। কিন্তু সহ-সভাপতি ও সদস্য পদ খালি পড়ে রয়েছে। রাহুলের অভিযোগ, এ হল বিজেপি সরকারের দলিত বিরোধী মানসিকতার পরিচয়। জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশনের দায়িত্ব হল দলিতদের অধিকার রক্ষা করা। *নিজস্ব সংবাদদাতা*

উৎসবে ভর করে অর্থনীতিতে আশা, ভরসা মহাকুম্ভেও

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি: দেশের অর্থনীতির কিছুটা হলেও ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত মিলল। মোদী সরকারের আশা, মহাকুম্ভকে ঘিরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভর করে জানুয়ারি থেকে মার্চে অর্থনীতি আরও চাঙ্গা হবে। কিন্তু চিন্তা থাকছে কারখানার উৎপাদন ও নতুন লগ্নি নিয়ে।

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রক আজ জানিয়েছে, গত অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, চলতি অর্থ বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে আর্থিক বৃদ্ধির হারের উন্নতি দেখা গিয়েছে। ওই তিন মাসে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ৬.২ শতাংশ। তার আগের তিন মাস, জুলাই-সেপ্টেম্বরে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৫.৬ শতাংশে নেমে গিয়েছিল। প্রায় দু'বছরে ওই আর্থিক বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন ছিল।

অর্থনীতিবিদদের ব্যাখ্যা, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মূলত উৎসবের মরসুম। এই তিন মাসে বাজারে কেনাকাটা ও সরকারি খরচ বাড়ার ফলেই আর্থিক বৃদ্ধি বেড়েছে। কৃষি ও পরিষেবা ক্ষেত্রের ছবিও ভাল ছিল। কিন্তু কারখানার উৎপাদনে শ্লথ গতি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর উৎসবের মরসুম হওয়া সত্ত্বেও কারখানার উৎপাদন মাত্র ৩.৫ শতাংশ হারে বেড়েছে। জুলাই-সেপ্টেম্বরে কারখানা উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ২.১ শতাংশ। সেই তুলনায় সামান্য উন্নতি হলেও কারখানা উৎপাদন ক্ষেত্রের ছবি মোটেই সুখদায়ক নয় বলে অর্থনীতিবিদদের মত। শিল্পোৎপাদনের সূচকেও তার প্রতিফলন মিলেছে। অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে শিল্পোৎপাদনে বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ৪ শতাংশ। গত অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে বৃদ্ধির হার ৬.৩ শতাংশের থেকে অনেকখানি কম। একই ভাবে নতুন পুঁজি তৈরিতে বৃদ্ধির হারও থমকে রয়েছে। জুলাই-সেপ্টেম্বরে নতুন পুঁজি বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৮ শতাংশ। অক্টোবর-ডিসেম্বরে নতুন পুঁজিতে বৃদ্ধির হার ৫.৭ শতাংশে আটকে গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরণের মতে, চলতি অর্থ বছরের শেষ তিন মাস, জানুয়ারি-মার্চে মহাকুম্ভের দাক্ষিণ্যে অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। যে ভাবে ৫০ থেকে ৬০ কোটি মানুষ প্রয়াগরাজে গিয়েছেন, তাতে খরচ বেড়েছে। তার সুবাদে জানুয়ারি-মার্চে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭.৬ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলতে পারে। তাঁর দাবি, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার ঘুরে দাঁড়িয়ে ৬.২ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলায় ভারত সবথেকে বেশি আর্থিক বৃদ্ধির হারের দেশের সিংহাসন ধরে রাখল। তাঁর মতে, ভারতের জিডিপি এখন ৩.৯ লক্ষ কোটি ডলার। চলতি অর্থ বছরেই তা ৪ লক্ষ কোটি ডলার ছাপিয়ে যাবে।

চলতি অর্থ বছরের আর্থিক বৃদ্ধির হার নিয়ে পরিসংখ্যান মন্ত্রকের দ্বিতীয় পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৪-২৫-এ দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশে পৌঁছবে। প্রথম পূর্বাভাস অনুযায়ী এই হার ছিল ৬.৪ শতাংশ। পরিসংখ্যান মন্ত্রক আজ গত অর্থ বছরের আর্থিক বৃদ্ধির হার সংশোধন করে জানিয়েছে, ২০২৩-২৪-এ আর্থিক বৃদ্ধির হার ৮.২ শতাংশ নয়, তা ৯.২ শতাংশ ছিল। কোভিডের বছর বা ২০২১-২২ বাদ দিলে এই আর্থিক বৃদ্ধির হার গত ১২ বছরে সর্বোচ্চ।

ইওয়াই ইন্ডিয়া-র প্রধান উপদেষ্টা, অর্থনীতিবিদ ডি কে শ্রীবাস্তবের মতে, এর অর্থ গত অর্থ বছরের তুলনায় চলতি অর্থ বছরে অর্থনীতির অনেকখানি অধোগমন হয়েছে। আর্থিক বৃদ্ধির হার ৯.২ শতাংশ থেকে একেবারে ৬.৫ শতাংশে নেমে আসছে। অর্থ মন্ত্রক সূত্রের ব্যাখ্যা, মূল্যবৃদ্ধি-সহ বৃদ্ধির হার বা সংখ্যার হিসেবে আর্থিক বৃদ্ধিরও হারও গত বছরের ১২ শতাংশ থেকে চলতি অর্থ বছরে ৯.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। এই কারণেই শিল্পমহলের আয় বৃদ্ধির হার কমছে।

ঠিক এই কারণে কারখানার উৎপাদনের সঙ্গে নতুন লগ্নিও মোদী সরকারের চিন্তার কারণ। পরিসংখ্যান মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, সরকারি খরচ, বেসরকারি কেনাকাটা বাড়লেও নতুন লগ্নিতে বৃদ্ধির হার গত অর্থ বছরের ৯.৮ শতাংশ থেকে চলতি অর্থ বছরে ৬ শতাংশে নেমে এসেছে। চলতি বছরে নতুন লগ্নির হার চার বছরে সর্বনিম্ন।

প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়ে কমিটিতে সরব তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গে প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষের কাজকর্ম নিয়ে শ্রম মন্ত্রকের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে অভিযোগ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। সূত্রের দাবি, আজ তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় স্থায়ী কমিটিতে অভিযোগ তুলেছেন, হলদিয়া-সহ পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জায়গায় এমন সংস্থা রয়েছে, যারা নিয়ম মেনে শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে অর্থ জমা করছে না। অথচ শ্রমিকদের বেতন থেকে টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে। সংস্থার তরফের অর্থের সঙ্গে সেই টাকাও জমা হচ্ছে না। এ নিয়ে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী গত এক বছরে কেন্দ্রকে তিন বার চিঠি দিলেও এক বারও উত্তর মেলেনি।

উত্তরবঙ্গের চা-বাগানেও একই সমস্যা নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন ঋতব্রত। তাঁর অভিযোগ, কোন চা-বাগানের মালিক শ্রমিকদের কত টাকা পিএফে বাকি রেখেছেন, তা রাজ্য সরকারকে জানানো হচ্ছে না। জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড দফতরের দিকে আঙুল তুলেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, রাজ্য সরকার এই তথ্য না পেলে এফআইআর করবে কী ভাবে? সূত্রের দাবি, তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, বিজেপির আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাও এ বিষয়ে স্থায়ী কমিটিতে তৃণমূল সাংসদকে সমর্থন করে বলেন, জলপাইগুড়ির পিএফ অফিস ঘুঘুর বাসা হয়ে উঠেছে।

বৈঠকে ঋতব্রত প্রশ্ন তোলেন, দেশের বিড়ি শ্রমিকদের অর্ধেক পশ্চিমবঙ্গের। চার ভাগের এক ভাগ শুধু মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদের তারাপুরে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য ইএসআই হাসপাতাল রয়েছে। ৬৫ বেডের হাসপাতালে ১০ জন ডাক্তারের অনুমোদিত পদ থাকলেও মাত্র ২ জন ডাক্তার রয়েছেন। তিনটি অপারেশন থিয়েটার কাজ করে না। এক্স-রে মেশিনও চলে না। পাঁচ জন নার্স আছেন মাত্র। শিলিগুড়ি, হলদিয়ার ইএসআই হাসপাতাল রাজ্য সরকার চালাতে চেয়েছে। ডাক্তার-নার্স নিয়োগ হলে গেলেও ইএসআই কর্তৃপক্ষ এখনও হাসপাতাল রাজ্যের হাতে তুলে দেননি। এ নিয়ে প্রশ্নে কেন্দ্রীয় শ্রমসচিব সুমিতা দাবওয়া জানান, তিনি লিখিত ভাবে উত্তর দেবেন। খাদ্যশস্যের মজুতের ক্ষেত্রে পাটের ব্যাগ বাধ্যতামূলক করার দাবিও তুলেছেন ঋতব্রত।

সময় বেঁধে দিল আমেরিকা

▸▸ রূপান্তরকামীদের চিহ্নিত করতে হবে ৩০ দিনের মধ্যে— আমেরিকান সেনাবাহিনীকে সময় বেঁধে দিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর আগে সরকারি নির্দেশিকা জারি করে ট্রাম্প জানান, সেনায় যোগ দিতে পারবেন না রূপান্তরকামীরা। সেই আদেশে বলা হয়েছিল, এক জন ব্যক্তি 'লিঙ্গ পরিচয়' নিয়ে 'দ্বন্দ্ব' থাকলে তা কখনওই সামরিক বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় কঠোর মান পূরণ করতে পারে না। এ বার পেন্টাগনের শীর্ষকর্তাদের ট্রাম্পের নির্দেশ, এক মাসের মধ্যে চিহ্নিত করতে হবে বাহিনীর কারা রূপান্তরকামী। তার পর থেকে ৩০ দিনের মধ্যে বাহিনী থেকে বরখাস্ত করতে হবে তাঁদের।

'ক্ষমা করুন'

▸▸ কানাডার অন্টারিয়োর রেস্তরাঁয় তখন ঠাসা ভিড়। সেখানে এসে কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের পরিচয় দিলেন আমেরিকার মিশিগানের দম্পতি বিল আর সারা। জানালেন, রেস্তরাঁয় তখন যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের খাবারের খরচ তাঁরা বহন করতে চান। কিন্তু কেন? ক্ষমতায় এসেই কানাডার পণ্যের উপরে শুল্ক বাড়িয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকান ওই দম্পতি কানাডার রেস্তরাঁর কর্মীদের বলেন, তাঁদের প্রেসিডেন্টের বিতর্কিত পদক্ষেপের জন্য এ ভাবেই তাঁরা ক্ষমা চাইতে চান কানাডাবাসীর কাছে।

চিনের অতিথি

▸▸ চিন তাদের মহাকাশ স্টেশনে প্রথম বিদেশি অতিথি হিসেবে পাঠাতে চলেছে পাকিস্তানের এক নভশ্চরকে। শুক্রবার একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সই হয়েছে দু'দেশের। ইসলামাবাদের সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ় শরিফ।

'সমঝোতা করুন', জ়েলেনস্কিকে ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৮ ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে প্রবল তরজায় জড়ালেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জ়েলেনস্কি। ক্যামেরার সামনে দুই রাষ্ট্রনেতার এমন বাক্যযুদ্ধ কার্যত নজিরবিহীন বলে মত কূটনীতিকদের।

ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ওয়াশিংটনের মসনদে ফেরার পর থেকেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকার নীতি বদলাচ্ছিল। ইউক্রেনকে দেওয়া সামরিক সাহায্য কাটছাঁট করেছে আমেরিকা। ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধরত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্ক ভাল। তিনি ইউক্রেন সঙ্কট মেটাতে চান বলেও আগেই বার্তা দিয়েছেন নয়া আমেরিকান প্রেসিডেন্ট।

এ দিন ওভাল অফিসে জ়েলেনস্কির সঙ্গে আলোচনার সময়ে কার্যত তাঁকে ধমকাতে থাকেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, "আপনারা সমঝোতা করুন। না হলে আমরা আপনাদের পাশ থেকে সরে দাঁড়াব। আপনারা বড় বিপদে পড়েছেন। এই লড়াইয়ে আপনারা জিতছেন না।"

একই সুরে জ়েলেনস্কি জবাব দেন, "আমরা আমাদের দেশেই রয়েছি। গোটা লড়াইয়ের সময়টা আমরা নিজেদের মনোবল বজায় রেখেছি। আপনাদের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছি।"

এর পরেও ট্রাম্প সুর চড়িয়ে বলেন, "আমার আশঙ্কা এ ভাবে চললে যে পরিস্থিতি খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আপনি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে জুয়া খেলছেন। আমাদের দেশকেও অপমান করছেন।"

ট্রাম্পের সঙ্গে তর্কে আগেই আমেরিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্সের সঙ্গে তর্ক হয় জ়েলেনস্কির। ভ্যান্স বলেন, "স্পষ্ট নেটাতে কূটনীতি প্রয়োজন।" জ়েলেনস্কি বলেন, "কেমন কূটনীতি?"

ভাইস প্রেসিডেন্টের পাশে দাঁড়িয়ে ট্রাম্প বলেন, "আমরা আপনাদের কোটি কোটি ডলার, অস্ত্র, মদত দিয়েছি। আমাদের অস্ত্র না পেলে দু'সপ্তাহের মধ্যে এই যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত।" জ়েলেনস্কি বলেন, "হ্যাঁ। দু'সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার কথাটা আমি পুতিনের কাছেও শুনেছি।"

সমস্যা সামলাতে পরে ভ্যান্স বলেন, "মতবিরোধ আছে। সেই মতবিরোধ মেটানোর চেষ্টা করি চলুন। আমেরিকান সংবাদমাধ্যমের সামনে লড়াই করে লাভ নেই। আমরা জানি আপনি (জ়েলেনস্কি) ভুল করেছেন।"

ট্রাম্প জবাবে বলেন, "আমার মনে হয় আমেরিকাবাসীর জানা উচিত কী হচ্ছে।" ট্রাম্পের বক্তব্য, "আপনাদের সেনার সংখ্যা কম। আর আপনি বলছেন যুদ্ধবিরতি চাই না। আপনাকে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে হবে।"

দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠক এতটাই উত্তপ্ত হয়েছিল যে তাঁদের যৌথ সাংবাদিক বৈঠকও বাতিল হয়ে যায়। রীতিমতো ক্রুদ্ধ জ়েলেনস্কি হোয়াইট হাউস ছেড়ে বেরিয়ে যান। সে সময় ট্রাম্পকে বলতে শোনা যায়, "শান্তির জন্য আপনি যখন মনঃস্থির করবেন, তখন আবার ফিরে আসবেন।" ট্রাম্প-জ়েলেনস্কি বাদানুবাদে পোল্যান্ড-সহ ইউরোপের কয়েকটি দেশ ইউক্রেনের পাশে দাঁড়িয়েছে।

সংবাদ সংস্থা

■ ভলোদিমির জ়েলেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাত ডোনাল্ড ট্রাম্পের। *রয়টার্স*

■ নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণাপত্র পাঠ করছেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। শুক্রবার ঢাকায়। *রয়টার্স*

গণপরিষদের ভোট চেয়ে ছাত্রদের নয়া দলের আত্মপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৮ ফেব্রুয়ারি: কোটা-বিরোধী আন্দোলন থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি হয়ে অবশেষে শুক্রবার বিকেলে আত্মপ্রকাশ করল বাংলাদেশের আরও একটি রাজনৈতিক দল— জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি (ন্যাশনাল সিটিজ়েন্স পার্টি)। ঘোষণাপত্র পাঠের মাধ্যমে এই নতুন দলের সূচনা করলেন শেখ হাসিনা সরকার উচ্ছেদে ছাত্রদের নেতৃত্ব দেওয়া নাহিদ ইসলাম— যাঁকে 'জুলাই অভ্যুত্থানের ইমাম' বলে ঘোষণা করা হল।

নাহিদের পাঠ করা ঘোষণাপত্রে 'দেশের বাকি রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে মিলে নতুন বাংলাদেশ গড়ার' অঙ্গীকার করা হলেও এমন বেশ কিছু প্রসঙ্গ রয়েছে, যা বাকিদের সঙ্গে বিভেদ রচনা করতে পারে। যেমন মুক্তিযুদ্ধের পরে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সংবিধানকে খারিজ করে নতুন একটি সংবিধান প্রণয়ন। ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, 'একটি গণতান্ত্রিক নতুন সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে আমাদের সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সব সম্ভাবনার অবসান ঘটাতে হবে। আমাদের সেকেন্ড রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার জন্য গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন আমাদের অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্য।' অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলি যখন বর্তমান সংবিধানের আওতায় দেশে সাধারণ নির্বাচন অথবা স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন করার জন্য মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারকে তাড়া দিচ্ছে, ছাত্রদের নতুন দল এই এনসিপি চাইছে নির্বাচন হোক গণপরিষদ গঠনের, যে গণপরিষদ নতুন একটি সংবিধান রচনা করবে।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে এনসিপির বিভিন্ন নেতা দাবি করেন, 'জুলাই অভ্যুত্থান' বাংলাদেশের পরিবারতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছে। দলের নেতা হাসনাত আবদুল্লা বলেন, "আমরা নিশ্চিত করতে চাই, এ দেশে পরিবারতন্ত্র কবরস্থ হয়েছে। এ দেশে কামারের ছেলে প্রধানমন্ত্রী হবে, এ দেশে কুমারের ছেলে প্রধানমন্ত্রী হবে। এ দেশে যোগ্যতার ভিত্তিতে নেতৃত্ব উঠে আসবে।" অতিথিদের জন্য রাস্তার উপরে বসানো পুরু গদির সোফায় গা এলিয়ে এই কথা শুনে কি কপাল কোঁচকালেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এবং যুগ্ম মহাসচিব শহীদউদ্দিন চৌধুরী অ্যানি? বিএনপি যদিও ছাত্রদের নতুন দল গঠনকে স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু তাদের ঘোষিত প্রধানমন্ত্রী মুখ কিন্তু জিয়া পরিবারের উত্তরাধিকারী, খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান। এনসিপির আহ্বায়ক, সরকারের উপদেষ্টার পদ ছেড়ে রাজনীতিতে অংশ নেওয়া ছাত্রনেতা নাহিদ ইসলাম বলেন, "ভারত ও পাকিস্তানপন্থী রাজনীতির আর ঠাঁই হবে না বাংলাদেশে। ভোটে জিতে কে সরকারে যাবে, বাংলাদেশের মানুষই ঠিক করবে।" ছাত্ররা ভারতপন্থী হিসেবে যাদের উল্লেখ করে, সেই আওয়ামী লীগের কেউ এ দিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন না স্বাভাবিক ভাবেই।

এনসিপির বিভিন্ন নেতা তাঁদের বক্তৃতায় আওয়ামী লীগ এবং 'মুজিববাদ'-কে বাংলাদেশ থেকে 'স্থায়ী ভাবে উৎখাত'-এর অঙ্গীকার জানিয়েছেন। কিন্তু চিহ্নিত পাকিস্তানপন্থী জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিঞা গোলাম পারওয়ার এবং দলটির নায়েবে আমির নুরুল ইসলাম বুলবুল অতিথি আসনের সামনের সারিতে বসে এনসিপি নেতাদের বক্তৃতা শুনেছেন। ছিলেন হাসিনা উচ্ছেদ আন্দোলনে অংশ নেওয়া অন্য ছোট দলগুলির নেতারাও। তবে কাল বিকেলে যমুনা ভবনে গিয়ে যাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন এনসিপির হবু নেতারা, সেই প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস আসেননি। আসেননি এখনও সরকারের উপদেষ্টার পদে থাকা দুই ছাত্রনেতা মাহফুজ আলম এবং আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াও। তবে মাস কয়েক পরে তাঁরা সরকার ছেড়ে দলের নেতৃত্বে আসবেন বলে শোনা যাচ্ছে। দলের ১৫১ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি যে একেবারেই প্রাথমিক এবং পদগুলিও অস্থায়ী তা জানিয়েছেন এনসিপির নেতারা।

ছাত্র সমন্বয়কদের এই দল গঠনের প্রক্রিয়াকে ঘিরে মানুষের মধ্যে মিশ্র আগ্রহ দেখা গিয়েছে। সমাজমাধ্যমে অনেকে তরুণদের রাজনীতিতে আসাকে স্বাগত জানালেও কেউ কেউ বলছেন— এখনই সমন্বয়কদের উৎপাতে জনজীবন ওষ্ঠাগত। দল গঠনের পরে তা কোন মাত্রায় পৌঁছবে?

ট্রাম্পের নির্দেশে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত বেআইনি: কোর্ট

মহুয়া সেন মুখোপাধ্যায়
● বস্টন

২৮ ফেব্রুয়ারি: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে আমেরিকার 'অফিস অব পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট' (ওপিএম) যে ভাবে কর্মী ছাঁটাই করছে, তা বেআইনি বলে রায় দিলেন সান ফ্রান্সিস্কোর এক আদালতের বিচারক। জেলা বিচারক উইলিয়াম অ্যালসাপের কথায়, "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনও আইনই ওপিএম-কে প্রতিরক্ষা-সহ বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মী ছাঁটাই করার ক্ষমতা দেয় না। ওপিএম শুধু নিজেদের দফতরের কর্মীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অন্যান্য দফতরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও এক্তিয়ার তাদের নেই।"

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পরে তাঁর নির্দেশে এই ওপিএম এবং ডিপার্টমেন্ট অব গভর্মেন্ট এফিশিয়েন্সি (ডিওজিই)— এই দু'টি দফতর ব্যাপক হারে সরকারি কর্মী বরখাস্ত করে চলেছে। আমেরিকার গোয়েন্দা দফতর এফবিআই থেকে শুরু করে বিভিন্ন দফতরে এক দিকে যেমন কর্মীদের স্বেচ্ছাবসরের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তেমনই শিক্ষানবিশ কর্মীদের হাতে সরাসরি ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইস্তফাপত্র। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস হারিয়েছে প্রায় ২৮০০ কর্মী, ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাগ্রিকালচার হারিয়েছে ৪৩০০ কর্মী, যাঁদের মধ্যে ৩৪০০ জন ন্যাশনাল ফরেস্ট সার্ভিসেসের দায়িত্বে ছিলেন এবং আমেরিকার প্রায় ২০ কোটি একর জমির দেখভাল করতেন তাঁরা। এ ছাড়া, ডিপার্টমেন্ট অব হাউসিং অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্টের ৫০ শতাংশ কর্মীদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টিরিয়র থেকে ২৩০০ জনের চাকরি গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে হাজার খানেক কর্মী আমেরিকার সুবিস্তৃত ন্যাশনাল পার্কগুলির তত্ত্বাবধান করতেন। ন্যাশনাল ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ সার্ভিসেসের প্রায় সমস্ত কর্মী চাকরি হারিয়েছেন।

এ ভাবে ছাঁটাইয়ের বৈধতা নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন সরকারি কর্মী ও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন। সানফ্রান্সিস্কোর জেলা আদালতে তেমনই একটি মামলা করেছিল পাঁচটি শ্রমিক ইউনিয়ন ও পাঁচটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সেই মামলার রায়েই বিচারক অ্যালসাপ এই মন্তব্য করেন। এই রায়কে 'জয়' বলে অভিহিত করলেও শ্রমিক ইউনিয়নগুলি যদিও পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে যথেষ্ট ওকাবিহাল নয়। আইনি বিশেষজ্ঞদের মতে, যাঁরা ইতিমধ্যেই কাজ হারিয়েছেন, তাঁদের কাজে পুনর্বহাল করার বিষয়ে কোনও রায় বিচারক দেননি। শুধু ওপিএম-এর পদক্ষেপ যে 'বেআইনি' সেটা উল্লেখ করেছেন। এর ফলে ভবিষ্যতে ওপিএম একই ধরনের পদক্ষেপ করার আগে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হবে।

শিক্ষানবিশ কর্মীরা, যে হেতু চাকরির 'প্রবেশন পিরিয়ডে' আছেন, তাই এঁদের চাকরি গেলে সরকারের পক্ষ থেকে এঁদের কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। প্রসঙ্গত, একই সংস্থার অধীনে, সম্প্রতি বিভাগ পাল্টালে বা পদোন্নতি হয়ে অন্য ভূমিকা নিলে সেটাকেও 'প্রবেশনাল' মনে করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার সরকারি কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। আর প্রায় ৭৫ হাজার কর্মী সরকারের দেওয়া স্বেচ্ছাবসরের শর্ত মেনে নিয়ে আর্থিক ক্ষতিপূরণ নিয়ে চাকরি থেকে পদত্যাগ করেছেন। যেমন, আমেরিকান নৌবাহিনীর প্রাক্তন সেনা গ্রেগরী হাউস। এক টিভি সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন, প্রবেশন পিরিয়ডের মাত্র ছ'সপ্তাহ বাকি ছিল। গত সাড়ে ১০ মাস ধরে কাজের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রচুর প্রশংসাও পাচ্ছিলেন। গত সপ্তাহে হঠাৎ হাতে পেলেন ইস্তফাপত্র।

তবে প্রতিবাদ হচ্ছে। যে সব সরকারি দফতরে বিপুল ছাঁটাই হয়েছে, সেই দফতরগুলি থেকে প্রায় আশিটি মামলা করা হয়েছে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন আদালত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। যেমন রায় দিল সান ফ্রান্সিস্কোর আদালত। আপাতত, চাকরি হারানোর বিরুদ্ধে আদালতের উপরে নির্ভর করা ছাড়া আমেরিকাবাসীর আর কোনও উপায় নেই।

এক নজরে

বিমায় বিক্ষোভ

▸▸ বিমা শিল্পে ১০০% প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বাজেটে। তা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে বিক্ষোভ দেখাল সাধারণ বিমা কর্মী ও অফিসারদের ১৬টি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরাম অব ট্রেড ইউনিয়ন্স। ন্যাশনাল ফেডারেশন অব জেনারাল ইনশিয়োরেন্স এমপ্লয়িজ়ের সম্পাদক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বিমা সংস্থাগুলিতে কয়েক হাজার পদ খালি পড়ে। গ্রাহকের স্বার্থে তাতেও নিয়োগ জরুরি।

নজর রূপায়ণে

▸▸ অ্যাডভান্টেজ অসম ২.০ শিল্প সম্মেলনে পাঁচ বছরের জন্য ৫.১৮ লক্ষ কোটি টাকা লগ্নির চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে অসম, যা রাজ্য জিডিপির প্রায় ৮০%। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান, বড় চ্যালেঞ্জ সেগুলির বাস্তবায়নে বিনামূল্যে জমির ব্যবস্থা করা। আশা, রফাসূত্র বার হবে। মন্ত্রীর দাবি, প্রথম সম্মেলনে ১.৫ লক্ষ কোটির প্রস্তাবের ৫০% রূপায়ণ হয়েছে। এ বার লক্ষ্য ৮০%।

বন্ধ হচ্ছে স্কাইপ

▸▸ ভিডিয়ো কল পরিষেবা স্কাইপ বন্ধ করতে চলেছে মাইক্রোসফট। ২০১১ সালে সংস্থাটিকে ৮৫০ কোটি ডলারে কিনেছিল তারা। মে মাসে স্কাইপ বন্ধ করে কিছু পরিষেবাকে মাইক্রোসফট টিম্‌স-এর আওতায় আনবে বলে শুক্রবার জানিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাটি। উল্লেখ্য, এস্টোনিয়ায় ২০০৩-এ তৈরি হয়েছিল স্কাইপ।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	৮৫,১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	৮৫,৫৫০
হলমার্ক সোনার গহনা (৯১৬/২২ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	৮১,৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৩,৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৩,৮৫০

(দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা)

ডলার, পাউন্ড, ইউরোর বিনিময় হার

	ক্রয় মূল্য	বিক্রয় মূল্য
১ ডলার	৮৬.৮৮	৮৭.৯৭
১ পাউন্ড	১০৮.৫৮	১১১.৫৩
১ ইউরো	৮৯.৪৮	৯২.২১

(স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার দর)

শেয়ার সূচক

সেনসেক্স: ৭৩,১৯৮.১০ (↓১৪১৪.৩৩)
বিএসই ১০০: ২২,৯৭৮.৭৮ (↓৪৭৭.৫৭)
নিফ্‌টি: ২২,১২৪.৭০ (↓৪২০.৩৫)

পিএফের বিমায় একগুচ্ছ সুবিধা
সুদ রইল ৮.২৫ শতাংশেই

নিজস্ব সংবাদদাতা

ইডিএলআই-তে সুবিধা

- ■ পিএফের এই জীবন বিমায় ২.৫ লক্ষ থেকে ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মেলে। কর্মরত অবস্থায় মারা গেলে কর্মীর পরিবার তাঁর জমা ও পিএফে সদস্য পদের মেয়াদের নিরিখে তা পান।
- ■ আগে পিএফে যোগ দিয়ে এক বছর কাজের পরে কেউ মারা গেলে বিমার টাকা মিলত। এ বার এক বছরের মধ্যে মারা গেলেও মিলবে ন্যূনতম ৫০,০০০ টাকা।
- ■ চাকরি বদলালে দ্বিতীয় চাকরি পেতে এক দিন দেরি হলেও প্রথমটির ইডিএলআইয়ের মেয়াদ ধরে বিমার টাকা হিসাব হত না। নতুন করে অঙ্ক কষতে হত। এ বার থেকে সর্বোচ্চ দু'মাস পর্যন্ত ব্যবধান থাকলেও নতুনটির সঙ্গে আগের চাকরির মেয়াদ যোগ করে কর্মীর বিমার টাকা দেওয়া হবে।
- ■ কারও পিএফ তহবিলে কোনও সময় টাকা জমা না পড়লে সেই সময় বিমার সুবিধা মিলত না। এ বার ছ'মাস পর্যন্ত পিএফের টাকা জমা না হলেও মিলবে ইডিএলআইয়ের সুবিধা।

রোজকার জরুরি পণ্য, খাবার, যাতায়াত, চিকিৎসা-সহ জীবনযাপনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির কোপে কমছে সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয়। শুকিয়ে আসছে সঞ্চয়। এই পরিস্থিতিতে গত অর্থবর্ষের থেকে বেশি সুদের দাবি উঠেছিল আগেই। তবে তা শেষ পর্যন্ত টেকেনি। গত অর্থবর্ষের ৮.২৫ শতাংশেই স্থির রইল চলতি অর্থবর্ষে কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ডে (ইপিএফ) গ্রাহকের জমা টাকার উপর সুদের হার। শুক্রবার শ্রম মন্ত্রক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শ্রমমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যের নেতৃত্বে নয়াদিল্লিতে অছি পরিষদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে সুদ স্থির থাকলেও, পিএফের আওতায় কর্মী বিমা প্রকল্প ইডিএলআই-এ (ইমপ্লয়িজ় ডিপোজ়িট লিঙ্কড ইনশিয়োরেন্স) যোগ করা হয়েছে বেশ কিছু সুবিধা।

অছি পরিষদের সদস্য এবং টিইউসিসি-র জেনারেল সেক্রেটারি এস পি তিওয়ারি বলেন, "কমপক্ষে ৮.৩০% সুদ চেয়েছিলাম। পিএফ তহবিল লগ্নি করে যা আয় হয়েছে তার থেকে ৮.২৫% সুদ দেওয়ার পরেও ৫৮০০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে এ বার। ৮.৩০% দিলে থাকত ৪৫০০ কোটি। কিন্তু মন্ত্রীর দাবি, দু'টি কারণে সুদ বাড়ানো হয়নি। একে তো শেয়ার বাজার পড়ছে। ফলে তহবিলের যে অংশ সেখানে খাটে, সেখান থেকে আয় কমবে। তার উপর এমন কিছু সংস্থার ঋণপত্রে পিএফ তহবিলের একাংশ লগ্নি হয়েছে, যেগুলি আর্থিক সঙ্কটে ডুবে দেউলিয়া আদালতে গিয়েছে। সেই লগ্নি থেকে ১৫০০ কোটির মতো লোকসান হতে পারে।"

সর্বত্র কমতে থাকা সুদের হার ও শেয়ার বাজারের অনিশ্চয়তাকে সুদ স্থির রাখার কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন মন্ত্রী, দাবি অছি পরিষদের সদস্য সিটুর প্রতিনিধি আর কারুমালয়নেরও। তাঁর কথায়, "মন্ত্রীর যুক্তি, পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গেলেও যাতে আগামী অর্থবর্ষে ন্যূনতম ৮.২৫% সুদ দেওয়া যায়, তার জন্য হাতে কিছুটা উদ্বৃত্ত তহবিল রাখতে চায় কেন্দ্র।"

ইউটিইউসি-র জেনারেল সেক্রেটারি এবং আঞ্চলিক পিএফ কমিটির সদস্য অশোক ঘোষের অবশ্য আক্ষেপ, "চড়া মূল্যবৃদ্ধির বাজারে প্রকৃত আয় কমেছে। কর্মীদের সঞ্চয়ের প্রধান জায়গা পিএফ। আশা ছিল এ বছর অন্তত ৮.৫০% সুদ মিলবে। তা না হওয়ায় আমরা হতাশ।"

শ্রম মন্ত্রকের দাবি, সাত কোটির বেশি পিএফ সদস্য স্থায়ী আয়ের অন্যান্য বহু মাধ্যমের তুলনায় অনেক বেশি রিটার্ন পাচ্ছেন। যা স্থিতিশীলও। ফলে সঞ্চয় নিশ্চিত ভাবে বাড়বে। তার উপর ইপিএফের সুদের আয়ে নির্দিষ্ট অঙ্ক পর্যন্ত করছাড়ের সুবিধাও পাওয়া যায়। ৮.২৫% সুদের প্রস্তাব চূড়ান্ত হবে অর্থ মন্ত্রকের সায় পেলে।

শেয়ার বাজারে ধস, সেনসেক্স নামল ১৪১৪ পয়েন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা

লাগাতার জমি হারাচ্ছে শেয়ার বাজার। শুক্রবার নামল ধস। সেনসেক্স পড়ল ১৪১৪.৩৩। নামল ৭৩,১৯৮.১০ অঙ্কে। লগ্নিকারীদের শেয়ার সম্পদ এক দিনেই কমল প্রায় ৯ লক্ষ কোটি টাকা। নিফ্‌টি ৪২০.৩৫ খুইয়ে থিতু হয়েছে ২২,১২৪.৭০-এ।

বিশেষজ্ঞ আশিস নন্দীর দাবি, ট্রাম্প শুল্ক নিয়ে ঠিক কী কৌশলে এগোবেন, তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। কানাডা, মেক্সিকোয় আপাতত বসাবেন না বলেছিলেন। এখন বলছেন এ মাসে বসবে। চিনা পণ্যেও আগে ১০% বসিয়ে, এখন আরও ১০% বসাচ্ছেন। অন্যান্য দেশকেও হুমকি দিচ্ছেন। এর ফলে তৈরি হওয়া আন্তর্জাতিক অস্থিরতা ভারতের আর্থিক বৃদ্ধিতেও বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। অন্য দিকে, দেশের অর্থনীতিতেও এসেছে ঝিমুনি। শিল্প সংস্থাগুলির আর্থিক ফল ভাল হয়নি। বাজারে চাহিদা নেই। মূল্যবৃদ্ধির চাপ বহাল। এ দিক থেকেও জিডিপি যতটা বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছিল, ততটা হবে কি না সংশয় তৈরি হয়েছে। এ সবের প্রভাবই পড়ছে শেয়ার বাজারে।

দাম কমল না তেল-গ্যাসের

বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেল নেমেছে ব্যারেল পিছু ৭৩ ডলারে। তবে দেশের বাজারে কমল না পেট্রল-ডিজ়েলের দাম। শুক্রবার রাতে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি জানাল, মার্চেও তা একই থাকছে। ফলে কলকাতায় আইওসি-র পাম্পে পেট্রল থাকছে লিটারে ১০৫.০১ টাকা, ডিজ়েল ৯১.৮২ টাকা। বদলায়নি বাড়িতে রান্নার জন্য ১৪.২ কেজির গ্যাস সিলিন্ডার কিনতে গৃহস্থের খরচও। কলকাতায় তা ৮২৯ টাকা। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, বিশ্ব বাজারে জ্বালানি সস্তা হওয়ায় এ বারও দাম কমার প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। একাংশের অভিযোগ, অতীতেও নানা সময় রান্না ও পরিবহণ জ্বালানির বেশ খানিকটা দাম ছাঁটার সুযোগ খুলেছে। কিন্তু তা কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে সে ভাবে সুরাহা দেওয়া হয়নি। বিশেষজ্ঞদের অনেকে অবশ্য টাকার নিরিখে ডলারের চড়া দামের জেরে আমদানির খরচ বৃদ্ধির দিকে আঙুল তুলছেন। এরই মধ্যে হোটেল-রেস্তরাঁয় রান্নার কাজে ব্যবহারের ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার এ মাসে ৬ টাকা বেড়েছে। তার দাম দাঁড়িয়েছে ১৯১৩ টাকা।

নিজস্ব সংবাদদাতা

গ্রামে নজর জরুরি: রমেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন

দেশে চাহিদা কমা এবং বেড়ে চলা অসাম্যের জন্য কেন্দ্রের দিকে ফের আঙুল তুলল কংগ্রেস। বিরোধী দলটির দাবি, 'বন্ধু শিল্পপতিদের' সাহায্য করার পথ থেকে সরে এসে জোর দেওয়া উচিত ঠিকঠাক নীতি তৈরিতে। যাতে মানুষের হাতে কেনাকাটার বাড়তি ক্ষমতা আসে। আর তার সূত্রপাত গ্রামীণ অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করার মাধ্যমেই শুরু করতে হবে বলে মত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশের।

সম্প্রতি লগ্নিকারী সংস্থা ব্লুম ভেঞ্চার্সের 'ইন্দাস ভ্যালি বার্ষিক রিপোর্ট, ২০২৫'-এ অর্থনীতি নিয়ে আশঙ্কার কথা জানানো হয়েছে। তা তুলে ধরে শুক্রবার এক্স-এ রমেশের বার্তা, অর্থনীতির ছবিটা উজ্জ্বল নয়। কারণ, রিপোর্ট বলছে, ভারতে বিভিন্ন খাতে মাথাপিছু ব্যয় ১৪৯৩ ডলার। যা চিনের তিন ভাগের এক ভাগেরও কম। দু'চাকার গাড়ি, এসি, স্বল্পমেয়াদি ভোগ্যপণ্য ইত্যাদির খরচ নামমাত্র। ৩ কোটি পরিবার শখের জিনিস কেনার ক্ষমতা রাখে। আরও ৭ কোটি কিছু পণ্য কিনতে পারে। ২০.৫ কোটি (যেখানে ১০০ কোটি মানুষ থাকেন) শখের পণ্য কিনতে পারেন না।

কংগ্রেস নেতার দাবি, চিন্তার বিষয় হল দেশে কেনাকাটা করা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে না। মূলত চাহিদা তৈরি হয়েছে বিত্তবানদের মধ্যে। বরং আগের থেকে অনেক বেশি অসাম্য বেড়েছে। রমেশের বক্তব্য, এই অবস্থায় একশো দিনের কাজে মজুরি বৃদ্ধি করা, মানুষের কেনাকাটার ক্ষমতা বাড়ানো, গ্রামীণ অর্থনীতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ খোঁজা আরও বেশি করে দরকার।

জটে আটকে পলি পার্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা

সাঁকরাইলের পরে উলুবেড়িয়া এবং দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ধারে দু'টি প্লাস্টিক বা পলি পার্ক তৈরির কথা বছর দেড়েক আগেই বলেছিলেন ইন্ডিয়ান প্লাস্টিক ফেডারেশনের কর্তারা। শুক্রবার তাঁদের এক জন অলোক টিবরেওয়াল জানান, উলুবেড়িয়ার পার্কের কাজ আইনি জটে আটকে রয়েছে। হাই কোর্টে মামলা চলছে। ফলে কবে ফের কাজ শুরু হবে বলা যাচ্ছে না। আর দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের পাশেরটিতে কাজ শুরুই হয়নি। তবে সেখানে সমস্যা কী, তা স্পষ্ট করেননি অলোক। যদিও জানান, লগ্নিকারীরা জমি কিনেছেন। এখন সাঁকরাইলে ১০০ একর জমিতে রাজ্যের একমাত্র প্লাস্টিক পার্কটি অবস্থিত।

অলোকের দাবি, রাজ্যে যে বেসরকারি শিল্পতালুকগুলি রয়েছে, তাতে বেশির ভাগ সংস্থাই প্লাস্টিক ক্ষেত্রের। ফলে এই ক্ষেত্র পিছিয়ে নেই। তবে রাজ্যের তরফে সব রকম সহায়তা সত্ত্বেও দু'টি পলি পার্কের কাজ আটকে থাকা নিয়ে আক্ষেপ করেন তিনি। বলেন, "এটি একটি নেতিবাচক ঘটনা।" ইন্ডিয়ান প্লাস্টিক ফেডারেশনের সভাপতি ললিত আগরওয়ালের কথায়, "বর্তমানে বাংলায় প্লাস্টিক ক্ষেত্রের মোট ব্যবসা ৩৫,০০০ কোটি টাকার। সারা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এর ব্যবহার বাড়ছে রাজ্যে। এখানকার মোট জিডিপির বড় অংশ আসে এই ক্ষেত্র থেকে। কর্মী ৬ লক্ষের বেশি।" পাশাপাশি তিনি এটাও জানান, প্লাস্টিক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে আগামী ২-৩ বছরে আরও ৩০০০ কোটি টাকা লগ্নি এবং ২ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলকাতা
কলকাতা শনিবার ১ মার্চ ২০২৫

০১.০৩.১৯৫২

মোহনবাগান মাঠে চলচ্চিত্র জগতের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তিন অভিনেত্রী। অনুভা গুপ্ত, মঞ্জু দে এবং শোভা সেন।

এক নজরে

সাসপেন্ড পুর আধিকারিক

ছুটি বিতর্কে কলকাতা পুরসভার শিক্ষা বিভাগের চিফ ম্যানেজারকে সাসপেন্ড করলেন কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, বিশ্বকর্মা পুজোর ছুটির পরিবর্তে ইদের জন্য দু'দিন ছুটি দেওয়ায় বিতর্ক বাধে। পুর কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ছুটির বিজ্ঞপ্তি দেওয়ায় গত বুধবার পুর শিক্ষা বিভাগের চিফ ম্যানেজারকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। নিয়ম অনুযায়ী, তিন দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জবাব পেয়ে পুর কর্তৃপক্ষ তাতে অসন্তুষ্ট হলে তবেই সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে সাসপেন্ড করা যায়। পুর আধিকারিকদের একাংশের অভিযোগ, শিক্ষা বিভাগের চিফ ম্যানেজারকে সেই সুযোগ না দিয়ে আগেভাগে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ''কোনও ছুটি বাতিল করা হয়নি। ওই অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।'' পুর আধিকারিকদের একাংশের প্রশ্ন, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার জন্যই কি তাঁকে তড়িঘড়ি সাসপেন্ড করা হল? যদিও এ বিষয়ে পুর কর্তৃপক্ষের তরফে সদুত্তর মেলেনি।

আত্মীয়ের দেহ আনতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত যুবক, জখম ভাই

নিজস্ব সংবাদদাতা

বিদ্যাসাগর সেতুতে উল্টে পড়ে রয়েছে দুর্ঘটনার কবলে পড়া স্কুটি। রাস্তায় পড়ে জখম এক যুবক। আর এক জখম যুবক তাঁকে ডাকছেন ওঠার জন্য। কিন্তু সেই যুবক আর ওঠেননি। শুক্রবার সকালে হেস্টিংস থানা এলাকার বিদ্যাসাগর সেতুতে একটি লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় স্কুটি-আরোহী দাদার। জখম হয়েছেন স্কুটির চালক ভাই। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম মনোজকুমার সাউ (৪৬)। জখম ভাইয়ের নাম অমরনাথ সাউ। তাঁদের বাড়ি হাওড়ার বনবিহারী বসু রোডে। লরিটিকে ধরা যায়নি।

হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বৃহস্পতিবার রাতে হাসপাতালে মারা যান অমরের শ্বশুর শৈলেন্দ্র সাউ। এ দিন সকাল সাতটা নাগাদ অ্যাম্বুল্যান্সে তাঁর দেহ হাওড়ার বাড়ির উদ্দেশে পাঠিয়ে ফিরছিলেন দুই ভাই। অ্যাম্বুল্যান্সটি ছিল বেশ খানিকটা আগে। পিছনে স্কুটি চালিয়ে আসছিলেন মনোজ ও অমর। সেই সময়ে দ্রুত গতিতে আসা লরিটি পিছন থেকে স্কুটিতে ধাক্কা মারলে উল্টে যায় সেটি। চালক অমর এবং আরোহী মনোজ রাস্তার দু'দিকে ছিটকে পড়েন। মনোজের মাথার উপর দিয়ে চলে যায় লরি। দুই ভাইকে উদ্ধার করে পিজিতে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মনোজকে মৃত ঘোষণা করেন। ৩২ বছরের অমরকে চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কাঁধ এবং পায়ে আঘাত লেগেছে।

মনোজদের বাড়িতে রয়েছেন বৃদ্ধা মা লক্ষ্মী সাউ, মনোজের স্ত্রী পিঙ্কি, অমরের স্ত্রী কবিতা এবং অমর-কবিতার ন'বছরের মেয়ে অমৃতা। মনোজ হাওড়া জুটমিলের কর্মী ছিলেন। অমর বেসরকারি সংস্থার কর্মী। তিনি জানান, সম্প্রতি তাঁর শ্বশুরের বাইপাস অস্ত্রোপচার হয়েছিল। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি মারা যান। অমর বলেন, ''আমি স্কুটি চালাচ্ছিলাম। বিদ্যাসাগর সেতুর উপরে পিছন থেকে দ্রুত

মনোজকুমার সাউ

গতিতে এসে একটি লরি স্কুটিকে ডান দিকে চেপে দেয়। ওভারটেক করার সময়ে লরির পিছনের অংশ স্কুটির হাতলে লাগায় স্কুটিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। আমি আর দাদা দু'দিকে ছিটকে পড়ি। লরির চাকা দাদার মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। দাদার মাথার হেলমেট লরির চাকায় আটকে যায়।'' তিনি আরও বলেন, ''প্রথমে ভেবেছিলাম, দাদার আঘাত গুরুতর নয়। তাই দাদাকে ডাকছিলাম 'ওঠ ওঠ, এইটুকু চোটে কী শুয়ে আছিস'? পরের মুহূর্তেই রক্ত দেখে জ্ঞান হারাই।''

অমরের এক আত্মীয় জানান, সেই সময়ে ওই রাস্তা দিয়ে গাড়িতে এক চিকিৎসক যাচ্ছিলেন। তিনিই গাড়ি থেকে নেমে অমরকে জল দেন। পুলিশে খবর দেন। পুলিশ দুই ভাইকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রের খবর, সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে লরিটি চিহ্নিত করা হয়েছে। লরি ও চালকের খোঁজে তল্লাশি চলছে। দুর্ঘটনার তদন্তভার নিয়েছে ট্র্যাফিক পুলিশের ফেটাল স্কোয়াড।

দুর্ঘটনার খবর পৌঁছতেই এলাকায় শোকের ছায়া নামে। আগের রাতেই মারা গিয়েছেন স্বামী। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছেলের মৃত্যুর খবর শোনার পর থেকে যেন নিজের মধ্যেই নেই মনোজদের মা লক্ষ্মী সাউ। স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনে জ্ঞান হারাচ্ছেন পিঙ্কি। চন্দন প্রসাদ নামে এক প্রতিবেশী বলেন, ''খবরটা আসার পর থেকে বিশ্বাস করতে পারছি না। খুব পরোপকারী ছিলেন মনোজ।''

অপরিচ্ছন্ন: ৯ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছে কলকাতা বইমেলা। মাস শেষ হলেও এখনও করুণাময়ী মেলা প্রাঙ্গণে হয়নি সাফাইয়ের কাজ। ছবি: স্নেহাশিস ভট্টাচার্য

তরুণী বধূকে অ্যাসিড হামলা, ধৃত পড়শি

নিজস্ব সংবাদদাতা

বেশ কিছু দিন ধরেই ভাড়াটে তরুণী বধূকে উত্ত্যক্ত করছিল আর এক ভাড়াটে যুবক। এর পরে ফোন নম্বর চাইলে তা দিতে রাজি হননি ওই তরুণী। শুক্রবার তিনি ঘরের উঠোনে কাজ করার সময়ে আচমকাই পিছন থেকে তাঁর গায়ে অ্যাসিড ঢেলে দেয় ওই যুবক। তাতে তরুণীর মাথা, মুখ ও গলার খানিকটা অংশ ঝলসে যায়।

এ দিন অ্যাসিড হামলার এই ঘটনাটি ঘটেছে রহড়ায়। হামলার পরে অভিযুক্ত যুবক সুরজিৎ দেবনাথ চম্পট দিলেও পরে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। ব্যারাকপুর সিটি পুলিশের সহকারী নগরপাল (ঘোলা) তনয় চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''তরুণীর পরিবারের তরফে অভিযোগ পেয়েই অভিযুক্তের খোঁজ শুরু হয়। তাকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।''

পুলিশ সূত্রের খবর, রহড়া থানা এলাকার একটি বাড়িতে বছরখানেক ধরে স্বামী ও সন্তানকে নিয়ে ভাড়া রয়েছেন ওই তরুণী। সেই বাড়িতেই মাকে নিয়ে ভাড়া থাকত সুরজিৎ। অভিযোগ, বেশ কয়েক মাস ধরেই ওই তরুণীকে বিরক্ত করছিল সুরজিৎ। বিভিন্ন ভাবে সে কুপ্রস্তাব দিচ্ছিল ওই বধূকে। দিনকয়েক আগে তরুণীর ফোন নম্বর দিতে হবে বলে চাপ দিতে শুরু করে ওই যুবক। তাতে আপত্তি জানান তরুণী।

এ দিন সকালে ঘরের উঠোনে কাজ করছিলেন ওই তরুণী। সেই সময়ে পিছন দিক থেকে এসে তাঁকে আক্রমণ করে সুরজিৎ। বোতলে আনা অ্যাসিড ঢেলে দেয় তরুণীর মাথায়, মুখে। তরুণীর চিৎকারে স্থানীয়েরা এসে তাঁকে তড়িঘড়ি বি এন বসু হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেন। তরুণীর স্বামী বলেন, ''আমি কাজে গিয়েছিলাম। ভাইপো ফোন করে খবর দেয়। সুরজিতের সঙ্গে কোনও ঝামেলা ছিল না। তবে, খুব একটা কথাও ওদের সঙ্গে বলতাম না।''

তাঁর অভিযোগ, ''বাড়িতে কারও না থাকার সুযোগে সুরজিৎ পিছন থেকে এসে আমার স্ত্রীর গলা টিপে ধরে অ্যাসিড ঢেলে দেয়।'' অন্য দিকে, হাসপাতাল সূত্রের খবর, তরুণীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। মিউরিয়েটিক অ্যাসিড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হওয়ায় বড়সড় ক্ষতি হয়নি। তবে, এখন চিকিৎসা চলবে।

বইমেলার জঞ্জালে ভরে আছে মাঠ, সাফাইয়ের দায় নিয়ে চাপান-উতোর

নিজস্ব সংবাদদাতা

হাওয়ায় উড়ছে থার্মোকল, প্লাস্টিক, কাগজ। তা-ও আবার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার সদর দফতরের উল্টো দিকে। সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে বইমেলার মাঠ এখন যেন আঁস্তাকুড়। রাস্তা থেকেই দেখা যাচ্ছে, মাঠের বিভিন্ন জায়গায় পড়ে রয়েছে আবর্জনা। যার জেরে দৃশ্য দূষণও তৈরি হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সল্টলেকের বাসিন্দারাও।

প্রশাসন সূত্রের খবর, পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের ওই জায়গা দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছে কেএমডিএ। বইমেলা প্রাঙ্গণের উল্টো দিকেই উন্নয়ন ভবনে কেএমডিএ-র সদর দফতর। তাদের চোখের সামনেই মেলা প্রাঙ্গণ কেন দিনের পর দিন এই অবস্থায় পড়ে রয়েছে, সেই প্রশ্ন উঠেছে। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা শেষ হয়ে গেলেও মেলার আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়নি এখনও। তাই জঞ্জালে ভরে রয়েছে সল্টলেকের করুণাময়ী সংলগ্ন বইমেলা প্রাঙ্গণ। বিষয়টি নিয়ে অসন্তুষ্ট 'পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড'-ও। তাদের দাবি, তারাও অন্তত দু'-তিন বার বিধাননগর পুরসভাকে চিঠি দিয়ে আবর্জনা সাফাই করতে বলেছে। গিল্ডের কর্তা ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''মেলা প্রাঙ্গণে আমাদের অফিস রয়েছে। আবর্জনার কারণে সেটি ব্যবহার করা যাচ্ছে না। আমরা বিধাননগর পুরসভাকে অনুরোধ করেছি, যাতে আবর্জনা সাফাই করে দেওয়া হয়। ওরা প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। সম্ভবত শনিবার থেকেই ওরা সাফাই শুরু করবে।''

করুণাময়ী বাস স্ট্যান্ড ও বন দফতরের সেন্ট্রাল পার্কের পাশেই এই বইমেলা প্রাঙ্গণ। বিধাননগর মেলা ও বইমেলা ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি কয়েকটি মেলা হয় সেখানে। গত ৯ ফেব্রুয়ারি বইমেলা শেষ হয়েছে। তার পর থেকেই মেলার মাঠ ওই দশায় পড়ে রয়েছে। এক দুপুরে সেখানে পৌঁছে দেখা গেল, গেটে তালা। তবে, এ দিক-সে দিক দিয়ে কয়েক জন কাগজকুড়ানি মাঠে ঢুকে প্লাস্টিক, থার্মোকল, পিসবোর্ড সংগ্রহ করছেন। অন্যান্য সময়ে ওই মাঠ পরিচ্ছন্নই থাকে। কিন্তু এ বার এত দিন ধরে আবর্জনা পড়ে থাকায় অনেকেই বিরক্ত।

যদিও ওই আবর্জনা কারা সাফাই করবে, তার স্পষ্ট উত্তর মেলেনি। বিধাননগর পুরসভার জঞ্জাল সাফাই বিভাগের দাবি, তাদের কাজ ছিল মেলা চলাকালীন মাঠ সাফাই করা। তা তারা করেছে। জায়গাটি যে হেতু পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের, তাই তারা নির্দেশ দিলে সাফাইয়ের কাজ করবে পুরসভা। ওই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ দেবরাজ চক্রবর্তী বলেন, ''এমনিতে মেলার মাঠ আমাদের সাফাই করার কথা নয়। জায়গাটি পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের। তবে তারা যদি বলে, তা হলে অবশ্যই মাঠ পরিষ্কার করা হবে।'' যদিও গিল্ডের দাবি, আবর্জনা সাফাই করার কথা বিধাননগর পুরসভারই।

আবার পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের এস্টেট বিভাগ জানিয়েছে, বইমেলা প্রাঙ্গণ দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে কেএমডিএ-কে। এক আধিকারিকের দাবি, কেএমডিএ আবর্জনা পড়ে থাকার বিষয়টি জানে। তারা এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে। তবে, পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, ''বইমেলা প্রাঙ্গণ বিধাননগর পুরসভাকেই পরিষ্কার করতে হবে। ওদের সে ভাবেই নির্দেশ দেওয়া আছে।''

মধ্যমগ্রাম-কাণ্ডে মেয়ের পিসিশাশুড়ির পা কাটে নার্সের কাজ জানা মা

প্রবাল গঙ্গোপাধ্যায়

মধ্যমগ্রাম-কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আনল পুলিশ। অসমের যোরহাটের বাসিন্দা সুমিতা ঘোষের দেহ যে ভাবে ট্রলি ব্যাগে বন্দি অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, তা দেখে আঁতকে উঠেছিলেন অনেকেই। ট্রলি ব্যাগে সুমিতার দেহ ভরতে তাঁর পা গোড়ালি থেকে কেটে ফেলা হয়েছিল। তদন্তকারীরা জেনেছেন, সেই পা কাটার কাজ করেছিল প্রধান অভিযুক্ত ফাল্গুনীর মা আরতি ঘোষ। তদন্তে জানা গিয়েছে, এক সময়ে নার্সের কাজ করত সে।

গত মঙ্গলবার কুমোরটুলি ঘাটের কাছ থেকে সুমিতার রক্তাক্ত দেহ-বন্দি ট্রলি ব্যাগটি উদ্ধার হয়। তদন্তে জানা যায়, গত রবিবার বিকেলে ফাল্গুনীদের মধ্যমগ্রামের দক্ষিণ বীরেশপল্লির বাড়িতেই খুন হয়েছিলেন সুমিতা। তিনি ফাল্গুনীর পিসিশাশুড়ি। বাড়ি থেকে সুমিতার দেহ ট্রলি ব্যাগে ভরে এনে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আরতি ও ফাল্গুনী পালাতে চেয়েছিল বলে অভিযোগ। তাদের গ্রেফতারের পরে কলকাতা পুলিশ তদন্তে জানতে পারে, বচসা চলাকালীন প্রথমে ফাল্গুনী সুমিতাকে দেওয়ালে ধাক্কা মারে। মাথায় আঘাত পেয়ে সুমিতা সংজ্ঞা হারান। পরে তাঁর জ্ঞান ফিরলে ইট দিয়ে বেপরোয়া ভাবে আঘাত করে সুমিতাকে খুন করে ফাল্গুনী। দেহ ট্রলি ব্যাগে ভরে পাচার করতে সমস্যা হওয়ায় তাঁর পা কেটে দেহটি ছোট করা হয়।

মা ও মেয়েকে কলকাতা পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার পরে বর্তমানে তারা জেলে রয়েছে। এ বার মামলা হাতে পেয়েছে মধ্যমগ্রাম থানা তথা বারাসত পুলিশ জেলা। সেই সূত্রের খবর, কলকাতা পুলিশের থেকে বারাসত পুলিশ জেলার কাছে যা তথ্য এসেছে, তাতে সুমিতার পা গোড়ালি থেকে কাটে আরতি। সে এক সময়ে নার্সের কাজ করত। দক্ষিণ বীরেশপল্লিতেও আরতি আয়ার কাজ খুঁজছিল। এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, ''আরতি নার্সের কাজ করত। মানব শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে তার ধারণা রয়েছে। তার পক্ষে গোড়ালি কাটার কাজ অস্বাভাবিক নয়। তবে, সে মেয়েকে বাঁচাতে দোষ নিজের উপরে নিচ্ছে কিনা, তা-ও খতিয়ে দেখা হবে। সবটাই করা হবে দু'জনকে হেফাজতে নেওয়ার পরে।'' ইতিমধ্যেই মধ্যমগ্রাম থানা আদালত থেকে অনুমতি পেয়েছে জেলে দু'জনের জন্য শনাক্তকরণ (টিআই) প্যারেড করার।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতেই দক্ষিণ বীরেশপল্লির বাড়িতে ফরেন্সিক দল নমুনা সংগ্রহে গিয়ে একটি ইট উদ্ধার করেছিল। সেটি দিয়েই সুমিতার মাথায় ও ঘাড়ে আঘাত করা হয়েছিল বলে পুলিশের দাবি। পুলিশের আরও দাবি, ফাল্গুনী ও আরতি জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে, বঁটি দিয়ে তারা সুমিতার পা কেটে সেটি স্থানীয় পুকুরে ফেলে দেয়। দু'জনকে হেফাজতে নিয়ে পুকুর থেকে সেই বঁটি উদ্ধার করা হবে বলেও পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

এ দিকে, যে ভ্যানে চাপিয়ে সুমিতার দেহ বীরেশপল্লি থেকে দোলতলা অবধি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেটির চালক পুলিশকে জানিয়েছেন, এক ব্যক্তি তাঁকে ফাল্গুনীদের বাড়িতে যেতে বলেছিল। পুলিশের একটি সূত্র থেকে এমন তথ্য জানা গেলেও পুলিশের আধিকারিকেরা জানান, সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ভ্যানচালক ওই বাড়ির গলির কাছাকাছিই এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে ফাল্গুনীরাই ডেকে নিয়ে যায়। যদিও দু'জনকে হেফাজতে পেলে এই তথ্য আরও ভাল ভাবে খতিয়ে দেখা হবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

আজ

বিবিধ

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস: নর্থ, ওয়েস্ট এবং নিউ সাউথ গ্যালারি। ১২-৮টা। 'জ়িরো টু ইনফিনিটি'। বিভিন্ন শিল্পীর কাজ। আয়োজনে ওপেন উইন্ডো। **গীতা আর্ট গ্যালারি** (পি-১৭৭, সিআইটি রোড, স্কিম ৭এম): ৩—৭-৩০। 'সিম্ফনি অব নেচার'। বাদল পালের আঁকা ছবির প্রদর্শনী। **বিড়লা অ্যাকাডেমি:** ৩-৮টা। 'স্প্রিং কালার কার্নিভাল'। বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা ও তোলা ছবি এবং ভাস্কর্যের প্রদর্শনী। **গগনেন্দ্র প্রদর্শশালা:** ১২-৮টা। সুব্রতকুমার দাসের তোলা ছবির প্রদর্শনী। আয়োজনে ফোটোগ্রাফি চর্চা।

অনুষ্ঠানের খবর জানান
aaj@abp.in

এ বার আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ আপনার হাতের মুঠোয়। হোয়াটসঅ্যাপেই সরাসরি জানাতে পারবেন কোনও খবর, বা এলাকার সমস্যা। পাঠাতে পারবেন ছবিও।
যোগাযোগের নম্বর: 80177 61234
এই নম্বরে কোনও ফোন করা যাবে না।

গানে-নাটকে মঞ্চ মাতাল বিরল রোগ ও ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুরা

ছন্দোবদ্ধ: ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ-এর অনুষ্ঠানে শিশুরা। শুক্রবার, মধুসূদন মঞ্চে। ছবি: স্বাতী চক্রবর্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা

বিরল রোগ এবং ক্যানসার আক্রান্ত শিশুরা সমাজের মূল স্রোতের অঙ্গ। চিকিৎসার পাশাপাশি তাদের প্রতিভা ও দক্ষতা সকলের সামনে নিয়ে আসাও সামাজিক কর্তব্য। এ বারও সেই লক্ষ্যে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল 'ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ' (আইসিএইচ)।

শুক্রবার 'বিশ্ব বিরল রোগ দিবস'-এ ঢাকুরিয়ার মধুসূদন মঞ্চে আয়োজিত সেই অনুষ্ঠান নাচ, গান, নাটকে মাতিয়ে রাখল বিরল রোগ ও ক্যানসারে আক্রান্ত কচিকাঁচারা। যাদের কারও এখনও 'আইসিএইচ'-এর মৃণালিনী ক্যানসার রিসার্চ সেন্টারে চিকিৎসা চলছে। কেউ আবার স্বাভাবিক জীবনে ফেরার পথে। ওই হাসপাতালের 'নিবেদিতা স্কুল ফর স্পেশ্যাল চিলড্রেন'-এর শিক্ষার্থীরাও অংশ নিয়েছিল অনুষ্ঠানে। আইসিএইচ-এর কার্যনির্বাহী অধিকর্তা, শিশুরোগ চিকিৎসক অপূর্ব ঘোষ বলেন, ''বিরল রোগ, ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়া মানেই একটি শিশুর জীবন শেষ নয়। আর, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা কতটা দক্ষ, সেটাও সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। পাশাপাশি, চিকিৎসার জন্য তহবিল তৈরিও জরুরি। সেটার জন্য মানুষের কাছে পৌঁছনোও এই অনুষ্ঠানের একটি উদ্দেশ্য।'' সপ্তাহে অন্তত ৫০ জন বিরল রোগে আক্রান্ত শিশু ওই হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসার জন্য আসে।

বিরল রোগ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা আরও বৃদ্ধির প্রয়োজন বলে জানান আইসিএইচ-এর অধ্যক্ষ জয়দেব রায়। তিনি বলেন, ''চিকিৎসার পাশাপাশি রিহ্যাবিলিটেশনও অত্যন্ত জরুরি। যাতে সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক বিকাশও হয়।'' বিরল রোগে আক্রান্ত বাচ্চারা এ দিন বিভিন্ন রাজ্যের নৃত্য, যোগাসনের মাধ্যমে নৃত্যশৈলী, মূকাভিনয় মঞ্চস্থ করে। ক্যানসারের জন্য চিকিৎসাধীন, হাওড়ার ১০ বছরের পিউ জানা নৃত্য পরিবেশন করে। আবৃত্তি করে উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা, রক্তের ক্যানসারে আক্রান্ত চার বছরের সৌরিক চক্রবর্তী। তাদের এবং ক্যানসার আক্রান্ত অন্য শিশুদের প্রস্তুত করেছেন মৃণালিনী সেন্টারের কাউন্সেলর ঐন্দ্রিলা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওই সেন্টারের ইন-চার্জ, শিশু ক্যানসার চিকিৎসক দীপশিখা মাইতি জানান, আইসিএইচে এই মুহূর্তে ওই রোগের চিকিৎসার জন্য ১৮টি শয্যা রয়েছে। মাসে অন্তত ২৫০ জন ভর্তি হয়ে চিকিৎসা পায়। আর, বহির্বিভাগে আসা শিশুদের মধ্যে বছরে অন্তত ১০০ জন নতুন রোগী চিহ্নিত হয়। শিশুদের চিকিৎসার জন্য নতুন ভবন তৈরি করছে আইসিএইচ। মালা রায় তাঁর সাংসদ তহবিল থেকে গত অর্থবর্ষে ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন বলে জানান অপূর্ব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মালা বলেন, ''দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিশুরা আইসিএইচে চিকিৎসার জন্য আসে। নতুন ভবনের জন্য এ বারও সমপরিমাণ টাকা দেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে।'' অনুষ্ঠানে কলকাতার মেয়র-সহ অন্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

টোটো-অটো মুখোমুখি ধাক্কা, জখম চার স্কুলছাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা

টোটো দুর্ঘটনায় জখম চার স্কুলছাত্রী ও তাদের অভিভাবকেরা। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ব্যারাকপুর চিড়িয়ামোড়ের কাছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যারাকপুরের দিকে আসা একটি টোটো ও অটোর মুখোমুখি ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে স্থানীয় নিবেদিতা বিদ্যাপীঠের দ্বিতীয় শ্রেণির ওই চার ছাত্রী। তাদের কপালে, মুখে, হাতে ও পায়ে আঘাত লাগে। দুর্ঘটনার পরেই অটো নিয়ে পালান চালক। ট্র্যাফিক পুলিশ ও স্থানীয়েরা আহত পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের অন্য একটি অটোয় করে ব্যারাকপুরের বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। এ দিনই বাস থেকে নামা স্কুলপড়ুয়া দুই ছাত্রীকে লালকুঠির কাছে ধাক্কা মারে বাঁ দিক দিয়ে ওভারটেক করা একটি টোটো। জখম হয় ওই পড়ুয়ারা।

ঘটনার পরে ব্যারাকপুরে অনিয়ন্ত্রিত অটো ও টোটোর চলাচল নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, এমনিতেই শহরের বিভিন্ন ব্যস্ত এলাকায় অটো ও টোটো স্ট্যান্ড রয়েছে রাস্তা আটকে। এস এন ব্যানার্জি রোড, ঘোষপাড়া রোড বা বারাসত রোডের মতো যানবহুল রাস্তায় যেখানে-সেখানে টোটো ও অটোয় যাত্রী তোলা এবং নামানোর ফলে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে।

এক নজরে

কাটল বাসের অচলাবস্থা

অচলাবস্থা কাটল ৪৬ নম্বর বাস রুটে। তিন দিন বন্ধ থাকার পরে আজ, শনিবার থেকে ফের রাস্তায় নামতে চলেছে ওই রুটের বাস। বিমানবন্দর ও চিনার পার্ক এলাকা থেকে ধর্মতলার মধ্যে চলাচলকারী ৪৬ নম্বর রুটের বাসমালিকদের দাবি ছিল, শ্রমিক সংগঠনের এক নেতার দাদাগিরি বন্ধ না হলে তাঁরা বাস চালাবেন না। শুক্রবার পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বিমানবন্দর এলাকার তৃণমূল নেতা বরুণ নট্টের হস্তক্ষেপে জটিলতা কাটে বলে জানান বাসমালিকেরা। সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক মালিক জানান, ওই শ্রমিক নেতাকে বদলের আশ্বাস মিলেছে।

কলেজের সাফল্য

ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের (নাক) মূল্যায়নে বি++ পেল ফলতার সাধনচন্দ্র মহাবিদ্যালয়। এ বারই প্রথম এই কলেজ নাক-এর মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করেছে। অধ্যক্ষ শেখ ফজলুল হক বলেন, "১৭ বছরের একটি প্রান্তিক কলেজ হিসাবে এটি বড় সাফল্য।"

সমবায়ে বাম জয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও আধিকারিকদের সমবায়ের ভোটে বাম সমর্থিত প্রার্থীরা বিপুল ভাবে জয়ী হলেন। শুক্রবারের ভোটে ৫১টি আসনে বাম সমর্থিত 'সমবায় বাঁচাও মঞ্চ' জয়ী হয়। তৃণমূল সমর্থিত 'ঐতিহ্য রক্ষা মঞ্চ' জিতেছে ৭টি আসনে। সমবায়ের পূর্বতন কমিটির মেয়াদ দু'বছর আগে শেষ হয়েছিল। অনেক টালবাহানার পরে এই ভোট হয়। মনোনয়ন-পর্বে শাসকদলের অনুগামী শিক্ষাকর্মীদের একাংশ বাধা সৃষ্টি করেন বলেও অভিযোগ।

ছাত্রের অপমৃত্যু

অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক যুবকের। শুক্রবার, বেহালা থানার বারিকপাড়া রোডের ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় তাঁর ঝুলন্ত দেহ। মৃতের নাম সাইরিল মার্কোস (২৪)। পুলিশ জানায়, কেরলের বাসিন্দা সাইরিল কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করতেন।

উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বাস পরিষেবা

নিজস্ব সংবাদদাতা

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য আগামী ৩ থেকে ১৮ মার্চের মধ্যে পরীক্ষার দিনগুলিতে বিশেষ বাস পরিষেবা দেবে রাজ্য পরিবহণ নিগম। পরীক্ষার সূচি মেনে ৩ থেকে ৮ মার্চ, ১০ থেকে ১৩ মার্চ এবং ১৭-১৮ মার্চ ওই পরিষেবা মিলবে বলে খবর। সকালে ৭টা ৪৫ মিনিট এবং ৮টা ১৫ মিনিট নাগাদ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাস স্ট্যান্ড থেকে ওই সব বাস ছাড়বে। পরীক্ষার পরে দুপুর ১টা ১৫ এবং ১টা ৪৫ মিনিটে আবার ওই বাস পাওয়া যাবে।

রাজ্য পরিবহণ নিগমের তরফে প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে এসপ্লানেড রুটে দু'টি এবং ডানলপ থেকে বালিগঞ্জ রুটে একটি বাস চালানো হবে। ঠাকুরপুকুর থেকে শিয়ালদহ রুটে একটি এবং নিউ টাউন থেকে শিয়ালদহ রুটে চলবে দু'টি বাস। ঠাকুরপুকুর থেকে হাওড়া স্টেশন রুটে দু'টি, কুঁদঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর রুটে একটি বাস চলবে।

এ ছাড়া, গড়িয়া থেকে হাওড়া (দেশপ্রিয় পার্ক ঘুরে) এস-৫ রুটে এবং টালিগঞ্জ হয়ে এস-৭ রুটে দু'টি করে বাসের বিশেষ পরিষেবা মিলবে। হাওড়া থেকে সরশুনা এবং যাদবপুরের মধ্যে আলাদা রুটে বাস চলবে। কাঁকুড়গাছি থেকে বেহালার মধ্যে চলবে দু'টি বাস। ব্যারাকপুর থেকে হাওড়া স্টেশন এবং দমদম বিমানবন্দর থেকে এসপ্লানেডের মধ্যেও বাসের পরিষেবা থাকবে।

রাজ্য পরিবহণ নিগমের বাসের বাইরে ট্রাম সংস্থাও কলকাতা সংলগ্ন শহরতলির একাধিক টার্মিনাস থেকে বাস চালাবে। পরীক্ষার দিনগুলিতে ভোর ৫টা থেকে সকাল ১০টা এবং দ্বিতীয়ার্ধে দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বাসের পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। ওই দিনগুলিতে বাসের পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের ছুটি নেওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের জন্য চালানো বিশেষ বাসে 'পরীক্ষা স্পেশ্যাল' বোর্ড থাকবে। ওই সব বাসে সফর করার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকেরা অগ্রাধিকার পাবেন।

এ বার অ্যাপের মাধ্যমে অটোর প্রস্তাব, আপত্তি কর্মী সংগঠনের

নিজস্ব সংবাদদাতা

ক্যাব, বাইক এবং বাসের পরে এ বার অটোর পরিষেবাতেও পা রাখতে চায় শহরের একাধিক অ্যাপ-ক্যাব সংস্থা। শুক্রবার রাজ্য পরিবহণ নিগমের ময়দান তাঁবুতে রাজ্যের পরিবহণ সচিবের উপস্থিতিতে বৈঠকে বসেন একাধিক অ্যাপ-ক্যাব সংস্থার প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন চালক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। প্রসঙ্গত, কলকাতায় বাসের মতো অটো নির্দিষ্ট রুটে চলে। এই ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে অটোর পরিষেবার বাজার দখল করতে চায় অ্যাপ-ক্যাব সংস্থাগুলি। দিল্লি, চেন্নাই, মাদুরাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ-সহ একাধিক শহরে মিটার-নির্ভর অটো চলে। কলকাতায় অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রীরা অটো ভাড়া করলে তা যাত্রীকে বাড়ির দরজা থেকে তুলে গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। তবে, এই পরিকল্পনায় আপত্তি জানিয়েছে শাসকদলের ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়াও এআইইউটিইউসি-র পরিবহণ কর্মী সংগঠন।

বস্তুত, কলকাতায় প্রধান সড়কগুলি এড়িয়ে বাস, ট্রেন এবং মেট্রো থেকে নামা যাত্রীদের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিতে বিভিন্ন রুটে অটো চলে। অল্প কিছু ক্ষেত্রে ডায়মন্ড হারবার রোড, উল্টোডাঙা, বাগুইআটি, গড়িয়াহাটের মতো এলাকায় প্রধান রাস্তায় অটো চলে। অ্যাপের মাধ্যমে অটো চলার অনুমতি দিলে বিমানবন্দর, হাওড়া, শিয়ালদহ, কলকাতা, সাঁতরাগাছি, শালিমারের মতো রেল স্টেশনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ সেতু এবং উড়ালপুল ধরেও অটো চলবে। এআইইউটিইউসি-র পরিবহণ কর্মী সংগঠনের নেতা শান্তি ঘোষ বলেন, "এ ভাবে অটো ছুটলে রাস্তার অবস্থা ভয়াবহ হবে।" পরিবহণ দফতর অবশ্য এ নিয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি।

এ দিন বেলতলায় মোটর ভেহিক্‌ল অফিসে বেসরকারি বাসমালিক সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসেন পরিবহণ দফতরের আধিকারিকেরা। সেখানে বেসরকারি বাসে অ্যাপের মাধ্যমে নজরদারি চালাতে মোবাইল ব্যবহার নিয়ে আলোচনা হয়। বেসরকারি সংস্থার বিজ্ঞাপন বাসের গায়ে লাগানোর সুযোগ দিয়ে সেই টাকায় চালকদের স্মার্ট ফোন দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে।

সংশোধনী

অনিচ্ছাকৃত ভুলবশত, গতকালের আনন্দবাজার পত্রিকায় CBC থেকে প্রকাশিত Ministry of Culture, Government of India-এর বিজ্ঞাপনে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল-এর পরিবর্তে ভারতের মাননীয় রাজ্যপাল লেখা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ও গুরুতর ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং যে কোনো অসুবিধার জন্য গভীরভাবে অনুতপ্ত।

ভুয়ো শংসাপত্র দিয়ে পুলিশে চাকরি, তদন্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা

তফসিলি জনজাতির ভুয়ো শংসাপত্র দাখিল করে কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল পদে চাকরি হয়েছে, এমন অভিযোগের তদন্ত শুরু করল লালবাজার। উচ্চপদস্থ এক আধিকারিককে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলেছেন কলকাতার নগরপাল মনোজ বর্মা। এক পুলিশকর্তা জানান, বিষয়টি কিছু দিন আগেই তাঁদের নজরে এসেছে।

২০১২ সালে কয়েকশো জনকে কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল পদে নিয়োগ করা হয়। যাঁরা বর্তমানে বিভিন্ন থানা ও ইউনিটে কর্মরত। কিছু দিন আগে অভিযোগ ওঠে, এঁদের মধ্যে প্রায় ১০০ জন ভুয়ো তফসিলি জনজাতি শংসাপত্র জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। নড়েচড়ে বসে লালবাজার। তদন্তের নির্দেশ জারি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির পক্ষে থেকে প্রথম এই অভিযোগ তোলা হয়। অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতর এবং লালবাজারকে এই তথ্য জানায় তারা। লালবাজার জানিয়েছে, যাঁরা ভুয়ো শংসাপত্র দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের ওই শংসাপত্র জমা দিতে বলা হবে। যেখান থেকে ওই শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছিল, সেখানে এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হবে।

কলকাতা পুলিশের পাশাপাশি ভুয়ো শংসাপত্র নিয়ে অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরও। এর আগে অন্যান্য দফতরে ভুয়ো শংসাপত্র দাখিল করে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ উঠলেও পুলিশের নিয়োগে এমন অনিয়ম কখনও সামনে আসেনি।

GOVERNMENT OF JAMMU & KASHMIR
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
IRRIGATION AND FLOOD CONTROL DIVISION SUMBAL (193501)

Invitation for Bids (Notice Inviting Tenders)

e-NIT No. 09 of 2024-25 — Dated: 26.02.2025

For and on behalf of the Lt. Governor, UT of J&K, e-tenders (in two cover system) are invited on Percentage Rate basis from approved and eligible bidders as defined in the SBD for the following works:

S. No.	Title	Details
01	Name of the Work	Construction of Retaining Wall over Pile Cap on L/S of River Jhelum at Pandaboni U/S Hajin Bridge.
02	Source of Funds / Scheme Code	Central Assistance under "Flood Management" component of the "Flood Management and Border Areas Programme (FMBAP)" (JK-2101)
03	Estimated Cost	₹10.3698 Crore
04	Position of Administrative Approval	Accorded vide Govt. order No. 149-JK (JSD) of 2022 Dated: 14.07.2022 issued under endst. No. PHE-PS02/3-2020-PLG-PHE-Part-I Dated: 14.07.2022
05	Position of Technical Sanction	Sanctioned vide Chief Engineer Kmr. Irrigation & F C Department Srinagar's order No. 63-DB of 2024-25 dt. 25.02.2025 issued vide endorsement No. CE/DB/TS/19735-36 Dated 25.02.2025.
06	Position of Funds	Budgetary Provision 2025-26
07	Period of Completion	15 Months
08	Cost of Tender Document	₹11000/- in the form of Treasury Challan/Treasury Receipt for bidders of UT J&K and for U.T. outside bidders may formulate DD/Banker's cheque from any Scheduled bank in favour of Executive Engineer I&FC Division Sumbal (Copy shall be uploaded online).
09	Website/portal address	https://jktenders.gov.in
10	Earnest Money Deposit (in Lakhs)	₹ 21.04 Lacs
11	Selection Criteria / Eligibility Criteria	As defined in SBD of this work
12	Period of Tender Validity	The Tender shall remain valid for 120 days after the bid submission end date.
13	**Critical Dates**	
a)	Publishing date and time of tender amendments documents	**26.02.2025 at 02:00 PM**
b)	Starting date & time for downloading of tender documents	**26.02.2025 at 02:00 PM**
c)	Pre-bid meeting, Site Visit and Clarification to Tender documents	**04.03.2025 at 12:00 PM in the office of the Chief Engineer Kashmir, I & F.C. Department, Rajbagh Srinagar**
d)	Starting date and time of bid submission (Cover No. 1 to 2)	**26.02.2025 at 02:00 PM**
e)	Closing date and time of bid submission (Cover No. 1 to 2)	**10.03.2025 up to 04:00 PM**
f)	Date and time of bid opening (Cover No. 1)	**11.03.2025 at 12:00 PM**
g)	Date and time of bid opening (Cover No. 2)	Will be intimated online after completion of evaluation of Technical Cover (Cover-I)

1. A pre-bid meeting will be held to clarify issues and to answer questions on any matter that may be raised at that stage by the bidders.
2. Prospective Bidders within UT of J&K shall submit the tender Document Fee (Non-Refundable/ Non-Transferable) in the shape of e-Challan/Treasury Challan/ Treasury Receipt pledged in favor of Executive Engineer I&FC Division Sumbal to be deposited under MH-0702-Rev. Misc. While as the bidders outside UT shall submit the same in the form of Demand Draft pledged to Executive Engineer, I&FC Division Sumbal.
3. Earnest money /Bid Security in shape of CDR/FDR/BG pledged to the **Chief Engineer, I&FC Kashmir** Payable at **Srinagar**. The Bank Guarantee should be valid for 45 days beyond bid validity.
4. Furnishing of hard copies of bids immediately after submission of e-tenders is dispensed with. The same should be obtained only from the bidder who is declared as L1 after opening of financial bids as per Finance Department O.M. No. A/24(2017)-651 Dt: 07.06.2018.
5. The Contractor shall have to arrange all the key construction material for successful completion of the work. No Departmental store shall be issued.
6. Further details can be seen in the bidding document available on website www.jktenders.gov.in
7. Conditional bids and the bids not meeting the qualifying criteria shall be summarily rejected.
8. The authority reserves the right to cancel any or all bids without assigning any reason.
9. Subsequent Corrigendum/Addendum if any shall be published on above website.

No.: IFCDS/2592-2611
Dated: 26.02.2025
DIPK-12520/24

Sd/-
Executive Engineer
I&FC Division Sumbal

S.N. BOSE NATIONAL CENTRE FOR BASIC SCIENCES
Block-JD, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700 106
(An Autonomous Institute Under Department of Science and Technology, Government of India), website: www.bose.res.in

Ref No.: SNB/Advt/24-25/010 — Dated: 1st March, 2025

Applications are invited from interested candidates for the **Summer Research Programme (SRP-2025)** at the Centre. Applicants are advised to visit the website https://newweb.bose.res.in for details and online application link.

The last date for submission of online applications is **31.03.2025.**

Sd/-
DEAN (ACADEMIC PROGRAMME)

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF
PUBLIC WORKS DEPARTMENT, NAVA RAIPUR, ATAL NAGAR
(CENTRAL TENDER CELL)

E-Procurement Tender Notice
Main Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

Tenders are invited for the following works:-

S. No.	System Tender No./Date	Name of Work	PAC Amount (Rupees in lacs)
1	164424 First Call 17.01.2025	CONSTRUCTION OF NAVIN GOVT. COLLEGE BUILDING AT GUDHIYARI RAIPUR, I/C. (WATER SUPPLY, SANITERY FITTINGS) & ELECTRIFICATION WORK. DISTT. RAIPUR (DN. NO.1, RAIPUR)	456.34
2	164607 First Call 17.01.2025	CONSTRUCTION OF FOUR WAY DIRECTION INTERNAL ROAD & DRAIN WORK UNDER NAGAR PALIKA NIGAM AT JANTA COLONY, RAJENDRA NAGAR, PAVAN VIHAR, MAHAVEER NAGAR, PURENA BASTI AREA, LENGTH 7.24 K.M., DISTT. RAIPUR (DN. NO. 1, RAIPUR)	274.73
3	164608 First Call 17.01.2025	CONSTRUCTIOIN OF BRIDGE ON JARHIDIH NALA ON KM 4/6 OF RAJAPADAV TO GOUREGAON ROAD AT DISTT. GARIYABAND	226.57
4	164652 First Call 17.01.2025	Construction of Govt. College Building I/c Water supply, Sanitary Fittings, Rain water Harvesting, Land Scapping work, Septic Tank & Electrification works at Kumhari Block- PATAN Distt.- Durg (C.G.)	462.34
5	164728 First Call 17.01.2025	WIDENING & STRENGTHENING OF KURMATARAI-BHENDRA-KORRA-JUGDEHI-SILOUTI-SEMARA (MDR 529) ROAD, LENGTH 22.00 K.M., I/C. CULVERTS AT DHAMTARI, DISTT. DHAMTARI (DHAMTARI DN.)	5700.95
6	164742 First Call 17.01.2025	CONSTRUCTION OF Y-SHAPE OVERPASS FROM EXISTING DONGARGARH ROB TO BAMLESHWARI MANDIR	1552.90
7	164541 First Call 17.01.2025	CONSTRUCTION OF PERIMETER APPROACH ROAD 16 & 34 DRAINAGE SYSTEM WORK AT MAA MAHAMAYA AIRPORT DISTT-SURGUJA (C.G.)	648.40
8	164767 First Call 17.01.2025	RECONSTRUCTION WORK OF HIGH LEVEL BRIDGE ON RAIGARH BYPASS GOVERDHANPUR-RAMPUR ROAD ACROSS KELO RIVER	235.75

Last Date of Tender Downloading S. No. 01 To S. No. 08 date 07.03.2025. For more details on the tender and bidding process please visit the above mentioned portal.

G-242505567/9

Sd/-
Chief Engineer
(Central Tender Cell)
Office Of Engineer In Chief
P.W.D. Nava Raipur Atal Nagar

আনন্দবাজার পত্রিকা

আনন্দ প্লাস

কলকাতা শনিবার ১ মার্চ ২০২৫

কিয়ারা-সিদ্ধার্থ

পরিবারে নতুন সদস্য

সিদ্ধার্থ মলহোত্র ও কিয়ারা আডবাণীর প্রথম সন্তান আসতে চলেছে। সম্প্রতি এই সুখবর সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন তাঁরা। সিদ্ধার্থ ও কিয়ারা হাতের উপরে দুটো ছোট মোজার ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, "জীবনের সবচেয়ে বড় উপহার আসতে চলেছে শিগগিরই।" সঙ্গে ছোট বেবিফেসের ইমোটিকনস দিয়েছেন। ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে গাঁটছড়া বাঁধেন সিদ্ধার্থ-কিয়ারা। এ বার তাঁদের জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু হওয়ার পালা।

তারকাদম্পতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন করিনা কপূর খান, আলিয়া ভট্ট, করণ জোহর, কৃতী শ্যানন সহ ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুরা। এ দিকে সিদ্ধার্থ ও কিয়ারা দু'জনের হাতেই রয়েছে ম্যাডক ফিল্মসের ছবি। কিয়ারার সুপারন্যাচারাল ছবি 'শক্তিশালিনী'র শুটিং এ বছরের শেষেই শুরু হওয়ার কথা। অন্য দিকে অভিনেত্রীর হাতে রয়েছে 'ওয়ার টু', 'টক্সিক' ও 'ডন থ্রি'-র কাজ।

আত্মহত্যায় প্ররোচনা?

পরিচালক এসএস রাজামৌলীর বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠল।

রাজামৌলী

তাঁরই দীর্ঘ দিনের বন্ধু ও সহকর্মী একটি ভিডিয়ো করেন, যেখানে পরিচালকের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ এনেছেন।

উপ্পলপতি শ্রীনিবাস রাও নামে সেই টেকনিশিয়ানকে রাজামৌলী ও তাঁর স্ত্রী দীর্ঘ দিন ধরে মানসিক হেনস্থা করেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে ভিডিয়োয়। এক নারীকে কেন্দ্র করে শ্রীনিবাস ও রাজামৌলীর ৩৪ বছরের বন্ধুত্বে ফাটল ধরে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। নিজের মৃত্যুর জন্য রাজামৌলী ও তাঁর স্ত্রী দায়ী বলে পুলিশের কাছে তদন্তের অনুরোধও জানিয়েছেন ভিডিয়ো ও চিঠিতে। ভিডিয়োটির সত্যাসত্য যাচাই করছে পুলিশ। তবে এই ঘটনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি পরিচালক।

'সমাজের সব ক্ষেত্রে মহিলারা এগিয়ে যাচ্ছেন, এই সংখ্যাটা বাড়তেই থাকবে'

ছকভাঙা চরিত্রেই জনপ্রিয়তা পেয়েছেন **তিলোত্তমা সোম**। তাঁর মুখোমুখি **আনন্দ প্লাস**

প্র: 'পাতাললোক টু'-এ একটা সংলাপ আছে, 'উচ্চতর কর্তৃপক্ষ যদি কোনও মহিলা হয়, তার কাছ থেকে আদেশ নেওয়া কঠিন হয়ে যায়'— ব্যক্তিগত জীবনে এটা কখনও অনুভব করেছেন?

উ: এই বৈষম্য আমরা অনেক দিন থেকেই দেখে আসছি। সমাজের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি ক্ষেত্রে। আর সবটা জেনেও, নিজেদের কাজ করে যাই। কারণ আমাদের মা-বাবা উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছেন। যোগ্যতা দিয়েই আমরা কাজটা অর্জন করেছি। বৈষম্য যেতে অনেক সময় লাগবে। তবে গত কয়েক বছর ধরে দেখছি, সমাজের সব ক্ষেত্রে মহিলারা এগিয়ে যাচ্ছেন। আর এই সংখ্যাটা বাড়তেই থাকবে। আমি 'পাতাললোক টু'-এর ক্রিয়েটর সুদীপ শর্মাকে কুর্নিশ জানাই যে, হাতিরাম আর মেঘনার চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের একাধিক বৈষম্য উনি তুলে ধরেছেন।

প্র: এই সিরিজ়ের কোন বিষয়টা সবচেয়ে ভাল লেগেছে?

উ: নাগাল্যান্ডকে কেন্দ্র করে গল্প বলাটা সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে। এর আগে মূলধারার কোনও ছবিতে এমন কিছু হয়নি। প্রত্যেক মহিলার চরিত্রকে যে ভাবে তুলে ধরা হয়েছে সেটাও প্রশংসনীয়।

প্র: তিরিশ বছর বয়সে মুম্বই এসে অভিনয় শুরু করেন। কেমন ছিল সেই জার্নিটা?

উ: কেরিয়ারের প্রথম দশটা বছর তো নিজেকে নিয়েই সংশয় ছিল, নিজের প্রতিভার প্রতি সন্দেহ করেই কেটে গেল। আমি অন্তর্মুখী প্রকৃতির। তার উপরে ইন্ডাস্ট্রির বাইরের লোক। কোনও ফিল্ম পার্টিতে গেলে ভাবতাম, কেউ আমাকে চিনতে পারবে তো! সময়ের সঙ্গে একটা জিনিস বুঝেছি, সাফল্য পেতে গেলে ব্যর্থতাকেও মেনে নিতে হবে। মা-বাবার শিক্ষা আর বৌদ্ধধর্মের প্রতি আস্থা আজ আমাকে এখানে এনেছে।

তিলোত্তমা

প্র: গত কয়েক বছরে যে ধরনের ছবিতে কাজ করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট?

উ: হ্যাঁ, আমার অভিনয় স্বীকৃতি পেয়েছে। দর্শক আমার প্রশংসা করছেন, এটা বড় প্রাপ্তি। কিন্তু তার সঙ্গে এই চিন্তাটাও মাথার মধ্যে চলছে যে, আমার হাতে আর কতটা সময় আছে? আমার বয়স এখন ৪৬। আরও ভাল ভাল চরিত্র করতে চাই।

প্র: জয়দীপ অহলাওয়াতের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন?

উ: জয়দীপ সকলকে নিয়ে চলতে পারেন। উনি শুধু প্রতিভাবান শিল্পীই নন, বড় মাপের মানুষও বটে। কাজের ক্ষেত্রে আমি যখন বাড়ি ছেড়ে লম্বা সময়ের জন্য বাইরে থাকি, তখন সহঅভিনেতা কারা সেটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। আমার শট না থাকলেও, সেটে গিয়ে বসে থাকতাম। সকলের কাজ দেখতাম।

প্র: নির্দেশনায় আসার ইচ্ছে আছে?

উ: হ্যাঁ। সেই জন্যই সেটে গিয়ে সব খুঁটিয়ে দেখতাম। একটা ভাল ছবি অনেকটা অর্কেস্ট্রার মতো। একজন বেসুরো হলে গোটা ছবি ফিকে হয়ে যায়। 'বাক্সবন্দি'তে আমি প্রযোজক। ছবিটা আন্তর্জাতিক ফেস্টিভ্যালে প্রশংসিত হয়েছে। এ বার পরিচালনাতেও আসব।

> সে রকম ভাল চরিত্র পেলে বাংলা ছবি নিশ্চয়ই করব

প্র: বাংলা ছবিতে কাজ করতে চান?

উ: কেন চাইব না! ভাল চরিত্র পেলে নিশ্চয়ই করব। নিজের মাতৃভাষায় কাজ করার আলাদা রোমাঞ্চ আছে।

প্র: আপনার ছবি 'স্যর' এখনও জনপ্রিয়। এই ছবির সিকুয়েল করতে চাইবেন?

উ: আমার মতে, এই ছবিটার কাহিনি যেখানে শেষ হয়েছে, সেটা একদম পারফেক্ট।

প্র: আপনি ব্যক্তিগত জীবন প্রকাশ্যে আনেন না কেন?

উ: আমার ব্যক্তিগত জীবন আর পর্দা আলাদা রাখতে চাই। আমার অভিনয় জগৎ নিয়ে আমার পার্টনারের বেশি কৌতূহল নেই। বাড়িতে আমার কাজ নিয়ে আলোচনাও করি না।

শ্রাবন্তী চক্রবর্তী, মুম্বই

কঙ্গনা-জাভেদ

মিটল ঝামেলা

দীর্ঘ পাঁচ বছরের আইনি লড়াইয়ের পর সুরকার জাভেদ আখতারের সঙ্গে ঝামেলা মিটিয়ে নিলেন অভিনেত্রী-সাংসদ কঙ্গনা রানাউত। সমাজমাধ্যমে একসঙ্গে ছবি দিয়ে কঙ্গনা জানান, আদালতের মধ্যস্থতায় আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে নিয়েছেন তাঁরা। অভিনেত্রী পরিচালিত পরের ছবির গান লিখতেও রাজি হয়েছেন জাভেদ। ২০২০ সালে কঙ্গনা ও জাভেদের এই দ্বৈরথ শুরু। সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যুর পরে এক সাক্ষাৎকারে কঙ্গনার মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে জাভেদ তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেন। পাল্টা মামলা করেছিলেন কঙ্গনাও। চলতি মাসের শুরুতে কোর্টে হাজিরা না দেওয়ায় কঙ্গনাকে আইনি নোটিস পাঠিয়েছিল মুম্বই আদালত।

প্রয়াত শিল্পী উত্তম মোহান্তি

মারা গেলেন ওড়িয়া অভিনেতা উত্তম মোহান্তি। বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৬ বছর। বৃহস্পতিবার রাতে গুরুগ্রামের এক বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। দীর্ঘ দিন ধরেই ভুগছিলেন অভিনেতা। সম্প্রতি সিরোসিস অব লিভারও ধরা পড়ে। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অভিনেতার শেষকৃত্য করেছে ওড়িশা রাজ্য সরকার। হিন্দি ও বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতেও কাজ রয়েছে তাঁর। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর সঙ্গে অভিনয় করেছেন তিনি।

নতুন গল্প নিয়ে

একগুচ্ছ সিরিজ়, সিনেমা আনতে চলেছে হইচই প্ল্যাটফর্ম। এর মধ্যে কিছু পুরনো জনপ্রিয় সিরিজ়ের পরবর্তী অধ্যায় যেমন রয়েছে, তেমনই আসছে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের বেশ কিছু শো।

শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় দীর্ঘ দিন পরে এসভিএফ-এর সঙ্গে কাজ করছেন। শুধু ছবিই নয়, অদিতি রায় পরিচালিত 'অনুসন্ধান' নামে একটি সিরিজ়েও দেখা যাবে তাঁকে। সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত সিরিজ় 'নাগমণির রহস্য' আবর্তিত হবে পৌরাণিক কাহিনিকে ঘিরে। সেই সিরিজ়ের মুখ্য চরিত্রে থাকছেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকার। অন্য দিকে, সন্দীপ্তা সেনকে দেখা যাবে নির্ঝর মিত্র পরিচালিত সিরিজ় 'বীরাঙ্গনা'-য়। সেখানে তিনি রয়েছেন এক সাব ইনস্পেক্টরের চরিত্রে।

নতুন গল্প নিয়ে ফিরছে গোরা, একেনের মতো জনপ্রিয় গোয়েন্দারাও। হইচই স্টুডিয়োজ় নিবেদন করবে 'গোরা-এ-গণ্ডগোল' ছবি, সেখানে ঋত্বিক চক্রবর্তী মুখ্য চরিত্রে। এ বার একেনের গল্প বারাণসীতে, 'বেনারসে বিভীষিকা' ছবিটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। এ দিকে 'কুমিরডাঙা' নামে আর একটি ছবি পরিচালনা করতে চলেছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়।

সন্দীপ্তা

সোহিনী

অভিনয়ে সাজিদ-পুত্র

অভিনয়ে আসতে চলেছেন প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার ছেলে শুভন নাদিয়াদওয়ালা। বড় পর্দায় ডেবিউ করতে চলেছেন শুভন। সেই ছবির পরিচালনা ও প্রযোজনার দায়িত্বে থাকছেন শশাঙ্ক খৈতান। শোনা যাচ্ছে, মিষ্টি এক প্রেমের কাহিনির মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে শুভনকে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে সে ছবির প্রাক্‌-প্রযোজনা পর্বের কাজ। চলতি বছরের মাঝামাঝি থেকে শুরু হতে পারে শুটিং। তবে ছবিতে শুভনের বিপরীতে মুখ্য নারী চরিত্রে কে থাকবেন, তা জানা যায়নি এখনও। নতুন মুখের সন্ধানে রয়েছেন নির্মাতারা।

বরাবরই অভিনয়ে আসতে চেয়েছেন প্রযোজক-পুত্র। অভিনয়ের পাশাপাশি অ্যাকশন, নাচের তালিমও নিয়েছেন শুভন। শশাঙ্কের এই ছবিতে রয়েছে অ্যাকশনও। শোনা যাচ্ছে, প্রথম ছবির কাজ শুরুর আগেই সাজিদ-পুত্রের হাতে রয়েছে আরও দু'টি ছবির প্রস্তাব। ইন্ডাস্ট্রির অন্য নামী দুই পরিচালকের সঙ্গেও আলোচনা করছেন শুভন।

আনন্দবাজার পত্রিকা
খেলা
কলকাতা শনিবার ১ মার্চ ২০২৫

ধোনিদের প্রস্তুতি

চেন্নাই সুপার কিংসের প্রস্তুতি শিবিরে ফের একসঙ্গে দেখা গেল মহেন্দ্র সিংহ ধোনি ও আর অশ্বিনকে। সাত বছর পরে অশ্বিন সিএসকে-তে ফিরেছেন। ধোনিদের মহড়ার সেই ভিডিয়ো ছড়াল সমাজমাধ্যমে।

পরিত্যক্ত ম্যাচ, শেষ চারে স্মিথরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৮ ফেব্রুয়ারি: ২০২৩ সালে এক দিনের বিশ্বকাপে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ঐশ্বরিক ইনিংস স্বপ্ন শেষ করে দিয়েছিল আফগানিস্তানের। বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালের দৌড় থেকে ইংল্যান্ডকে ছিটকে দেওয়ার পরে আশায় বুক বাঁধছিলেন আফগান সমর্থকরা। শুক্রবার অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারলেই শেষ চার নিশ্চিত হয়ে যেত আফগানিস্তানের। লাহোরে বৃষ্টি নামায় অস্ট্রেলিয়া উঠল শেষ চারে। আফগানিস্তান এখন তাকিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা-ইংল্যান্ড ম্যাচের উপরে।

প্রথমে ব্যাট করে আফগানিস্তান ২৭৩ রানে অলআউট হয়। জবাবে ১২.৫ ওভারে অস্ট্রেলিয়ার রান যখন ১০৯-১, তখনই বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় পেলেও মাঠ না শুকোনোয় ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন আম্পায়াররা।

বৃষ্টি শুধু আফগানিস্তানের ভাগ্যই পরীক্ষার মুখে ফেলেনি, প্রশ্ন তুলে দিয়েছে পাকিস্তানের মাঠের পরিকাঠামো নিয়েও। বৃষ্টির স্থায়িত্ব ছিল মাত্র আধ ঘণ্টা। বৃষ্টির সময়ে আউটফিল্ড ঢাকা দেওয়ার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। ফলে বৃষ্টি থামার পরে দেখা যায়, মাঠের চারপাশ জলে ভর্তি। মাত্র একটি সুপার সপার নিয়ে মাঠের জল সরানো হচ্ছিল। আবার স্পঞ্জ এনেও মাঠ শুকোনোর ব্যবস্থা নানা প্রশ্নের মুখে পড়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড(পিসিবি)। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগেই সব স্টেডিয়াম সংস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু নিকাশি ব্যবস্থা সেই উন্নয়নকে এক লহমায় পিছনে সরিয়ে দিয়েছে।

যে জস বাটলারদের হারিয়ে উৎসবে মেতেছিল আফগানরা, শনিবার তাদের জয়ের জন্যই প্রার্থনা করতে হবে রশিদ খানদের। আফগানিস্তানের ৩ ম্যাচে এখন ৩ পয়েন্ট। নেট রান রেট -০.৯৯০। দক্ষিণ আফ্রিকা সমসংখ্যক পয়েন্টে থাকলেও নেট রান রেট +২.১৪০। অঙ্ক বলছে, প্রথমে ইংল্যান্ড ব্যাট করলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে কমপক্ষে ২০৭ রানে হারাতে হবে। আর পরে ব্যাট করলে ইংল্যান্ডকে সেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে হবে ১১.১ ওভারের মধ্যে। (দু'ক্ষেত্রেই প্রথম ইনিংসে ৩০০ রানের ভিত্তিতে)।

আফগানিস্তানের হয়ে সর্বাধিক রান করেন সেদিকুল্লা অটল (৯৫ বলে ৮৫)। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ট্রাভিস হেড অপরাজিত থাকেন ৪০ বলে ৫৯ রানে। ম্যাচের পরে আফগান অধিনায়ক হাশমাতুল্লা শাহিদি বলেন, "আশা করি শনিবার ইংল্যান্ড বড় ব্যবধানে জিতবে।"

সেমিফাইনালের অঙ্ক

- ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা জিতলে তারা শেষ চারে চলে যাবে।
- প্রথমে ইংল্যান্ড ব্যাট করলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে কমপক্ষে ২০৭ রানে হারাতে হবে। তবে আফগানিস্তান নেট রান রেটের বিচারে পরের পর্বে যাবে।
- পরে ব্যাট করলে ইংল্যান্ডকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে ১১.১ ওভারের মধ্যে।
- শেষ দু'ক্ষেত্রে প্রথম ইনিংসে ৩০০ রানের ভিত্তিতে।

৩০০তম ম্যাচ বিরাটের, নেটে ব্যাটিং রোহিতের

■ **প্রস্তুতি:** নিউ জ়িল্যান্ড ম্যাচের আগে নেটে ব্যাট করছেন বিরাট কোহলি। অনুশীলনে রোহিত শর্মাও। *পিটিআই*

দল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়তো নয়, বলছেন রাহুল

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৮ ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালের টিকিট পাকা করে ফেলেছেন রোহিত শর্মারা। রবিবার নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ নেহাতই নিয়মরক্ষার। সে ম্যাচে বেশ কিছু পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যেমন ঋষভ পন্থ, সি ভি বরুণ, আরশদীপ সিংহ ও ওয়াশিংটন সুন্দর এখনও পর্যন্ত খেলার সুযোগ পাননি। রবিবার কি তাঁদের খেলানো হতে পারে?

দলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভাবনা কম বলেই জানালেন রাহুল। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে এসে ভারতীয় উইকেটকিপার বলেছেন, "আমি সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ নই। তবে দলে পরিবর্তন হতেই পারে। সেমিফাইনালের আগে প্রত্যেকে ম্যাচ খেলার সুযোগ পেলে তো ভালই।" যোগ করেন, "যদিও আমার মনে হয় না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে।"

রাহুল আরও বলেছেন, "নিউ জ়িল্যান্ড ম্যাচের আগে আমরা ছ'দিন বিশ্রাম পাচ্ছি। সেমিফাইনালের আগেও এক থেকে দু'দিনের বেশি বিশ্রাম পাব না। আমার মনে হয়, কয়েক জনকে খেলিয়ে দেখে নেওয়া যেতে পারে। তবে সেটা হবে কি না বলতে পারছি না। আমি নিজের কথা বললাম।"

ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে যদিও জানিয়েছেন, ভারতীয় বোলিং বিভাগে পরিবর্তন হতে পারে। সাংবাদিকদের দুশখাতে বলেছেন, "সেমিফাইনালের আগে বোলারদের তরতাজা দেখতে চাই। কিন্তু পুরো বোলিং বিভাগকে আরও দু'দিন বিশ্রাম দেওয়ার মানে হয় না। দলে পরিবর্তন হলেও এমন করতে হবে যাতে ভারসাম্য ঠিক থাকে। মূল বোলারদের একেবারে খেলার বাইরে রাখতে চাইছি না। নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমরা জিততে চাই। জয়ের ছন্দ ধরে রাখতে হবে।"

নিউ জ়িল্যান্ডকে কখনওই হাল্কা ভাবে নেয় না ভারত। আইসিসি প্রতিযোগিতায় ভারতের কাছে নিউ জ়িল্যান্ড। ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাদের বিরুদ্ধে হেরে ছিটকে গিয়েছিল ভারত। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে হেরেছিল ভারত। এ বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দেখা হচ্ছে দু'দলের। নিয়মরক্ষার ম্যাচ। রাহুল যদিও হাল্কা ভাবে নিতে চান না নিউ জ়িল্যান্ডকে। তাঁর কথায়, "প্রথম বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলছি। এখানে ঘুরে দাঁড়ানোর সময় কম। বিশ্বকাপের মতো বেশি ম্যাচ হয় না। সেখানে শুরুটা খারাপ করলেও ছন্দে ফেরা যায়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে প্রথম ম্যাচ থেকে ছন্দে থাকতে হয়।" তিনি আরও বলেন, "কোনও দলকেই হাল্কা ভাবে নেওয়া যায় না। নিউ জ়িল্যান্ড অন্যতম শক্তিশালী দল। আইসিসি প্রতিযোগিতায় ওরা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। সব সময় লড়াকু মনোভাব নিয়ে খেলে। আমরা সতর্ক।"

রোহিত শর্মা ও মহম্মদ শামির ফিটনেস নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। সাফ জানিয়ে দিলেন ভারতীয় উইকেটকিপার। নেটে এ দিন দীর্ঘক্ষণ ব্যাট করেছেন রোহিত। সুতরাং ফিটনেস নিয়ে কোনও সমস্যাই থাকল না। রাহুল বলছিলেন, "চোট-আঘাতের সমস্যা নেই। কোনও ক্রিকেটারকে চোটের জন্য বিশ্রাম দিতে হচ্ছে না।"

রবিবার এক দিনের ক্রিকেটে ৩০০তম ম্যাচ খেলতে নামছেন বিরাট কোহলি। ইতিমধ্যেই তাঁর জন্য শুভেচ্ছাবার্তা আসতে শুরু করেছে সমাজমাধ্যমে। কোহলিকে বিশ্রাম দেওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু রাহুলকে বসিয়ে পন্থকে কি দেখে নেওয়া হতে পারে? রাহুলের উত্তর, "হতেই পারে। পন্থের সঙ্গে আমার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। আমি চাইলেও ওর মতো খেলতে পারব না। খেলবও না। আমি নিজের স্বাভাবিক ক্রিকেটই খেলে থাকি। দল যদি মনে করে পন্থকে খেলাবে, সেটা সম্পূর্ণ তাদের সিদ্ধান্ত।"

রিজ়ওয়ানদের সাহায্য করতে তৈরি আক্রম

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৮ ফেব্রুয়ারি: পাকিস্তান দলের দুরবস্থা কাটাতে প্রাক্তন ক্রিকেটাররা এগিয়ে আসছেন না। কোচিং বা মেন্টরের ভূমিকা নিয়ে পাক দলকে টেনে তোলার কাজে তাঁদের কোনও আগ্রহ নেই। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার যোগরাজ সিংহ এই অভিযোগ করেছিলেন। যার জবাব দিলেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আক্রম।

যোগরাজের অভিযোগ ছিল, পাক দলকে সাহায্য করার বদলে শোয়েব আখতার-ওয়াসিম আক্রমরা ধারাভাষ্য দিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছেন। একটি চ্যানেলে এই প্রসঙ্গে আক্রম বলেছেন, তিনি পাক দলকে সাহায্য করতে চান। তার বদলে কোনও অর্থ তিনি নেবেন না। তবে পুরো সময় তিনি দিতে পারবেন না। কারণ তাঁকে পরিবারকে সময় দিতে হয়। সেই কারণে পুরো সময়ের জন্য এই দায়িত্ব নেওয়াটা ঠিক হবে না। তা ছাড়া কয়েক জন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার যে ভাবে দলের দায়িত্ব নেওয়ার পরে সমালোচনার মুখে পড়েছেন অতীতে সেটাও তাঁর দায়িত্ব না নেওয়ার অন্যতম কারণ।

"অনেকেই আমায় সমালোচনার তিরে বিদ্ধ করেছেন। বলছেন আমি শুধু কথাই বলে যাই, কাজের কাজ কিছু করি না। তখন এটাও মনে হয় যে অনেকে আগে দায়িত্ব নিয়েছে, যেমন ওয়াকার কয়েক বার কোচের পদে ছিল, কিন্তু ওর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে। অসম্মানিত হতে হয়েছে ওদের," বলেছেন আক্রম। কী ভাবে তিনি সাহায্য করতে চান তা হলে পাক দলকে? আক্রম বলেছেন, "আমি পাকিস্তান দলকে সাহায্য করতে চাই। আমি কোনও অর্থ নেব না সে জন্য। যদি কোনও শিবির আয়োজন করা হয়, আমি সেখানে যাব। কোনও বড় প্রতিযোগিতার আগে ক্রিকেটারদের সঙ্গে সময় কাটাতে, পরামর্শ দিতে হলে আমি থাকব।" যোগ করেন, "কিন্তু আমার ৫৮ বছর বয়স। আমার ১০ বছরের মেয়ে ও দু'জন পুত্র সন্তান আছে। ওদের আমায় সময় দিতে হয়। এ ছাড়া আমি সবসময় আছি। যে কোনও ভাবে সাহায্য করার জন্য। তবে জীবনের এই পর্যায়ে আমি কোনওরকম অপমান সহ্য করতে পারব না।"

> যদি কোনও শিবির আয়োজন করা হয়, আমি সেখানে যাব। কোনও বড় প্রতিযোগিতার আগে ক্রিকেটারদের সঙ্গে সময় কাটাতে, পরামর্শ দিতে হলে আমি থাকব।
>
> **ওয়াসিম আক্রম**

এক নজরে

বুমরার সঙ্গে সাক্ষাৎ জেমাইমার

পিঠে চোটের কারণে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছিটকে গিয়েছেন যশপ্রীত বুমরা। তিনি এখন বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করছেন। শুক্রবার বুমরার সঙ্গে দেখা করেন জেমাইমা রদ্রিগেস। ডব্লিউপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে জেমাইমা খেলছেন। সমাজমাধ্যমে দিল্লি ক্যাপিটালস এক ভিডিয়োয় লিখেছে, 'জসপ্রিত সঙ্গে জেমের সাক্ষাৎ।' সেখানে দেখা গিয়েছে, বুমরার পরামর্শ মন দিয়ে শুনছেন জেমাইমা।

অশ্বিনের তোপ

আন্তর্জাতিক এক দিনের ক্রিকেটের নতুন নিয়ম নিয়ে সরব হলেন আর অশ্বিন। নতুন নিয়মানুযায়ী, দুই প্রান্ত থেকে দু'টি নতুন বল ব্যবহার করা যাবে এবং ৩০ গজ বৃত্তের বাইরে পাঁচ জন ফিল্ডার রাখা যাবে। অশ্বিনের বক্তব্য, এতে ব্যাট ও বলের মধ্যে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে না। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেন, "মাঝের ওভারে ভারতীয় স্পিনারদের দাপট কমানোর জন্যই আমার মনে হয় নতুন নিয়ম আনা হয়েছিল।"

প্রয়াত স্পাসকি

বৃহস্পতিবার প্রয়াত হয়েছেন রাশিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টার বরিস স্পাসকি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। আন্তর্জাতিক দাবা সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, "দশম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বরিস স্পাসকি প্রয়াত। মাত্র ১৮ বছর বয়সে গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছিলেন।" তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, ১৯৭২ সালে আমেরিকার ববি ফিশারের বিরুদ্ধে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ের জন্য। আমেরিকা ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ঠান্ডা যুদ্ধের আবহে সেই প্রতিযোগিতা অন্য মাত্রা পেয়েছিল।

আলাদা পরিবেশ নিয়ে চিন্তিত নন ব্রেসওয়েলরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৮ ফেব্রুয়ারি: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক দেশ পাকিস্তান হলেও ভারত তাদের সব ম্যাচ খেলছে দুবাইয়ে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্যাট কামিন্স, ভ্যান ডার ডুসেনের মতো ক্রিকেটাররা নালিশ করতে শুরু করেছেন, ভারত অনৈতিক সুবিধা পাচ্ছে। রবিবার ভারতের প্রতিপক্ষ নিউজ়িল্যান্ড। এই ম্যাচ কার্যত নিয়মরক্ষার। কারণ ইতিমধ্যেই গ্রুপ 'এ' থেকে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে ভারত ও নিউ জ়িল্যান্ড।

ভারতের অনৈতিক সুবিধা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল নিউ জ়িল্যান্ডের অফস্পিনার মাইকেল ব্রেসওয়েলকে। যার উত্তর না দিয়ে তিনি ঘুরিয়ে বলেন, "এটা তো আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই এই প্রশ্ন এখন নিরর্থক। আলাদা মাঠে আলাদা পরিস্থিতিতে খেলা নিয়ে কথা ভেবে আমরা খুবই উত্তেজিত।"

দুবাইয়ের পিচ আরও বেশি করে স্পিনারদের সাহায্য করবে বলে মনে করছেন ব্রেসওয়েল। যা নিয়ে বলেন, "উইকেট দেখে মনে হয়েছে, স্পিনাররা অনেকটা সুবিধা পাবে। আমাদের বোলারদের মধ্যে দারুণ ভারসাম্য রয়েছে। তাই যে কোনও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হবে না।"

কয়েক বছর ধরে যে কোনও আইসিসি প্রতিযোগিতায় ভারতের অন্যতম প্রধান কাঁটা হয়ে উঠেছেন কেন উইলিয়ামসনরা। এই একচ্ছত্র দাপটের কারণ কী? ব্রেসওয়েলের উত্তর, "অতিরিক্ত চাপ না নিয়ে নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলা।"

অধিনায়কত্ব ছাড়লেন বাটলার

নিজস্ব প্রতিবেদন

■ **ধাক্কা:** সাংবাদিক বৈঠকে বাটলার। শুক্রবার। *গেটি ইমেজেস*

২৮ ফেব্রুয়ারি: আফগানিস্তানের কাছে হারের এক দিন পরে সাদা বলের ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জস বাটলার নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেমিফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার পরে বাটলার বলেছিলেন, তিনি অধিনায়কত্ব নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলতে তৈরি। শেষ পর্যন্ত শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি ঘোষণা করেন, "ইংল্যান্ডের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার আর দলের জন্য এটাই ঠিক সিদ্ধান্ত।" বাটলারের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি এবং ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়নের তাজ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। শনিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে গ্রুপের শেষ ম্যাচে ইংল্যান্ড মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকার। তার আগেই বাটলার নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানিয়ে দিলেন।

ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের কাছে ১-৪ হারে। এর পরে ওয়ান ডে সিরিজেও ০-৩ ফলে বিপর্যস্ত হয়। তাই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নামার আগে প্রচুর চাপে ছিল ইংল্যান্ড। দু'বারের রানার্সও প্রত্যাশার চাপ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও সামলাতে পারেনি। ইংল্যান্ড হারে অস্ট্রেলিয়া আর আফগানিস্তানের কাছে। বাটলার আরও বলেছেন, "কেউ উঠে আসবে নেতৃত্বের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য এবং বাজ় (কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম)-এর সঙ্গে মিলে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই প্রতিযোগিতাটা আমার অধিনায়কত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু ফল আমাদের পক্ষে যায়নি। তাই আমার মনে হয়েছে নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর এটাই ঠিক সময়।" বাটলার ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব নেন ২০২২ সালের জুনে। তাঁর নেতৃত্বে ইংল্যান্ড ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা আবার এই ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে নিশ্চিত করতে মরিয়া। তাদের জন্য ভাল খবর, হেনরিখ ক্লাসেন চোট সারিয়ে এই ম্যাচে মাঠে ফিরতে পারেন।

হর্ষ-পার্থের ঘূর্ণিতে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে বিদর্ভ

■ **লড়াকু:** ৯৮ রান করলেন সচিন বেবি। শুক্রবার। *পিটিআই*

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৮ ফেব্রুয়ারি: প্রথম ইনিংসে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করল কেরল। রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে বিদর্ভের ৩৭৯ রানের জবাবে কেরল অলআউট ৩৪২ রানে। ম্যাচে যদি মীমাংসা না হয়, প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার ফলে বিদর্ভকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হবে।

কেরলের অধিনায়ক সচিন বেবির সামনে সুযোগ ছিল দলকে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে দেওয়ার। জলজ সাক্সেনার সঙ্গে ধৈর্য ধরে ব্যাট করছিলেন তিনি। কিন্তু পার্থ রেখাড়ের বল মিড-অন অঞ্চল দিয়ে মারতে গিয়ে মিড-উইকেটে ক্যাচ তোলেন সচিন। সেখানে একমাত্র ফিল্ডার হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিলেন করুণ নায়ার। ক্যাচ নিতে কোনও ভুল করেননি।

সচিন ফিরতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে কেরল। তিনটি করে উইকেট নেন বাঁ-হাতি স্পিনার হর্ষ ও রেখাড়ে। পেসার দর্শন নলকাণ্ডে দু'টি উইকেট নিয়েছেন। এক উইকেট যশ ঠাকুরের।

সচিনের পাশাপাশি কেরলের হয়ে রান করেছেন আদিত্য সরওয়াটে। ৭৯ রান করেছেন তিনি।

টানা পাঁচ ম্যাচে হারের পরে ড্র মহমেডানের

আইএসএল

ওড়িশা ০	■	মহমেডান ০

নিজস্ব সংবাদদাতা

■ **লড়াই:** ওড়িশা এফসি রক্ষণে বন্দি ফ্রাঙ্কা। শুক্রবার। *এফএসডিএল*

আইএসএলে শুক্রবার ওড়িশা এফসি বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ম্যাচকে ঘিরে আগ্রহ বেশি ছিল ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদেরই। কার্লোস ফ্রাঙ্কা-রা জিতলে প্লে-অফে যোগ্যতা অর্জনের আশা কিছুটা বাড়ত মশালবাহিনীর। কিন্তু অসংখ্য গোলের সুযোগ পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ মহমেডান। ম্যাচ শেষ হল গোলশূন্য ভাবে। তবে পাঁচ ম্যাচ পরে হারের লজ্জা থেকে অবশেষে মুক্ত মহমেডান।

২৩ ম্যাচ থেকে ৩০ পয়েন্ট অর্জন করে সপ্তম স্থানে রয়েছে ওড়িশা। ষষ্ঠ ও পঞ্চম স্থানে যথাক্রমে মুম্বই সিটি এফসি (২১ ম্যাচে ৩২) ও নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড (২২ ম্যাচে ৩১)। অষ্টম স্থানে থাকা ইস্টবেঙ্গলের ২২ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট। শেষ দু'টি ম্যাচ জিতলে মশালবাহিনী শেষ করবে ৩৩ পয়েন্টে। কিন্তু প্লে-অফে যোগ্যতা অর্জনের জন্য ইস্টবেঙ্গলকে তাকিয়ে থাকতে হবে মুম্বই ও নর্থ ইস্টের দিকে।

ওড়িশার আহমেদ জাহু হঠাৎ দল ছেড়ে চলে গিয়েছেন। শুক্রবারের ম্যাচে ছিলেন না রয় কৃষ্ণ। নিলেন মোর্তাদা ফল-ও। তা সত্ত্বেও খেলা শুরু হওয়ার চার মিনিটের মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল ওড়িশা। রেনিয়ার ফার্নান্দেস গোল করতে পারেননি। ১৩ মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় মহমেডান। কিন্তু ফ্রাঙ্কা গোল করতে ব্যর্থ হন। ৩৪ ও ৩৭ মিনিটে আলেক্সিস গোমেসও সহজ সুযোগ নষ্ট করেন।

প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে মিরজালল কাশিমভও গোল করতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয়ার্ধেও ছবিটা বদলায়নি। গোল নষ্টের প্রতিযোগিতায় নামেন মহমেডানের মনবীর সিংহ, ভানলালজুইডিকা চাকচুয়াক, ফ্রাঙ্কা, আলেক্সিস-রা। ২২ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে সব দলের শেষেই থাকল মহমেডান।

মহমেডান: পদম ছেত্রী, সাজিদ হোসেন, জো জোহারলিয়ানা, ফ্লোরেন্ট অগিয়ের, ভানলালজুইডিকা চাকচুয়াক, মাফেলা, মিরজালল কাশিমভ, আলেক্স গোমেস, লালরেমসাঙ্গা (লালডিনপুইয়া), মনবীর সিংহ (রবি হাঁসদা) ও কার্লোস ফ্রাঙ্কা।

জয়ের পরেও উৎসবে মাততে নারাজ স্লট

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৮ ফেব্রুয়ারি: ইপিএলে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ২-০ হারিয়ে লিভারপুল শীর্ষস্থান মজবুত করতেই সমর্থকরা উৎসব শুরু করে দিয়েছেন। কারণ দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনালের থেকে তাঁদের পয়েন্টের ব্যবধান দাঁড়িয়েছে ১৩। কিন্তু এখনই উৎসবে মাততে নারাজ লিভারপুলের ম্যানেজার আর্নে স্লট।

কেন? ২৮ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্টে থাকা লিভারপুলের লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আসন্ন ম্যাচ। বুধবার রাতে ১১ মিনিটে প্রথম গোল করেন ডমিনিক সোবোজলাই। ৬৩ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার।

ম্যাচের পরে স্লট বলেন, "আমাদের এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। ১০ ম্যাচ বাকি রয়েছে। লিগ কাপ ফাইনালের পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্যারিস স াঁ জ়ার্মাঁ-র মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধেও খেলতে হবে। তাই আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে চলবে না।" এই ম্যাচের জন্য শনিবার থেকে প্রস্তুতি শুরু করবে লিভারপুল।

অন্য দিকে শেষ মুহূর্তে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ৩-২ গোলে জয় পেয়েছে ইপসউইচ টাউনের বিরুদ্ধে। পিছিয়ে থেকে প্রত্যাবর্তন করেও ম্যানেজার রুবেন আমোরিম দলের খেলা নিয়ে সন্তুষ্ট। বলেন, "আমি একেবারেই হতাশ নই। প্রথম মিনিট থেকে আমরা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে খেলেছি। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।"

মুম্বইকে দাপটে হারিয়ে শীর্ষে ল্যানিংয়ের দিল্লি

নিজস্ব প্রতিবেদন

■ **উচ্ছ্বাস:** হরমনপ্রীতকে ফিরিয়ে জেনাসেন। শনিবার। *ডব্লিউপিএল*

২৮ ফেব্রুয়ারি: ডব্লিউপিএলে শুক্রবার সহজ জয় পেল দিল্লি ক্যাপিটালস। মুম্বই ইন্ডিয়ানসের ব্যাটারদের আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার সুযোগ দেয়নি দিল্লির বোলাররা। ফলে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১২৩-৯ স্কোরেই আটকে যান হরমনপ্রীত কউররা। বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল জেস জোনাসেন। শুধু ২৫ রানে তিন উইকেট নেওয়াই নয় তিনি ছন্দে থাকা ন্যাট সাইভার ব্রান্ট, অধিনায়ক হরমনপ্রীত ও জি কমলিনীর উইকেট তুলে নিয়ে মেরুদণ্ড ধাক্কা দেন মুম্বইকে।

ব্যাট করতে নেমে দিল্লি শুরুটা ভালই করেছিল। কিন্তু দ্রুতই তারা দুই ওপেনার যস্তিকা ভাটিয়া (১১) ও হেইলি ম্যাথেউজ় (২২)-কে হারায়। তৃতীয় উইকেটে ব্রান্ট ও হরমনপ্রীতের মধ্যে ৩৮ রানের জুটি হয়। কিন্তু এর পরেই হরমনপ্রীতকে ১১ নম্বর ওভারে ফেরান জোনাসেন। ১৪তম ওভারে ব্রান্ট ফেরেন সহজ ক্যাচ দিয়ে। একের পর এক উইকেট পড়তে থাকে মুম্বইয়ের। ফলে ১২৩ রানেও গুটিয়ে যায় মুম্বইয়ের ইনিংস।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই ঝড় তোলেন দিল্লির দুই ওপেনার শেফালি বর্মা (২৮ বলে ৪৩) ও অধিনায়ক মেগ ল্যানিং। ৯.৫ ওভারে ৮৫ রান ওঠার পরে শেফালিকে ফেরান আমনজোত কউর। তবে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ চলে এসেছে দিল্লি ক্যাপিটালসের হাতে। শেষ পর্যন্ত ১৪.৩ ওভারে ১২৪-১ তুলে ৯ উইকেটে জেতে দিল্লি। ৪৯ বলে ৬০ রানে অপরাজিত থাকেন ল্যানিং। পাশাপাশি ১০ বলে অপরাজিত ১৫ রান করেন জেমাইমা। এই জয়ে ৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠল দিল্লি।

আত্মতুষ্টিই চিন্তা মোহনবাগান কোচের

নিজস্ব সংবাদদাতা

■ **অস্ত্র:** মুম্বই ম্যাচে কি নায়ক হয়ে উঠতে পারবেন দিমিত্রি? *ছবি: সুদীপ্ত ভৌমিক*

দু'ম্যাচ বাকি থাকতেই টানা দ্বিতীয় বার লিগ-শিল্ড জয়ের লক্ষ্যপূরণ হয়ে গিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের। আজ, শনিবার মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ নিয়মরক্ষার হলেও খুব একটা স্বস্তিতে নেই কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

কেন? মুম্বই রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিক বৈঠকে স্পেনীয় কোচ খোলাখুলি বলেছেন, "এই পরিস্থিতিতে ফুটবলারদের উজ্জীবিত করাই সব চেয়ে কঠিন হয়ে পড়ে।" এর পরেই যোগ করেন, "আমরা ইতিমধ্যেই লিগ-শিল্ড জিতে নিয়েছি। কিন্তু এর অর্থ এখানেই থেমে গেলে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে। সেমিফাইনালের আগে সময় নষ্ট করা বা বিশ্রাম নেওয়ার প্রশ্নই নেই।"

কোচের সঙ্গে একমত আপুইয়া। বলেছেন, "জয়ের ধারা অব্যাহত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমরা ইতিমধ্যেই লিগ-শিল্ড জিতে নিয়েছি। কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপ এখনও বাকি। এই পরিস্থিতিতে এখন যদি কোনও ম্যাচ হেরে যাই, তা হলে সেমিফাইনালে দলের মনোবলে ধাক্কা খেতে পারে। এই কারণেই জেতা খুব জরুরি।"

গত মরসুমে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেদের হারিয়েই লিগ-শিল্ড জিতেছিলেন দিমিত্রি পেত্রাতস-রা। কিন্তু মোহনবাগানের কাপ জয়ের আশা মুম্বই শেষ করে দিয়েছিল যুবভারতীতে ৩-১ জিতে। নেপথ্যে অন্যতম কারিগর ছিলেন আপুইয়া। পুরনো দলের বিরুদ্ধে শনিবার নিজেকে উজাড় করে দিতে মরিয়া তিনি। বললেন, "এই মরসুমে আমরা একাধিক নজির গড়েছি। সব চেয়ে বেশি ম্যাচ জিতেছি। ম্যাচে গোল না খাওয়ার তালিকাতেও আমরা সব দলের আগে রয়েছি। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাই।" চলতি আইএসএলে এখনও পর্যন্ত একটিও গোল না পেলেও আক্ষেপ নেই আপুইয়ার। বলে দিলেন, "গোল করা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবে গোল না খাওয়াটাও সমান জরুরি। আমার উপরে মূলত রক্ষণ সামলানোর দায়িত্ব থাকে। তাই এখনও গোল করতে পারিনি।"

নির্বাসিত থাকায় মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে জেসন কামিংস নেই। সাহাল আব্দুল সামাদ সুস্থ হয়ে উঠলেও তাঁকে খেলানোর ঝুঁকি নিতে চান না মলিনা। চিন্তা রক্ষণ। নির্বাসিত হওয়ায় খেলতে পারবেন না ডিফেন্ডার মেহতাব সিংহ।

আজ আইএসএলে: মুম্বই সিটি এফসি বনাম মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট (বিকেল ৫.০০, স্টার স্পোর্টস ও প্লাস স্পোর্টস ১)।

কিন্তু মুম্বই তো মরিয়া। তারা লক্ষ্য প্লে-অফে জায়গা নিশ্চিত করা। তা নিয়ে চিন্তা নেই বাগান কোচের। বললেন, "চোট-আঘাত, কার্ড সমস্যা থাকবেই। তা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। এক জন খেলতে না পারলে তার অভাব পূরণ করার জন্য আর এক জন রয়েছে। তাই উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই।"

মোহনবাগানকে হারিয়ে শনিবারই প্লে-অফ নিশ্চিত করতে মরিয়া মুম্বইয়ের কোচ পেত্র ক্রাতকি। বলেছেন, "আমরা পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে মোহনবাগান। ওদের সম্মান করি। তবে আমাদের লক্ষ্য জয়।"